প্রকৃতির অদ্ভুত খেয়ালে ও মংগলময়ের লীলায় হীন, ঘৃণ্য পাঁকে দেবপূজায় নিবেদিত পদ্মের জন্ম। এই দেখেই বিশ্বাস হয়, এজগতে কেউ ঘৃণ্য নয়, কেউ অবিশ্বাসের যোগ্যও নয়। 'উড়ায়ে দেখ হে ছাই, মিলিলেও মিলিতে পারে অমূল্য রতন।' এজগতে কাজ করে যেতে হবে, ফল নিশ্চয় পাবে। ভারতীয় দর্শনের এই তত্ত্বের ওপর নির্ভর করেই সমাজ ও সংস্কার গঠিত; কিন্তু ব্যতিক্রম ও বাধার প্রাচীর প্রত্যেক কাজেই তো থাকে। তা বলে হৃদয় কি মানুষের থাকবে না? আর হৃদয়হীন মানুষ কল্পনা করাই তো কষ্টকর। হৃদয় আছে বলেই বিনোদের জন্ম। সেজন্যই সার্থক বিনোদিনী। জন্ম পরম-পুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণের। সর্বজীবে প্রেম, প্রীতি ও একাত্মবোধের চৈতন্য উদয়ের মধ্যেই আত্মনিহিত রয়েছে

নটী
বিনোদিনী

পরম করুণাময়ের অসীম কৃপাধন্য বংগ রংগ-মঞ্চের গৌরবতীর্থ আজ সবার পদরজকণা সর্বাংগে মেখে ধন্য। আর ততোধিক ধন্য অপূর্ব সমন্বয়ে সুসংগঠিত এই নাটক।

—নতুন নতুন যাত্রার নাটক—

হারু রায়

খনা

সংঘাতময় জনপ্রিয় ঐতিহাসিক নাটক

শম্ভু বাগ

গণদেবতা

বিস্ময়কর পৌরাণিক আলিম্পন

রঞ্জন দেবনাথ

পৃথিবী আমারে চায়

করুণাঘন সামাজিক নাটক

প্রসাদ ভট্টাচার্য

বারুদ নিয়ে খেলা

দুর্দান্ত দুর্দম ঐতিহাসিক নাটক

শক্তি সিংহ

বাসরে এলো না প্রিয়া

ষড়যন্ত্রের নিকষে গঠিত কাহিনী

গৌর ভড়

জলসাঘর

ঘাত-প্রতিঘাতমূলক ঐতিহাসিক নাটক

জিতেন বসাক

কংস

বহুখ্যাত পৌরাণিক নাটক

রাখাল সিংহ

রেশমী বেগম

বর্তমান সমাজের এক জ্বলন্ত জিজ্ঞাসা

NATI BINODINI

Five act Drama

by

Nanda Gopal Roy Chowdhury



Nirmal Chandra Seal

: প্রচ্ছদ :

বাদল ভট্টাচার্য

: মুদ্রক :

এন. সি. শীল

ইম্প্রেসন সিণ্ডিকেট

২৬/২এ, তারক চাটার্জী লেন, কলিকাতা-৫

নটী বিনোদিনী

[যুগপ্লাবী সামাজিক নাটক]

ভক্ত-সাধক শ্রীনন্দগোপাল রায়চৌধুরী রচিত

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ
শিল্পীতীর্থ কর্তৃক অভিনীত

—নির্মল-সাহিত্য-মন্দির—
২এ, তারক চাটার্জী লেন, কলিকাতা-৫
শ্রীনির্মলচন্দ্র শীল কর্তৃক
প্রকাশিত

—※—

১৩৬০ সাল

প্রথম মুদ্রণ]

[মূল্য দশ টাকা



আমার "নটী বিনোদিনী"

বিনোদিনী চরিত্রে অনবদ্য রূপদাত্রি

সর্বজন স্নেহধন্যা অভিনেত্রী

জোৎস্না দত্তকে

দিলাম।

ইতি—

নাট্যকার

ভূমিকা



নটী বিনোদিনী অতীতে বংগ রংগমঞ্চের অন্যতম খ্যাতনামা অভিনেত্রী ছিলেন। তাঁরই জীবনী অবলম্বনে এই নাটক। যে সময়ে বাংলাদেশে থিয়েটার-শিল্পের বিরাট দৈন্য, সেই সময়ে নটগুরু গিরিশচন্দ্রের তত্ত্বাবধানে, তাঁরই প্রিয় শিষ্যা এই বিনোদিনী থিয়েটারের উন্নতিকল্পে তাঁর সহকর্মী শিল্পীদের স্বার্থে কিভাবে আত্মত্যাগের মহত্ত্বে উদ্বুদ্ধ হয়ে সকলকে বিস্মিত করেছিলেন—এ নাটক তারই প্রামাণ্য দলিল। অভিনয়ের মাধ্যমে শ্রীশ্রীঠাকুর রামকৃষ্ণের হৃদয় জয় করে তাঁর মুখনিঃসৃত আশীর্বাণী—'তোর চৈতন্য হোক' এই অমোঘ মহারত্ন লাভ করে বাংলার অভিনয়-জগতে চিরস্মরণীয়া হয়ে আছেন।

এই নাটক রচনায় সংস্থা পরিচালক দীনেশ নন্দী উৎসাহিত করেছেন, শিল্পীতীর্থের সত্ত্বাধিকারী বৈদ্যনাথ শীল আমাকে সর্ববিধ সাহায্য করেছেন এবং খ্যাতনামা শিল্পী বন্ধুবর পূর্ণেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় নাটকটি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করে মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন। সর্বোপরি শিল্পীতীর্থের শিল্পীবৃন্দ অকার্পণ্য অভিনয়ে নাটকটি জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। এই কারণে সকলের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। বিনীত—

রথযাত্রা
১৫ই আষাঢ়, ১৩৮৩

—নাট্যকার

পুনশ্চ : এই নাটক পেশাদার ও সৌখীন সম্প্রদায় কর্তৃক সাধারণ মঞ্চে বা আসরে অভিনয়ের জন্য কোনরূপ অতিরিক্ত অনুমতির প্রয়োজন নেই।

পরিচিতি

—পুরুষ—

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ... ... দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের

নরেন (বিবেকানন্দ) ... ... ঠাকুরের প্রধান শিষ্য

গিরিশ ঘোষ ... নাট্যশিক্ষক।

অর্ধেন্দু মুস্তাফি ... অভিনেতা।

অমৃত মিত্র ঐ।

অমৃত বসু ([illegible]ন ঐ।

পূর্ণেন্দু মুখোপাধ্যায় থিয়েটারের নেতা।

ব্রজনাথ শেঠ থিয়েটারের মহাজন

অ-বাবু ... বিনোদিনীর প্র[illegible]

গুর্মুখ রায় .. ... ঐ দ্বিতীয় রক্ষক।

মদন ... ঐ ভাড়াটিয়া ভাই।

পটলচাঁদ, পীতমচাঁদ ... ... গুণ্ডাদ্বয়।

গোবিন্দ ... ... গিরিচন্দ্রের ভৃত্য।

প্রতাপচাঁদ জহুরী, রামধনী, জনৈক ভক্ত, জুয়াচোর ও ভক্তবৃন্দ।

—

বিনোদিনী রংগ-নটী।

গংগামণি বাঈজী, পরে অভিনেত্রী।

সুরতকুমারী গিরিশচন্দ্রের দ্বিতীয়া স্ত্রী।

দেবী ভবতারিণী ও বিনোদিনীর মা

॥ অভিনয়কালে নাটকের নাম পরিবর্তন সর্বতোভাবে নিষিদ্ধ ॥

সম্প্রতি প্রকাশিত নূতন যাত্রার নাটক

● পৌরাণিক ●

ভরত বিদায়	নট্ট কোম্পানী	ব্রজেন্দ্রকুমার দে
সতী বেহুলা	ভারতী অপেরা	নন্দগোপাল রায়চৌধুরী
কংস	আর্য অপেরা	জীতেন বসাক

● ঐতিহাসিক ●

অনেক রক্ত ছড়িয়ে	অম্বিকা নাট্য	ব্রজেন্দ্রকুমার দে
রক্তে ধোয়া মসনদ	অগ্রদূত নাট্য	ভৈরব গঙ্গো ও মনীন্দ্র দে
মুঘল-এ-আজম	শ্রীমা অপেরা	জীতেন বসাক
রক্ত নদীর ধারা	মঞ্জুরী অপেরা	কমলেশ ব্যানার্জী
অভিশপ্ত স্বর্ণগড়	মৌসুমী নাট্য	রঞ্জন দেবনাথ
খনা	সত্যম্বর অপেরা	হারু রায়
জলসাঘর	নিউ তরুণ অপেরা	গৌড় ভড়

● কাল্পনিক ●

কাণ্ডারী হুঁশিয়ার	রয়েল বীণাপাণি	ব্রজেন্দ্রকুমার দে
প্রতিহিংসা	নিউ তরুণ অপেরা	রাখাল সিংহ
বেদেনী	কালিকা নাট্য	ভৈরব গঙ্গো ও শক্তি সিংহ

● সামাজিক ●

কুলবধূর কান্না	ভোলানাথ অপেরা	নির্মল মুখোপাধ্যায়
বধূ এলো ঘরে	মদনমোহন অপেরা	নিমাই মণ্ডল
নাট্যকারের মৃত্যু	নেতাজী অপেরা	প্রাণকৃষ্ণ রায়
প্রেমের সমাধি পাশে	সুশীল নাট্য কোম্পানী	নির্মল মুখোপাধ্যায়
পৃথিবী তোমায় সেলাম	নবনাট্য গ্রুপ	শম্ভু বাগ
বাঈজীর মেয়ে	মাধবী নাট্য	কমলেশ ব্যানার্জী
বড় বৌদি	লোকনাট্য	নির্মল মুখোপাধ্যায়
অমানুষ	স্বপন অপেরা	নির্মলকুমার ও রবীন ব্যানার্জী
কবিয়াল এ্যান্টনী ফিরিঙ্গি	লোকরঞ্জন	নরেশ চক্রবর্তী
পুত্রবধূ	ভার্গব অপেরা	রঞ্জন দেবনাথ
মেজ বৌ	দিপালী অপেরা	নির্মলকুমার ও নিমাই
পাগলাবাবু	অগ্রদূত নাট্য	সত্যেন ভদ্র

নটী বিনোদিনী

—(*)::(*)—

প্রথম অংক

প্রথম দৃশ্য

গংগাবাঈয়ের ঘর

কথা বলিতে বলিতে বিনোদিনী ও গংগাবাঈয়ের প্রবেশ।

বিনোদিনী। মায়ের দুর্দশা আর চোখে দেখা যায় না গোলাপ

গংগা। কি করবি গোলাপ। মাসীমা যে ছেলের শোকে পাগল হয়ে যাবে, এটা কেউ কল্পনাও করতে পারেনি।

বিনোদিনী। আপন মনে বিড়বিড় করে কি যে বলে বোঝা যায় না। বৌদিকে সামনে দেখলেই বেশী ক্ষেপে ওঠে। বলে, রাক্ষুসী তুই আমার ছেলেটাকে খেয়ে ফেললি।

গংগা। সে বেচারীর কি অপরাধ বল? তোদের দারিদ্রই তো দাদার মৃত্যুর কারণ।

বিনোদিনী। তা সত্যি গোলাপ। কিন্তু মার পাগলামী তো ওকথা এখন বুঝতে পারছে না।

গংগা। মাঝে মাঝে আমি তোদের কথা চিন্তা করি গোলাপ। বস্তী বাড়ীর ভাড়াটেরা দিন মজুরী করে খায়, ঠিকমত মাস কাবারে

ভাড়াও দিতে পারে না। মাত্র আমার এই একখানা কোঠাঘরের ভাড়ায় তোদের চলবে কি করে।

পূর্ণেন্দু মুখার্জীর প্রবেশ।

পূর্ণেন্দু। চলতে পারে না গংগাবাঈ, তোমার এই একখানা কোঠা ঘরের ভাড়ায় বিনোদের সংসার চলতেই পারে না।

গংগা। ছেলের শোকে মাসীমা পাগল হয়ে খাওয়া-দাওয়া ছেড়ে দিয়েছে বলে গোলাপ খুব চিন্তা করছে।

পূর্ণেন্দু। এই বয়সে তোমার গোলাপ যে রকম চিন্তা ভাবনায় ডুবে আছে, তাতে শেষ পর্যন্ত ও বেচারীও একটা অসুখ-বিসুখে পড়ে না যায়।

উন্মাদিনীর বেশে বিনোদিনীর মা-র প্রবেশ।

মা। ওগো ছেলে, শুনছো! আমার ছেলেকে তোমরা দেখেছো? আজ কদিন হল সে হতভাগা ঘরে আসে না।

পূর্ণেন্দু। আসবে মাসীমা। আপনি অত চিন্তা করছেন কেন?

মা। চিন্তা করবো না! ছেলেটার যে বড্ড ক্ষিদে পেয়েছিল।

বিনোদিনী। [জনান্তিকে বলে] শুনছো গোলাপ, দাদা যে ক্ষিদের জন্যে মাকে বলেছিল, মা আমাকে আপেল আর বেদানা খাওয়াও না। [চোখ ছল ছল করে ওঠে] ঘরে পয়সা ছিল না বলে দাদার শেষ ইচ্ছাটাও আমরা পূরণ করতে পারিনি। পাগলামোর ঝোঁকে সেই কথাটাই মা আজ বলছে।

পূর্ণেন্দু। পয়সার অভাবে যে তার শেষ, ইচ্ছাটাও পূর্ণ করতে পারিনি—এ কথাটা আমাকে তোমরা সে-সময় জানাওনি কেন বিনু!

গংগা। লজ্জায় সে সময় ওরা তোমাকে জানাতে পারেনি বাবু।

পূর্ণেন্দু। এমন লজ্জা হওয়া উচিত নয় গংগা। একটা মানুষ মৃত্যু-
্যায় পড়ে আপেল বেদানা খেতে চেয়েছিল—

মা। আমি দিতে পারিনি।

গংগা। মাসীমা—মাসীমা—

মা। ওরে দেখ—দেখ, ছেলেটা শূণ্যে দাঁড়িয়ে আমাকে হাতছানি
য়ে ডাকছে।

গংগা। কেন মাসীমা তার জন্যে পাগল হচ্ছো? তোমার ছেলে যদি
কবার হোত এই দারিদ্রের মধ্যেও সে নিশ্চয়ই বেঁচে থাকতো।

মা। এ্যাঁ, বাছা আমার বেঁচে নেই।

বিনোদিনী। না মা, দাদা আমাদের ফাঁকি দিয়ে চিরদিনের মত
লে গেছে।

মা। উঃ! বুকের ভেতরটা এমন হাঁচড়-পাঁচড় করছ কেন? জ্বলে
াল—জ্বলে গেল। ওরে মানিক আমার, ফিরে আয় বাবা। এরা পারবে
া। আমি তোকে আপেল বেদানা খাওয়াব। ওরে তুই শুধু ফিরে
ায়—ফিরে আয়—

[কাঁদিতে কাঁদিতে প্রস্থান।

বিনোদিনী। মা—মা—

পূর্ণেন্দু। মাসীমাকে আর ডেকো না বিনু। মাসীমার চোখ দিয়ে
খন জল বেরিয়েছে, তখন আর ভয় নেই। ওঁকে কেঁদে হাল্কা হতে
াও।

গংগা। বাবু ঠিক কথাই বলেছে।

পূর্ণেন্দু। ওঁকে কাঁদতে দাও, বেশি করে কাঁদতে দাও। কেঁদে
কেঁদে বুকখানা হালকা হলেই পাগলামী সেরে যাবে।

বিনোদিনী। মায়ের পাগলামী সেরে যাবে?

পূর্ণেন্দু। নিশ্চয়ই সেরে যাবে। বহুক্ষেত্রে শোকার্ত পাগলকে এ রকম চেঁচিয়ে কাঁদার পর আমি সারতে দেখেছি।

বিনোদিনী। মায়ের যদি পাগলামো ভাল হয়ে যায়, তাহলে ভিক্ষে করেও আমি মা-দিদিমার পেট চালাতে পারবো।

গংগা। আমি থাকতে তোকে ভিক্ষে করতে হবে না ভাই গোলাপ।

বিনোদিনী। তোমার কাছ থেকে আর কত আমরা নোব গোলাপ? বারবার হাত পেতে নিতে লজ্জা করে।

গংগা। কিসের লজ্জা ভাই? তুই আমার গোলাপ, পর তো নস্! নির্বান্ধব কলকাতায় তোরাই তো আমার বেশী আপনার।

পূর্ণেন্দু। নিশ্চয় নিশ্চয়! বিনু আর তুমি যেন এক বৃন্তে দুটি ফুল। উঠতে বসতে সব সময়ই এক সংগে থাক।

গংগা। গোলাপ যে আজকাল আমার কাছে গান শেখে।

পূর্ণেন্দু। তাই নাকি? গাওনা একখানা গান বিনু, শুনি কি রকম তুমি গায়িকা হয়েছ।

বিনোদিনী। গায়িকা আমি মোটেই হতে পারিনি দাদাবাবু।

গংগা। যে গানখানা সেদিন তোকে শেখালুম, সেখানা গা না গোলাপ।

বিনোদিনী। তুমিও বলছো? বেশ তবে তুমি ধরো, আমি তোমার সংগে গাইব।

[গংগাবাঈ গানের প্রথম ছত্র গায়, পরে বিনোদিনী গায়]

গীত

দিবা নিশি শুনি মধুর মুরলী কহে বিরহিনী রাধা।
চলে গেছে শ্যাম ছাড়িয়া গোকুল তবু সেই সুর বাঁধা॥

যমুনায় আর বহেনা উজান,
ফোটে না কুসুম প্রকৃতির দান,
নাচে না ময়ূর ছড়ায়ে পেখম বিফল শ্রীমতীর কাঁদা॥

পূর্ণেন্দু। বাঃ, চমৎকার গান গাইতে শিখেছো তো বিনু।

গংগা। গোলাপের স্মৃতিশক্তি খুব প্রখর, একবার শুনলেই শিখে নেয়।

পূর্ণেন্দু। একটা কাজ করলে হয় না গংগামণি?

গংগা। কি?

পূর্ণেন্দু। ন্যাশনাল থিয়েটারের প্রোপাইটার ভুবন নেউগীর সংগে মামার বিশেষ বন্ধুত্ব আছে, তাঁকে ধরে বিনুকে ওঁর থিয়েটারে ঢুকিয়ে লে হয় না?

গংগা। তাহলে তো খুব ভাল হয়।

পূর্ণেন্দু। ওঁর থিয়েটারে বিনুকে চাকরী করে দিলে ওদের নিয়মমত থম দশ টাকা মাইলে পাবে।

বিনোদিনী। দ-শ-টা-কা মাইনে আমি পাব?

গংগা। নিশ্চয় পাবি গোলাপ। তোর এই মিষ্টি গলায় গান, াশনাল থিয়েটারের প্রোপাইটার শুনলেই—

পূর্ণেন্দু। লুফে নেবে বিনু—লুফে নেবে।

বিনোদিনী। তাহলে আজই আমাকে নিয়ে চলুন দাদাবাবু।

পূর্ণেন্দু। আজই?

গংগা। কেন আপত্তি কিসের?

পূর্ণেন্দু। আপত্তি বিনুর নেই, কিন্তু ওর মা দিদিমার তো াপত্তি হতে পারে।

বিনোদিনী। মায়ের মাথা খারাপ, তার মতামতের কোন দাম ই। তবে দিদিমার মত—

গংগা। আমি তোর দিদিমার মত নিয়ে নেব।

বিনোদিনী। থিয়েটারে চাকরী হলে আমরা দুবেলা পেটভ খেয়ে তো বাঁচব।

পূর্ণেন্দু। নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই। তাহলে তুমি তৈরী হয়ে থেবে আমি তোমাকে সন্ধ্যের সময় নিয়ে যাবো। [প্রস্থানোদ্যত]

গংগা। তুমি এখনি চলে যাচ্ছ বাবু?

পূর্ণেন্দু। হ্যাঁ গংগামণি। যাবার পথে একবার ন্যাশনাল থিয়েটা অফিসটা ঘুরে যাব। বিনু তৈরী থেকো।

[বিনোদিনী সম্মতি জানায় ; পূর্ণেন্দুর প্রস্থা

গংগা। চল গোলাপ, দিদিমার মতটা আদায় করে নিয়ে আ

বিনোদিনী। দিদিমার মত আদায় হোক আর না হোক গোল থিয়েটারের চাকরী আমি নিশ্চয়ই করবো।

[উভয়ের প্রস্থা

———

দ্বিতীয় দৃশ্য

ন্যাশনাল থিয়েটারের অফিস ঘর

কথা বলিতে বলিতে গিরিশচন্দ্র ও ব্রজনাথ শেঠের প্রবেশ।

ব্রজ। করব না, করব না, করব না—এই তিন সত্যি করলুম গিরিশবাবু। ভুবন নেউগীকে আমি আর একটি পয়সাও সাহায্য করব না।

গিরিশ। এই নিয়ে কবার হল শেঠ মশাই? গেল বছরও তো বলেছিলেন ভুবনবাবুকে আর আপনি এক পয়সাও ধার দেবেন না।

ব্রজ। বলেছিলুম সত্যি। কিন্তু যখন দেখলুম সীতার বনবাস নাটকখানার সেল বেড়ে গেল—

গিরিশ। তখন আপনার সুদের নেশাও একটু একটু করে বেড়ে গিয়েছিল।

ব্রজ। ঐ তো—ঐ তো আপনার দোষ। আমাকে আপনি সুদ খেতেই দেখেন! আর ভুবন নেউগী—

গিরিশ। আপনার চেয়েও চতুর লোক, তাই সাবেক দেনা সুদ সমেত মিটিয়ে দিয়ে আবার চড়া সুদ স্বীকার করে নতুন দেনা করেছিলেন।

ব্রজ। সে দেনা করে তো ভুবনবাবুর ঠকা হয়নি মশাই। এই এক বছরে কমপক্ষে দশটা হাজার টাকা লাভ করেছেন। কিন্তু আমার বেলায় অষ্টরম্ভা।

গিরিশ। কেন—কেন? ভুবনবাবু সুদে-আসলে আপনার টাকা মিটিয়ে দেন নি?

অমৃতলাল বসুর প্রবেশ।

অমৃত। সে টাকা মিটিয়ে পেলেও উনি সন্তুষ্ট হতে পারেননি গুরু। কারণ ওকে গুয়ে-পেত্নি ভর করেছে!

গিরিশ। বলিস কিরে ভুনি? শেষ পর্যন্ত শেঠজীরও—

অমৃত। ঘোড়া রোগ ধরে গেল।

ব্রজ। বিশ্বাস করবেন না গিরিশবাবু, বিশ্বাস করবেন না। এই ভুনি ছোকরা এক নম্বর ধাপ্পাবাজ।

অমৃত। হ্যাঁ, ভুনি ধাপ্পাবাজ। আর আপনি সাধু? তাহলে গুরুর সামনে সেই কথাটা প্রকাশ করে ফেলব নাকি?

ব্রজ। কি প্রকাশ করবে ছোকরা? আমি তো আর কারো চুরি-চামারি করিনি।

অমৃত। চুরি করেননি বটে, তবে ডাকাতির চেষ্টা করেছিলেন।

গিরিশ। তার মানে!

অমৃত। তার মানে, ন্যাশনাল থিয়েটারের হিরোইন ক্ষেত্রমণি।

ব্রজ। দেখ ভুনি, ভাল হবে না: এই ন্যাশনাল থিয়েটারের হিরোইন ক্ষেত্রমণি—

অমৃত। আপনাকে দুচক্ষে দেখতে পারে না, তবুও আপনি তার প্রেমের চকোর হয়ে মধুপানের লোভে পরশু ভোরবেলায় তার বাড়ীর পিছনে গিয়ে মেথরের ঝাঁটা খেয়ে এসেছেন।

গিরিশ। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ। তাই নাকি শেঠ মশাই?

ব্রজ। বিশ্বাস করবেন না গিরিশবাবু, ওই চ্যাংড়া ফিচেল ভুনির কথা একদম বিশ্বাস করবেন না। আমি—

অমৃত। ভোরবেলায় ক্ষেত্রমণির বাড়ীর পেছনে দাঁড়িয়ে মিহিগলায়

খেতু খেতু বলে ডাকছিলেন। ঠিক তখন, ক্ষেত্রমণির মতই গোলগাল একটি মেয়েছেলে গায়ের কাপড় মুড়ি দিয়ে বালতি হাতে ওর সামনে আসছিল। একে শীতের কুয়াশা, তায় ভোর বেলা। উনি ক্ষেত্রমণি মনে করে যেই ছুটে গিয়ে মেয়েছেলেটির হাত চেপে ধরে প্রেম নিবেদন করতে গেছেন, অমনি গায়ের মুড়িশুড়ি খুলে সে মাগী বালতির ভেতর থেকে ঝাঁটা তুলে নিয়ে বেদম ঠ্যাঙানী শুরু করে দিল।

গিরিশ। ছিঃ ছিঃ ছিঃ, শেঠজী! একটা থিয়েটারের অভিনেত্রীর প্রেমে পাগল হয়ে শেষ পর্যন্ত মেথরাণীর ঝাঁটা আপনার অদৃষ্টে?

পূর্ণেন্দুর প্রবেশ।

পূর্ণেন্দু। কার অদৃষ্টে মেথরাণীর ঝাঁটা জুটল গিরিশবাবু?

ব্রজ। ওই শুনুন মশাই। ভাল আলোচনা কানে ঢোকে না। কারো নিন্দের কথা বলুন, দু হাজার গজ দূর থেকেও ঠিক কান খাড়া করে শুনে নেবে।

পূর্ণেন্দু। কার ভালমন্দ কথা এখানে হচ্ছে; কানে গেল তাই জিজ্ঞাসা করছি মশাই। তাই শুনে আপনি ওরকম তেলেবেগুনে হয়ে চটে উঠলেন কেন?

অমৃত। পড়লো কথা সবার মাঝে, যার কথা তার গায়ে বাজে। বুঝতে পারছেন না মশাই, যিনি ডুবে ডুবে জল খেয়ে ভাবেন শিব ছেড়ে শিবের বাবাও টের পাচ্ছেন না—মেথরাণীর ঝাঁটা তাঁরই অদৃষ্টে জোটে।

ব্রজ। তবে রে শালা—[মারতে যায়, গিরিশ ধরিয়া ফেলে]

গিরিশ। করছেন কি, করছেন কি শেঠ মশাই! এটা যে ন্যাশনাল থিয়েটারের অফিসঘর।

ব্রজ। তা জানি মশাই। কিন্তু ভুনি—

পূর্ণেন্দু। আপনাকে ক্ষ্যাপাচ্ছে, বুঝতে পারছেন না।

গিরিশ। ভুনি যে ক্ষ্যাপাচ্ছে না সত্যি সত্যি, তাই বা আমরা বুঝবো কি করে পূর্ণেন্দুবাবু?

ব্রজ। আপনিও মশাই শেষ পর্যন্ত আমার পেছনে লাগলেন? না, আমার আর এখানে দাঁড়ানই চলে না।

অমৃত। গুরু, আপনার পেছনে লাগলে তো পরণের কাপড় ফেলে আপনাকে পালাতে হোত মশাই।

গিরিশ। বাজে কথা ছেড়ে দাও ভুনি। এখনো যখন ভুবনবাবু এলেন না, তখন আর দেরী করতে পারব না। অফিসের বেলা হয়ে এলো।

পূর্ণেন্দু। কি ব্যাপার গিরিশবাবু? এমন সময় ন্যাশনাল থিয়েটারের অফিসে আপনি!

গিরিশ। এসেছি ভুবনবাবুর সংগে এই থিয়েটার লিজ নেওয়া সম্বন্ধে একটা কথা বলতে।

পূর্ণেন্দু। ভুবন নেউগী থিয়েটার লিজ দিতে চান নাকি!

গিরিশ। আজ্ঞে হ্যাঁ। নেবেন নাকি আপনি?

পূর্ণেন্দু। মাফ করবেন মশাই, থিয়েটার ব্যবসা আমি বুঝিও না, আর লিজও নেব না।

অমৃত। আপনি না বুঝলেও, শেঠমশাই নিশ্চয়ই বোঝেন। ন্যাশনাল থিয়েটার উনিই লিজ নিন না।

দ্রুত অমৃত মিত্রের প্রবেশ।

মিত্র। গুরু গুরু, শিগগির বাড়ী চল, বৌঠানের অবস্থা খুবই খারাপ দেখে এলুম।

গিরিশ। এঁ্যা—সেকি! সকালে দেখলুম অনেকটা সুস্থ আছে অ
এরই মধ্যে প্রমদা—

মিত্র। খুবই অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। আমি আপনার সংগে বাড়ী
দেখা করতে গিয়ে বৌঠানের অবস্থা শংকটাপন্ন দেখেই ছুটতে ছুট
আপনাকে খবরটা দিতে আসছি।

গিরিশ। তাড়াতাড়ি চল অমৃত। জানি না অদৃষ্টে কি আছে।

ছুটিয়া গোবিন্দর প্রবেশ।

গোবিন্দ। বাবু—বাবু, মা ঠাকরুণ—[ইতঃস্ততঃ করিতে থাকে

গিরিশ। ওরে হতভাগা বল বল, তোর মা ঠাকুরণ বেঁচে অ
না শেষ হয়ে গেছে?

গোবিন্দ। নেই। মা ঠাকুরণ আর ইহজগতে নেই।

গিরিশ। এঁ্যা—[পাথরের ন্যায় চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন]

পূর্ণেন্দু। গিরিশবাবু—গিরিশবাবু।

অমৃত ও মিত্র। গুরু—গুরু।

গিরিশ। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ। খতম, সংসারের খেল খতম।

গোবিন্দ। বাবু।

পূর্ণেন্দু। গিরিশবাবু।

গিরিশ। প্রমদা নেই—প্রমদা চলে গেছে, প্রমদা আর
আসবে না।

মিত্র। শান্ত হোন গুরু। বৌঠান দেবী, তাই শাখা-সি
নিয়ে স্বর্গে চলে গেছেন।

গিরিশ। স্বর্গের দেবী স্বর্গে চলে গেল। কিন্তু আমি
আকর্ষণে সংসারে থাকবো, কেমন করে ভুলবো তার স্মৃতি—

অমৃত। গুরু—গুরু—

গিরিশ। শৈশব সুখের স্বপ্ন নাহিক এখন
যৌবনে ঢালিয়ে কায়, পেয়েছিনু প্রমদায়
মলে কি ভুলিব হায় প্রথম চুম্বন॥

[পাগলের ন্যায় দ্রুত প্রস্থান।

অমৃত। গুরু—গুরু, একা যাবেন না—একা যাবেন না।

মিত্র। তাড়াতাড়ি চল ভুনি, একখানা ঘোড়ার গাড়ী করে কে বাড়ী নিয়ে যেতে।

[অমৃত সহ প্রস্থান।

পূর্ণেন্দু। চল—চল—আমরাও যাই।

[ব্রজনাথকে টানিয়া লইয়া প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

বিনোদিনীর ঘর

বিনোদিনী ও অ-বাবুর প্রবেশ।

অ-বাবু। কথা শোন মেনি—কথা শোন, তুমি থিয়েটার ছেড়ে ।

বিনোদিনী। না না, থিয়েটার আমি ছাড়তে পারবো না।

অ-বাবু। কেন পারবে না?

বিনোদিনী। ও প্রশ্নের ঠিক ঠিক জবাব দিলে তুমি নিশ্চয় রাগ ব বাবু।

অ-বাবু। না না আমি রাগ করবো না। কি ব্যাপার খুলে বল দেখি।

বিনোদিনী। ব্যাপার আবার কি হবে? থিয়েটার আমার নেশা তাই যে কেউ ছাড়তে বললে বেজায় রাগ হয়।

অ-বাবু। কিন্তু নেশাটা পেশায় দাঁড় করিয়েছ বলেই রাতদুপুর পর্যন্ত তোমার সংগে দেখা করতে আমাকে হা-পিত্যেস করে বসে থাকতে হয়।

বিনোদিনী। তুমি আমাকে ভালবাস বলেই তো রাত দুপুর পর্যন্ত হা-পিত্যেস করে বসে থাক।

অ-বাবু। সত্যি মেনি, আমি তোমাকে খুব ভালবাসি।

বিনোদিনী। আমি তা জানি।

অ-বাবু। জানো বোঝ যে আমার ভালবাসা আকাশের মত উদার, চাঁদের জ্যোৎস্নারাশির মত আলোকজ্জ্বল, সমুদ্র তরংগের মত উদ্দাম—ওকি হাসছো যে।

বিনোদিনী। হাসছি তোমার কবিত্ব শুনে।

অ-বাবু। ও, তাহলে আমার ভালবাসার বর্ণনা, অলংকার এসব তোমার কাছে তুচ্ছ?

বিনোদিনী। না না, ওকথা বলোনা গো। বিশ্বাস কর, তোমার ভালবাসার ছোঁয়া পেয়ে আমার মনের আঙিনায় প্রেমের জ্যোৎস্না ফুটে উঠেছে।

অ-বাবু। মেনি, তুমি আমার সংগিনী বলেই আমি তোমাকে রাত দুপুর পর্যন্ত থিয়েটারের এই হাড়ভাঙা পরিশ্রম করতে বারণ করেছি।

বিনোদিনী। থিয়েটারের পরিশ্রমে কোন শিল্পীরই কষ্ট হয় না বাবু।

অ-বাবু। ও কথা আমি বিশ্বাস করি না। সন্ধ্যে থেকে রাত পুর পর্যন্ত চিৎকারে দাপাদাপিতে যে কষ্ট হয়—

বিনোদিনী। তাতেই তারা স্বর্গের আনন্দ নিয়ে মেতে থাকে।

অ-বাবু। কি বলছো মেনি?

বিনোদিনী। সত্যি কথা বলছি বাবু। নাট্যশিল্পের সাধনায় যে ানন্দ আছে, তা স্বর্গের আনন্দ বললেও অত্যুক্তি হয় না।

অ-বাবু। তাহলে শিল্পীরা শুধু টাকা রোজগারের জন্যই থিয়েটারে ভিনয় করে না, এর মধ্যে স্বর্গীয় আনন্দও আছে?

বিনোদিনী। নিশ্চয়ই। নাটকের যে কোন চরিত্রের সার্থক ভিনয় দেখে, শত শত দর্শক যখন একসংগে ধন্যবাদ আর হাততালি দয়, তখন শিল্পীদের মনে হয় তারা বুঝি ভগবানের আশীর্বাদ কুড়োচ্ছে।

অ-বাবু। বেশ তারই জন্য যদি থিয়েটার ছাড়তে না পার, তাহলে এ্যামেচার হয়ে থিয়েটার কর।

বিনোদিনী। এ্যামেচার!

অ-বাবু। হ্যাঁ, সামান্য পঁচিশ টাকা মাইনেতে থিয়েটারের চাকরী করার কোন অর্থই হয় না।

বিনোদিনী। কিন্তু মা বলেন, ওই থিয়েটারের টাকাতেই তো একদিন আমরা খেয়ে পরে বেঁচেছি। ও টাকা মা-লক্ষ্মীর দান।

অ-বাবু। আর আমার টাকা বুঝি মা-লক্ষ্মীর দান নয়?

বিনোদিনী। না না, অতবড় কথা আমরা বলি না। তবে থিয়েটারের পঁচিশ টাকা মাইনে—

অ-বাবু। আর নেওয়া চলবে না। এখন থেকে এ্যামেচার হয়ে থিয়েটারে অভিনয় করবে তুমি, এমনকি ওদের গাড়ীতেও আর থিয়েটারে যাওয়া চলবে না।

বিনোদিনী। সেকি! তাহলে থিয়েটারের গাড়ী?

অ-বাবু। আমি নিয়মিত পাঠিয়ে দেব।

বিনোদিনী। বেশ, তাতে যদি সুখী হও, আমি কথা দিচ্ছি, যতদিন বেংগল থিয়েটারে থাকবো, ততদিন একটা পয়সাও আর আমি নেব না।

অ-বাবু। আমি খুব খুশী হলাম মেনি। আমরা কাশীতে একমাস কাটিয়ে ফেরার পর থেকে তুমি এ্যামেচার হয়েই থিয়েটারে জয়েন করবে, কেমন? তাহলে আজ আমি আসি।

বিনোদিনী। এখনই চলে যাবে?

অ-বাবু। অনেক রাত হয়ে গেছে মেনি, আজ চলি। কাল তোমার থিয়েটার বন্ধ। কাল সকাল সকাল আসব।

বিনোদিনী। তাহলে এস বাবু—[অ-বাবুর প্রস্থান] সমুদ্রের মত গভীর ওর ভালবাসা। এ ভালবাসার প্রতিদান দেওয়ার ক্ষমতা আমার নেই।

বিনোদিনীর মা ও ব্রজনাথবাবুর প্রবেশ।

মা। হা-লা বিনু, থিয়েটারে মাইনে নিবি না—বাবুর কাছে ঝাঁ করে কথা দিয়ে বসলি!

ব্রজ। কথা দিয়েছে ভদ্রলোককে সন্তুষ্ট করতে। তা বলে থিয়েটারের মাইনে—

বিনোদিনী। আর এক পয়সাও নেওয়া চলবে না।

মা। কেন চলবে না, বলি কেন চলবে না। ওই থিয়েটারের টাকায় যে আমরা একদিন সগুষ্টি খেয়ে পরে বেঁচেছি।

বিনোদিনী। অস্বীকার করি না মা। কিন্তু আজ—

ব্রজ। বাবুকে সন্তুষ্ট রাখতে কথা দিয়েছ। তাতে কি হয়েছে। নিয়মিত তুমি যেমন থিয়েটারে মাইনে নিচ্ছ, তেমনিই নেবে।

বিনোদিনী। কিন্তু বাবু যখন জিজ্ঞাসা করবে, তখন আমি কি জবাব দেব ?

ব্রজ। বলবে মাইনে নিচ্ছি না।

বিনোদিনী। সে কি! যিনি আমাকে অগাধ বিশ্বাস করেন, তাঁর কাছে মিছে কথা বলব ?

মা। মিছে কথা বলাই তো আমাদের ব্যবসা রে বিনু।

বিনোদিনী। না না, আমি তা পারবো না।

মা। কেন পারবিনি, বলি কেন পারবিনি ? শুলো, ওরা নেশায় পড়ে মুখে রাজ্যিপাট লুটিয়ে দেয়, তারপর নেশা কেটে গেলেই মুখে নাতি মেরে চলে যায়।

ব্রজ। ঠিক কথা দিদি। বড়লোকের ছেলেদের বিনু চেনে না। কিন্তু আমি হাড়ে হাড়ে চিনি।

বিনোদিনী। অমন কথা বলো না শেঠমামা। উনি সে চরিত্রের মানুষ নন।

মা। বাবুদের অত বিশ্বাস করিস না বিনু। ওরা পারে না এমন কাজ দুনিয়ায় নেই।

ব্রজ। তোমার কথা বর্ণে বর্ণে সত্যি দিদি। থিয়েটারে টাকা ধার দিয়ে কাপ্তেনবাবুদের চরিত্র সম্বন্ধে আমার বেশ অভিজ্ঞতা হয়েছে। ওরা একজন করে এসে থিয়েটারের প্রোপাইটারী নিচ্ছে আর মদে মেয়েমানুষে হাজার হাজার টাকা খরচ করে, ঋণের পাহাড় জমিয়ে দেউলিয়া খাতায় নাম লিখিয়ে সরে পড়েছে।

মা। শুনলি তো। ওরা নেশায় পড়ে যতই কাপ্তেনি দেখাক না

কেন, যেদিন নেশা কেটে যাবে সেদিন ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে গিয়ে বে-থা করে সংসারী হবে। তাই বলি, সময় থাকতে বুঝে চল—

[প্রস্থান।

ব্রজ। দিদির কথা অগ্রাহ্য করো না বিনু। যতদিন পারবে বড় লোকের ছেলেদের কাছ থেকে সোনাদানা টাকাকড়ি আদায় করে নেবে। তারপর আমার মারফতে থিয়েটারে টাকা ধার দিও। আমি তা থেকে সুদ বার করে তোমাকে টাকার পাহাড়ে বসিয়ে দেবো।

[প্রস্থান।

বিনোদিনী। বাঃ, চমৎকার ধ্যান-ধারণা এদের। মানুষের দাম এরা এককড়াও দিতে চায় না, চায় শুধুই টাকা। পৃথিবীতে ভালবাসা বলে যে একটা ভাষা আছে, তাও এরা ভুলে গেছে। কিন্তু আমি ত ভুলতে পারি না তার মনের কথা, প্রেমের কথা। না না, তাকে আমি অবিশ্বাস করি না, অবিশ্বাস করতে পারি না।

বেলফুলের মালা হাতে মদনের প্রবেশ।

মদন। দিদি দিদি, জামাইবাবু শালা তোর জন্যে এই বেলফুলের মালাছড়া পাঠিয়ে দিয়ে মটোর হাঁকিয়ে ভোঁ কাট্টা।

বিনোদিনী। এই গাধা, জামাইবাবুকে গালাগালি দিলি যে?

মদন। বারে গালাগালি কোথায় আবার দিলুম।

বিনোদিনী। ঐ যে বললি, জামাইবাবু শালা।

মদন। ও আমার কথার মাত্তারা।

বিনোদিনী। ও রকম মাত্রা দিয়ে কথা বলবি না।

মদন। জানিস দিদি, শালা জামাইবাবুকে বললুম—

বিনোদিনী। আবার—

মদন। রক্ষে কর দিদি। কথায় কথায় তুই যদি ওরকম ভুল ধরিস, তাহলে আমি শালা পেট ফুলে মরে যাব।

বিনোদিনী। তুই কি রে মদন?

মদন। জানিস দিদি, জামাইবাবু আমার হাতে ফুলের মালাটা ধরিয়ে দিয়ে যেই বললে, মদন ভাই, তোমার দিদিকে আমার নাম করে এটা দিয়ে এস তো। অমনি আমি বললুম, একটা হাওয়াগাড়ী সিগারেট দাও না মাইরী জামাইবাবু।

বিনোদিনী। তাকে তুই ঐ কথা বললি?

মদন। যেই বলেছি, অমনি আমার হাতে দুটো পয়সা গুঁজে দিয়েই শালা জামাইবাবু গাড়ীতে উঠে পড়লো।

বিনোদিনী। চুপ কর। বড় ভায়ের বয়সী ভদ্রলোকের কাছে এইটুকু ছেলে তুই সিগারেট চাইলি কোন সাহসে?

মদন। তুই কি যে বলিস তার ঠিক নেই দিদি। আমি তো জামাইবাবু শালার কাছে সিগারেট চেয়েছি। পটলা আর পীতমদা যে মাল টানবার ট্যাকা চায়।

বিনোদিনী। [সক্রোধে] মদনা। না না, তোকে বলবার কিছু নেই। পচা নর্দমার ধারে আঁস্তাকুড়ে তোর উৎপত্তি, এর চেয়ে ভাল শিক্ষা তোর হবে কি করে?

মদন। তুই যে কি আবোল তাবোল বলছিস দিদি—

বিনোদিনী। বলছি, আমড়া গাছে কখনও আম ফলে না।

[প্রস্থান।

মদন। [বামহাতে ডানহাতের কনুই রাখিয়া] হেঃ হেঃ হেঃ, ফুর-র-র বক দেখেছো? যা শালা, কোথায় ভাবলুম মালাছড়া দিয়ে, দিদিকে খুসী করে জুয়া খেলার পয়সা আদায় করবো, তা নয়, রেগে ফরকে চলে

গেল! আচ্ছা আমিও শালা মদনা। আসুক না শালা জামাইবাবু, নগদা দু'ট্যাকা নোব তবে ছাড়বো। দেখ দেখি মশাই, আমাকে জুয়ার পয়সা দিতে চায় না, কিন্তু কানা খোড়া ভিখিরী দেখলেই ঝন্ ঝন্ করে দিদির ট্যাকা বেরিয়ে আসে। দূর শালার দিদির নিকুচি করেছে।

[দ্রুত প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

দক্ষিণেশ্বর—ভবতারিণীর মন্দির

রামকৃষ্ণের প্রবেশ।

রামকৃষ্ণ। কি গো মা, ভাল আছিস তো? আহা, আবাগীর বেটি কেমন জিভ বার করে দাঁড়িয়ে আছে দেখ, যেন ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানে না।

[ইতিমধ্যে পূর্ণেন্দু আসিয়া দেবীকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া মায়ের পায়ে ফুল দিয়া প্রণামান্তে ঠাকুরের পদধূলি লইতে যায়।]

রামকৃষ্ণ। খবরদার—খবরদার শালা। মা-বেটাকে একসংগে পেন্নাম করবিনি।

পূর্ণেন্দু। এ কথা কেন বলছেন ঠাকুর?

রামকৃষ্ণ। বলবো না। মা কালীকে একটা শুকনো পেন্নাম করে, আমাকে পেন্নাম করতে এসেছিস তো একটা মস্তবড় স্বার্থসিদ্ধির মতলবে।

পূর্ণেন্দু। ঠাকুর!

রামকৃষ্ণ। হবে না—হবে না। যে মেয়েটার দৌলতে তুই আর তোর বন্ধু লাখ লাখ টাকা রোজগার করবার ফিকিরে মায়ের পায়ে রক্তজবা চড়াতে এসেছিস, সে মেয়েটা তোদের নাগালে আসবেনা রে—আসবে না।

পূর্ণেন্দু। কার কথা বলছেন ঠাকুর, কোন মেয়েটা?

রামকৃষ্ণ। কোন মেয়েটা আবার, বিনোদিনীরে শালা।

পূর্ণেন্দু। ঠাকুর, আপনি কি অন্তর্যামী?

রামকৃষ্ণ। দূর শালা, ঐ জিভবার করা মা কালী ছাড়া দুনিয়ায় আর কেউ অন্তর্যামী হতে পারে নাকি?

ময়লা পোষাকে নরেনের প্রবেশ।

নরেন। তোমার মা কালী যদি অন্তর্যামী, তাহলে আমার অন্তরের বাসনা পূর্ণ করে না কেন ঠাকুর?

রামকৃষ্ণ। ওরে বোকা, তোর অন্তরের বাসনা যদি মা পূর্ণ না করে, তাহলে ও বেটির ব্রহ্মময়ী নামই যে বৃথা হয়ে যাবে রে।

নরেন। তোমার মা কালীর ব্রহ্মময়ী নাম কে দিয়েছে বলতো ঠাকুর?

রামকৃষ্ণ। দিয়েছে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের জীব।

নরেন। যারা দশগুণ পেয়ে তোমার মা কালীকে একগুণ ভেট দিয়ে যায়, তারা ব্রহ্মময়ী ব্রহ্মময়ী বলে দিনরাতে একশোবার কপালে হাত ছোঁয়াতে পারে। কিন্তু যারা মা ভাই বোনকে দুবেলা দু'মুঠো খেতে দিতে পারে না, তাদের মুখে ও ভাষা আসবে কি করে?

রামকৃষ্ণ। নরেন! [নরেন রামকৃষ্ণের পাশে যায়] ঐ নীল আকাশের

বুকে মিটমিটে তারাগুলোর দিকে চেয়ে দেখ—হ্যাঁরে, ওরা কি শুধুই মিট মিট করে জ্বলে? ওদের উজ্জ্বল আলোয় কি পৃথিবীর অন্ধকার একটুও দূর হয়না রে?

নরেন। দর্শন শাস্ত্রের আলোচনা করতে আমি তোমার কাছে আসিনি ঠাকুর।

পূর্ণেন্দু। তা অবশ্য সত্যি।

রামকৃষ্ণ। তুই চুপ কর শালা! দেখতে পাচ্ছিস না নরেনের চোখ দুটো দিয়ে পৌরুষত্বের আগুন ঠিকরে বেরিয়ে আসছে।

নরেন। পৌরষত্ব আমার ধুলোয় মিশে গেছে ঠাকুর। দারিদ্রের সংগে সমানে সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু আজ—

রামকৃষ্ণ। তোর মা সেই পৌরুষত্বের গায়ে একটা ঠুনকো ঘা মেরেছে, কেমন?

নরেন। [বিস্ময়ে] ঠাকুর, এরই মধ্যে সে খবর তুমি পেলে কি করে?

রামকৃষ্ণ। কি করে আবার? মা-ই তো বলে দিলে—

[এগিয়ে গিয়ে দেবীর পাদপদ্ম থেকে এক থালা মিছিরী ও একখানি নতুন গরদের কাপড় আনেন।]

রামকৃষ্ণ। এই একথালা মিছিরী আর গরদের কাপড়খানা বাড়ী নিয়ে যা।

নরেন। কি বলছো তুমি ঠাকুর?

রামকৃষ্ণ। তোর মায়ের পূজা আহ্নিকের চেলিখানা ছিঁড়ে গেছে, তাই ব্রহ্মময়ী মা এই মিছিরী আর গরদের কাপড়খানা আনিয়ে রেখেছে।

নরেন। আমাকে তুমি কচি ছেলে পেয়েছ না কি ঠাকুর—যে মিছিরী দিয়ে ভোলাতে চাইছো?

রামকৃষ্ণ। মা কালীর দানরে নরেন, নিয়ে যা—

নরেন। না না, তোমার মা কালীর দানও নোব না আর তোমার দানও নোব না। যখন চাকরী করে টাকা রোজগার করবো তখন মাকে গরদের কাপড় নিজে কিনে দেব। [প্রস্থানোদ্যত]

রামকৃষ্ণ। ওরে আমি যে শুনতে পেয়েছি তোর মায়ের ব্যথাভরা কথাগুলো। তাই বলছি—নিয়ে যা, এগুলো তোর মায়ের কাছে নিয়ে যা।

নরেন। মা আমাকে গরদের থান কিনে দিতে বলেছেন। আমি উপার্জন করে কিনে দেব, তোমার দয়ার দান নেব না।

রামকৃষ্ণ। [ঠাকুর মিছরির থালা-কাপড় রেখে দেয়] হাঃ-হাঃ-হাঃ। দেখ—দেখরে পুরুষ কাকে বলে। আমরা সবাই নারী, একমাত্র নর আমার নরেন। নরের মধ্যে ইন্দ্রতুল্য, তাই নরেন্দ্র। বুঝলি বোকা! হ্যাঁরে! [পূর্ণেন্দুকে] তুই তো বড় বড় মাড়োয়ারীর সংগে ওঠা বসা করিস, সাহেব-সুবোদের সংগে ব্যবসা করিস। দে না! আমার নরেনকে একটা চাকরী করে দেনা রে!

পূর্ণেন্দু। ও চাকরী করবে কি! আপনার নরেন্দ্র আজকাল বন্ধু-বান্ধবদের পাল্লায় পড়ে বাগানবাড়ীতে গিয়ে মদ খেয়ে বাঈজীদের সংগে স্ফূর্তি করে।

রামকৃষ্ণ। বেশ করে। তোর বাবার কিরে শালা। তুইও তো বেবুশ্যে বাড়ী গিয়ে মদ খাস, গান শুনিস। শালার কোন মুরোদ নেই শুধু লম্বা লম্বা কথা। যা যা, দূর হ! [পূর্ণেন্দু রামকৃষ্ণকে প্রণাম করিতে যায়, বাধা দিয়া] থাক্—থাক্! পেন্নাম করে আর আমার মন রাখতে হবে না। যা, মায়ের পায়ে ক্ষমা চেয়ে বিদেয় হ।

[কালীকে প্রণাম করিয়া পূর্ণেন্দুর প্রস্থান।

নরেন। তুমি কি আমার মান সম্ভ্রম কিছুই রাখবে না ঠাকুর?

রামকৃষ্ণ। কেন বল দেখি?

নরেন। তুমি ঐ বেশ্যাশক্ত মাতালটাকে আমার চাকরীর জন্য বলতে গেছ।

রামকৃষ্ণ। ও অনেক বড় বড় কোম্পানীর সংগে ব্যবসা বাণিজ্য করে।

নরেন। তাই বলে একটা মদোমাতালের কাছে আমাকে দয়ার ভিখারী সাজতে হবে!

রামকৃষ্ণ। [আর্তস্বরে] ওরে না না, তোকে ভিখিরী সাজতে হবে কেন! নরের শ্রেষ্ঠ, নরেন্দ্র তুই। তুই ভিক্ষে করতে যাবি কেন রে? তোর জন্যে আমি দোরে দোরে ভিক্ষে করে বেড়াব।

নরেন। আমার জন্যে তোমাকে ভিক্ষে করতে হবে না ঠাকুর। তোমার মা যদি জাগ্রতা হন, তাহলে আমার সংসারের দৈন্য বানের মুখে পড়া কুটোর মত মুহূর্তে ভেসে যাবে।

রামকৃষ্ণ। নরেন।

নরেন। ঠাকুর!

রামকৃষ্ণ। মাকে ডাক—শুধু মাকে ডাক।

নরেন। কেন—কেন ডাকব আমি মাকে! তুমি দেখেছ কি তোমার মাকে?

রামকৃষ্ণ। নরেন!

নরেন।—

গীত

তুমি দেখেছ—তুমি দেখেছ, তুমি দেখেছ কি তোমার মাকে!
ঐ মৃন্ময়ী মাকে চিন্ময়ী রূপে, (বলো) দেখেছ কি কভু তাকে॥

বার-বার তাই প্রশ্ন জাগাই,
আকুল হৃদয়ে ছুটে চলে যাই,
যখনি যেখানে থাকি, মনে হয় কি করে দেখিব তাকে।
কে জানে তাহার কেমন স্বরূপ,
বুঝি অপরূপ বুঝি বা অরূপ,
বুঝি বা সাকার, বুঝি নিরাকার, সাড়া দেবে কি আমার ডাকে।

[প্রস্থান।

রামকৃষ্ণ। মাগো, নরেন তোকে ডাকতে একাসনে বসে না, তোর ধ্যান করে না, তোর বীজমন্ত্র জপও করে না। ওর সম্বল শুধু বিশ্বাস। তুই প্রসন্ন হয়ে তাকে প্রসন্ন করে দে ব্রহ্মময়ী! [সহসা শিবমন্দিরের ঘণ্টাধ্বনি] ঐ গো মা, তোর খাওয়ার ডাক পড়েছে। [মন্দিরে ভোগ সাজানো দেখিয়া] এই তো তোর ভোগ সাজানো রয়েছে গো। আয় বেটি—আয়। তবু চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে দেখ! আয় না, সিংহাসন থেকে নেমে তাড়াতাড়ি খেয়ে নিয়ে আমায় নিশ্চিন্ত কর দেখি! তুই না খেলে পেটের ভেতরটা যে জ্বালা-পোড়া করে গো। নে মা, খেয়ে নে! ওরে আবাগের বেটি, আমার সংগে লুকোচুরি? কি বলছিস? আগে সাজবি, তবে খাবি? তা একথা আমায় বলে দিবি তো! [মাকে সাজাইতে থাকে ; নেপথ্যে রামপ্রসাদী সুর] এই নে বেটি রাঙাজবা। [পায়ে দিল] ওঃ—কত ফুল, কত মালা। পরবি মা মালা? বাঃ-বাঃ-বাঃ, রাঙা-জবার মালা। [নিজে পরিল] ভয় নেই রে বেটি, ভয় নেই, তোকেও পরাচ্ছি। মুখ কালো করিসনে, এই নে—[মাকে পরাইল] হলো তো? আ-হা-হা, কি মানান মানিয়েছে। কি গো মা, এইবার খাবি তো? এই নে—[ভোগের থালা তুলে ধরে] আর দেরী করিসনি, খেয়ে নে মা। [মায়ের পায়ে মাথা রাখিয়া] খেয়ে নে মা, খেয়ে নে। নইলে আমি তোর

পায়ে মাথা খুঁড়বো। [ইতিমধ্যে ভবতারিণী আসিয়া ভোগ তুলিয়া খাইল, তাহার সারামুখে ভোগ লাগিয়া থাকে] খাচ্ছিস নাকি ? [ভবতারিণী হি-হি-হি-হি করিয়া হাসিয়া চলিয়া যায়। রামকৃষ্ণের হাত হইতে থালা পড়িয়া যায় এবং তাহার চৈতন্য ফিরিয়া আসে] এ্যাঁ, কে—কে এসেছিল, তবে কি, ভবতারিণী মা মা মাগো ! ছেলেকে ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে গেলি। দেখা দে—দেখা দে। দেখা দে মা—দেখা দে। আসবি না, আর দেখা দিবি না। তবে এ অপবিত্র দেহ, অশুচি মনটা রেখে কি হবে ? মা হয়ে ছেলেকে কোলে নিতে যখন এলি না, তখন আয় রাক্ষসী, ছেলের রক্ত পান করে তা থৈ থৈ নাচবি আয়। [মন্দির মধ্য হইতে খড়্গ লইয়া আত্মহত্যায় উদ্যত হইল ; কিন্তু পরক্ষণে বরাভয় মূর্তিতে দেবীর আবির্ভাব হয়] মা মা, দেখা দে মা, দেখা দে—দেখা দে।

[বলিতে বলিতে প্রস্থান।

দ্বিতীয় অংক

প্রথম দৃশ্য

কাশী—দশাশ্বমেদ ঘাট

কথা বলিতে বলিতে অ-বাবু ও বিনোদিনীর প্রবেশ।

বিনোদিনী। এক মাস ছুটি প্রায় শেষ হয়ে এলো। চল কাল পরশুর মধ্যে কলকাতার টিকিট কাটা যাক।

অ-বাবু। টিকিট কাটবার জন্যে তুই যে খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েছিস মেনি।

বিনোদিনী। ব্যস্ত হব না? আমি আজ পুরো একমাস থিয়েটার ছাড়া।

অ-বাবু। তাতেই বা হয়েছে কি! এ তো আর গভর্ণমেণ্ট সারভিস নয়। প্রতাপ জহুরীকে একখানা চিঠি দিয়ে দে।

বিনোদিনী। তাকে দিলে ছুটির মেয়াদ সে বাধ্য হয়ে বাড়িয়ে দেবে। কিন্তু বাংলা থিয়েটারের দর্শকদের সংগে তো ধাপ্পাবাজী খেলা হবে।

অ-বাবু। কিসে ধাপ্পাবাজী খেলা হবে?

বিনোদিনী। আমি সম্পূর্ণ সুস্থ, অথচ অসুস্থতার ভাণ করে থিয়েটার বন্ধ রাখতে হবে।

অ-বাবু। কে বল্লে সম্পূণ সুস্থ।

বিনোদিনী। আমি বলি।

অ-বাবু। তুই ভুল বলছিস। বেনারসের বড় বড় ডাক্তাররা তোর রিপোর্ট নিয়ে বলছে, আরো একমাস বিশ্রামের দরকার।

বিনোদিনী। তাঁদের ডাক্তারী বিদ্যে তা বলছে না। তোমার টাকার লোভে একথা বলছেন।

অ-বাবু। তার মানে!

বিনোদিনী। তার মানে কলকাতায় আমি থিয়েটার থেকে অনেক কষ্টে রাত দুপুরে বাড়ী ফিরি, তোমার সংগে দীর্ঘ সময় বসে দুটো ভালবাসার কথাও বলতে পারি না। তাই চাও, এই একমাস যেমন কপোত-কপোতীর মত মুখোমুখি বসে প্রেমের গল্প করেছি, তেমনি আরো একমাস ছুটি নিয়ে স্বপ্ন রাজ্যে থাকতে।

অ-বাবু। তুই আমার দুর্বলতা ধরে ফেলেছিস মেনি। সত্যি বলেছিস, প্রেমের গান শুনতে শুনতে এই একটা মাস যে কোথা দিয়ে াচ্ছে, কিছুই বুঝতে পারছি না।

বিনোদিনী। সত্যিকারের ভালবাসলে ঠিক এমনিই হয়।

অ-বাবু। ঠিক বলেছিস মেনি! তোকে এত ভালবাসি যে মা-বাপ কেমন আছেন, জমিদারী ষ্টেটের কাজ কি রকম চলছে, গোমস্তা নায়েব চুরি করে আমাকে ফকির করে দিচ্ছে কিনা, কিছুই খবর নিতে পারি না।

বিনোদিনী। এ ভালবাসা নয়, মোহ্।

অ-বাবু। কে বলে মোহ?

বিনোদিনী। জগতের সবাই বলে।

অ-বাবু। তারা ভুল বলে।

বিনোদিনী। না-গো না, এই ঠিক সত্যিকারের ভালবাসায় স্বার্থপরতা নেই। সে প্রিয়জনকে দিয়েই আনন্দ পায়, প্রতিদানের আকাঙ্ক্ষা রাখে না।

অ-বাবু। মেনি, তোকে আমার অন্তরের সব প্রেম দিয়ে আজ আমি নিঃস্ব, রিক্ত। মনে হয় তোর হাতে হাত রেখে, চোখে চোখ রেখে মুখোমুখি বসে জীবনভর তোর সুরে সুর মিলিয়ে প্রেমের গান গেয়ে যাই।

বিনোদিনী। এ প্রেমের গান গাইবার আকাঙ্ক্ষা কটা দিন স্থায়ী হবে?

অ-বাবু। কেন!

বিনোদিনী। যেদিন মোহ কেটে যাবে, সেদিন ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে বিয়ে করে নিয়ে—

অ-বাবু। আমি তোকে ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করতে পারব না, মা-বাপের শত অনুরোধেও নয়।

বিনোদিনী। প্রণয়িণীর প্রেমাকাঙ্ক্ষী অনেক পুরুষই একথা বলে, কিন্তু মা-বাপের চোখের জল দেখলে—

অ-বাবু। আমার মন টলবে না মেনি। এই দশাশ্বমেধ ঘাটে দাঁড়িয়ে মা বিশ্বেশ্বরী, বাবা বিশ্বনাথের পবিত্র নাম নিয়ে প্রতিজ্ঞা করে বলছি, একমাত্র তুই ভিন্ন অন্য কোন যুবতী আমার জীবনসংগিনীর অধিকার পাবে না।

বিনোদিনী। ওগো, বিনোদিনী যুগ যুগ তোমার প্রেমের বাঁধন পরে ধন্য হবে।

অ-বাবু। মেনি মেনি। [আলিংগনে উদ্যত]

বিনোদিনী। বেলা হল, বাসায় ফিরে সব গোছগাছ করে নেব চল। আজ রাত্রের গাড়ীতেই আমরা কলকাতার দিকে রওনা দেব।

অ-বাবু। আজই—

বিনোদিনী। হ্যাঁ। অনেকদিন মাকে দেখিনি, মনটা বড়ই চঞ্চল হয়েছে। আর তা ছাড়া—

অ-বাবু। তা ছাড়া?

বিনোদিনী। জানই তো তুমি, ষ্টেজে দাঁড়িয়ে দর্শকদের ধন্যবাদ থেকে আজ প্রায় একমাস বঞ্চিত আছি আমি। এই সময়টার মধ্যে যতবার থিয়েটারের কথা আমার মনে হয়েছে, ততবারই চোখে জল এসেছে।

অ-বাবু। মেনি, তাহলে আমার চেয়েও তুই থিয়েটারকে বেশি ভালবাসিস।

বিনোদিনী। জগতে আমি সবচেয়ে বেশি ভালবাসি অভিনয় শিল্পকে। যাক, আর দেরী কর না, বাসায় ফিরি চল।

অ-বাবু। একখানা টাঙা ভাড়া করে তুই একাই বাসায় ফিরে যা মেনি, আমি ষ্টেশন হয়ে ফিরবো।

বিনোদিনী। কেন?

অ-বাবু। নেহাৎ যদি আজই কলকাতায় রওনা হতে হয়, তাহলে অত লট-বহর নিয়ে সন্ধ্যেবেলায় ঝঞ্ঝাট হবে। আমি বরং এ বেলাতেই নর :টিকিট দুখানা কেটে নিয়ে বাসায় ফিরবো।

বিনোদিনী। সেই ভাল। তুমি তাড়াতাড়ি এসো।

[প্রস্থান।

অ-বাবু। থিয়েটার থিয়েটার! হে বাবা বিশ্বনাথ, তুমি ঐ গ্র্যাণ্ড ন্যাশনাল থিয়েটারের বাড়ীখানার ওপরে বজ্রাঘাত কর। আমি তোমাকে একশো টাকার পেঁড়া মানসিক করছি।

একটি প্রকাণ্ড ঝোলা কাঁধে জুয়াচোরের প্রবেশ।

চোর। দাওয়া কিনবেন বাবুজী, দাওয়া!

অ-বাবু। কিসের দাওয়া জগঝম্প বাবা!

চোর। পারার দাওয়া, মৃগী বিমারীকে দাওয়া, জেনানা মরদানা দোস্তী আউর পেয়ার ছোড়ানেকি দাওয়া—

অ-বাবু। আর পেয়ার বাধানোর দাওয়া?

চোর। হাঁ হাঁ, উভি আছে।

অ-বাবু। আছে জগঝম্প বাবা?

চোর। জরুর আছে। জিসকে সাথ তুমহারা পেয়ার আছে তুম উসকো নাম বোলো, ম্যায় মন্তর লাগাকর একটা গুলাব ফুল দিবে। ওহি ফুল পিসকর পেড়াকে সাথ উসকো খিলা দো, একদম—ব্যস।

অ-বাবু। একদম ব্যস—জগঝম্প বাবা?

চোর। জরুর। উও ফুল জো দিনমে খিলাবে, ওহি দিনসে কুত্তেকা মাফিক তুমহারা গোড়পর শির ঘষবে, আউর কেঁও কেঁও কেঁও কেঁও—এ্যয়সা করেগী।

অ-বাবু। আরে না না, কুকুরীর মত আমার পায়ে কেঁউ কেঁউ করতে হবে না!

চোর। তব আপ কি মাংছে বাবুজী?

অ-বাবু। আমি যার নাম বলবো, তার নামে ফুলপড়া দিয়ে তাকে একেবারে থিয়েটার ছাড়া করাতে পারবে?

চোর। হ্যাঁ হ্যাঁ, জরুর পারবে। নাম বলো—আওর রূপেয়া ছোড়, কাম বাজা লেও।

অ-বাবু। কত রূপিয়া দিতে হবে?

চোর। পহলে বাতাও কি কি কাম হবে?

অ-বাবু। মাত্র দুটি কাজ। এক থিয়েটার ছাড়িয়ে দেবে, আর দুই আমাকে ছাড়া অন্য কোন পুরুষ দেখলেই যেন চটে যায়।

চোর। বহুত আচ্ছা। দেও তুম পঞ্চাশঠো রূপেয়া!

অ-বাবু। প—ঞ্চা—শ টাকা?

চোর। কাম ভি কেত্তো বড়া দেখ।

অ-বাবু। আচ্ছা, এই নাও, পঞ্চাশ টাকাই দিলুম। নাম বিনোদিনী।

চোর। [টাকা লইয়া থলির মধ্যে রাখিয়া সুরে] আরে হাঁ রে হাঁ, বিনোদিনী ছোঁড়ীকে শির বিগাড় দে যা! আরে হাঁ রে হাঁ, কলকাত্তাকে থিয়েটার ছোড়া দে গা! আরে হাঁ রে হাঁ—এহি বাঙালীকে রূপেয়া পুরা দারুকে ডুকানমে যা। [ঝোলার মধ্য হইতে একটি গোলাপ ফুল বাহির করিয়া বলে] এহি লেও গুলাব ফুল! যা—

অ-বাবু। জয় বাবা বিশ্বনাথ, জয় বাবা বিশ্বনাথ, জয় বাবা বিশ্বনাথ!

[ফুল লইয়া বলিতে বলিতে প্রস্থান।

চোর। হাঃ-হাঃ-হাঃ, এ শালা বাঙালীবাবু বুদ্ধু আছে, শালা পুরা ঠগ গিয়া।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

গিরিশ ঘোষের গৃহ

বিরক্তভাবে সুরতের প্রবেশ।

সুরত। জ্বালিয়ে মারলে—জ্বালিয়ে মারলে, এই একটা চাকরই আমাকে জ্বালিয়ে মারলে। [নেপথ্যে চাহিয়া] গোবিন্দ—ও গোবিন্দ। বলি তোর কি সব সময়েই ঘুম?

চোখ মুছিতে মুছিতে গোবিন্দর প্রবেশ।

গোবিন্দ। ঘুমুবো কেন? আমি চোখ বুজে রাধাগোবিন্দর নাম করতেছিলুম।

সুরত। রাধাগোবিন্দর নাম করছিলি? হতভাগা বাঁদর—

গোবিন্দ। খামকা গাল দিওনি মা, আমি ঘুমোইনি।

সুরত। ঘুমোসনি যদি তো চোখ মুছতে মুছতে এলি কেন রে হনুমান!

গোবিন্দ। উঃ, গেল—গেল, কানটা ঝালাপালা হয়ে গেল। একবার বাঁদর, একবার হনুমান। এইবার—

সুরত। গাধা বলব।

গোবিন্দ। দোহাই মা, আর গাধা বলতে হবেনি। কি কাজ করতে হবে বল।

সুরত। তুই যে বলেছিলি, সিদ্ধেশ্বরী কালীতলায় বসে একজন বোষ্টুম ভিখিরি কীর্তন গেয়ে ভিক্ষে করে। তার গলাও যেমন মিষ্টি, গানও তেমনি সুন্দর।

গোবিন্দ। হ্যাঁ সুন্দর গানই তো। আহা, মাগো, কি রকম কেঁদে কেঁদে গায়। [ক্রন্দনের সুরে গায়]

দেখা দাও দেখা দাও
ওরে যশোদা দুলাল দেখা দাও।

[ঠিক সেই মুহূর্তে নেপথ্যে অনুরূপ সুর ভেসে আসে]

গোবিন্দ। [লাফ দিয়ে ওঠে] ঐ সেই বষ্টুম বাবাঠাকুর গান গেয়ে গেয়ে রাস্তায় ভিক্ষে করছে মা।

সুরত। ডাক ডাক ওরে গোবিন্দ, ওকে ওপরে ডেকে নিয়ে আয়।

গোবিন্দ। [চিৎকার করিয়া] বষ্টুম বাবাঠাকুর, ও বষ্টুম বাবাঠাকুর।

[ডাকিতে ডাকিতে প্রস্থান।

সুরত। [দু হাত তুলে নমস্কার করে] সংসারে কল্যাণ কর রাধাগোবিন্দ। অভাব যখন রাখনি তখন একটা স্নেহের খুদ কুঁড়ো ছেলে দাও।

করতাল বাজাইতে বাজাইতে গীতকণ্ঠে বৈষ্ণব ও
পশ্চাতে গোবিন্দর পুনঃ প্রবেশ।

বৈষ্ণব।—

গীত

দেখা দাও, দেখা দাও, ওহে যশোদা দুলাল দেখা দাও।
প্রেম প্রীতি মাখা ভক্তি কুসুমের অঞ্জলি তুমি নাও।
(তুমি পূজা নাও পূজা নাও)
(ওহে জগতের নাথ প্রেমের ঠাকুর, পূজা নাও—পূজা নাও)

আজি মন মন্দিরে পেতেছি আসন,
এস এস ওহে রাধিকা রঞ্জন,
পঞ্চ কামনায় করিহে দমন করুণা নয়নে চাও।

[এই গানের মাঝে স্থরত ঠাকুর প্রণাম করিয়া চলিয়া যায়। গোবিন্দ বসিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া তালে তালে করতালি দিয়া ঘাড় নাড়িতে ছিল। নেপথ্যে স্থরত 'গোবিন্দ' বলিয়া ডাক দিলে গোবিন্দ চমকাইয়া উঠিল এবং বিরক্ত হইয়া বিড় বিড় করিতে করিতে চলিয়া গেল। গানের শেষ সময়ে একথালা চাল, আনাজ ও টাকা লইয়া স্থরত পুনরায় আসিল।]

স্থরত। এই নাও বাবা, আশীর্বাদ করে যাও, যেন রাধা গোবিন্দ আমাদের একটা ঘর আলো করা ছেলে দেন।

বৈষ্ণব। সবই রাধা গোবিন্দের ইচ্ছা মা—

[প্রস্থান।

স্থরত। তুমি শুধু আশীর্বাদ কর—

বিরক্ত ভাবে গিরিশবাবুর প্রবেশ।

গিরিশ। ছেলে ছেলে ছেলে, দু'দুটো মেয়েতেও মন উঠছে না?

স্থরত। মন উঠবে না কেন? মা বাপের কাছে ছেলেও যা, মেয়েও তাই—কিন্তু মেয়ে যত প্রিয়ই হোক, বিয়ে দিয়ে শ্বশুর বাড়ী পাঠাতে হবে। কিন্তু ছেলে বংশের প্রদীপ, ঘরে থেকে মা-বাপের দুঃখ দৈন্য ঘোচাবে।

গিরিশ। সব ছেলেই তো সমান হয় না গো।

স্থরত। তা হয় না বলেই তো একটা কথা তোমাকে বলছি।

গিরিশ। কি কথা?

স্বরত। ঠাকুর তোমাকে তো খুব স্নেহ করেন। তুমি আমাদের টি বংশোজ্জ্বল ছেলের জন্য তাকে জানাও না!

গিরিশ। কথাটা মন্দ বলোনি স্বরত।

স্বরত। চল না আজই দুজনে দক্ষিণেশ্বরে যাই। ঠাকুর তো নেই আছেন।

গিরিশ। মায়ের মন্দিরে তোমাকে নিয়ে আজই যেতুম স্বরত। মুস্কিল হয়েছে থিয়েটার নিয়ে।

স্বরত। কি ব্যাপার বলতো। তুমি আজ কদিন থিয়েটারে যাচ্ছো ান্ধ্যে থেকেই বৈঠকখানায় থিয়েটারের শিষ্য-সাবুদদের নিয়ে আড্ডা চ্ছ। তোমাদের বেংগল থিয়েটারে লালবাতি জ্বলেছে নাকি?

গিরিশ। লালবাতি জ্বাললে তো নিশ্চিন্ত হওয়া যেত। এ যে া হয়েছে স্বরত।

স্বরত। কি রকম?

নেপথ্যে অর্ধেন্দু। গুরু, বাড়ী আছ নাকি?

গিরিশ। কে? অর্ধেন্দু!

নেপথ্যে অর্ধেন্দু। আমি শুধু একা নই গুরু, আর সবাই আছে।

গিরিশ। থিয়েটারের সৈন্যসামন্তরা এসেছে স্বরত। যাও যাও, র যাও।

স্বরত। তা যাচ্ছি। কিন্তু—[দেখিয়া] ওদের সংগে নীচে একটা দাঁড়িয়ে আছে কেন?

গিরিশ। মেয়ে। কৈ দেখি [দেখিয়া] ও বিনোদিনীকে সংগে এনেছে দেখছি।

স্বরত। ও আপদকে আবার সংগে করে আনলে কেন?

গিরিশ। ছিঃ সুরত, ও কথা বলতে নেই। বিনোদিনী—

সুরত। এসেছে অভিসারে, কেমন?

গিরিশ। সুরত!

সুরত। ভেবেছ আমি কিছু বুঝতে পারি না!

গিরিশ। কি বলছ সুরত?

সুরত। বলছি দিদিকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খার করেছ, এবার জ্বালা আমাকেও দিতে, ঐ আপদকে বাড়ীতে আনাচ্ছ।

গিরিশ। লক্ষ্মীটি সুরত, বিশ্বাস কর—থিয়েটারের আলোচনা কর ওরা এসেছে। যাও—যাও, তুমি ভেতরে যাও।

সুরত। আমাকে তাড়াতে পারলেই তুমি বাঁচ। আমার মর নেই! ভাগ্যিমানি দিদি স্বর্গে গিয়ে এ জ্বালা থেকে অব্যাহতি পেয়ে আমি যে কবে দিদির পথে যাব।

গিরিশ। ও কথা বলো না সুরত! শিল্পী গিরিশের যত দো থাক, তোমার ওপরে কোনদিন অবিচার করবে না।

সুরত। আমিও তা জানি গো, আমিও তা জানি। কিন্তু তোম জেনে রাখা উচিত—সুরত হাসি মুখে তোমার হাত ধরে পথে ভিক্ষে করে খেতে পারবে! কিন্তু, স্বামীর ভালোবাসার ভাগ কা দিতে পারবে না, কাউকে নয়,—কাউকে নয়।

[প্রস্থ

গিরিশ। হাঃ-হাঃ-হাঃ! তেল দাও, সিঁদুর দাও, ভবি ভোল নয়। মেয়েদের এই দুর্বলতার জন্যেই পুরুষের দাম্পত্য জীবন মধু

নেপথ্যে অমৃত। কি গুরু, লাইন ক্লিয়ার হল?

গিরিশ। হয়েছে রে ভুনি, ওপরে চলে আয়। [স্বগতঃ] ও জহরী আজ সকলকে ডেকেছিল। আমরা কেউ যাইনি বলেই

হুরীর পো ওদের সবাইকে আমার বাড়ী জমায়েৎ হতে অনুরোধ রেছে ?

অর্ধেন্দ মুস্তাফী, অমৃত মিত্র, অমৃত বসু ও
বিনোদিনীর প্রবেশ।

অমৃত। কি ব্যাপার গুরু, বৌঠান কি জংশন ষ্টেশন থেকে সরতে ইছিলেন না।

গিরিশ। তা অবশ্য নয়! তবে—

অমৃত। হিরোইনের গায়ের গন্ধে কালফণিনীর মত ফণা তুলে জরাচ্ছিলেন।

বিনোদিনী। আমাকে আবার জড়াচ্ছেন কেন ভুনিবাবু? আমি তা বাংলা ভাষার হসন্তের মত অপ্রয়োজনীয় হয়ে একপাশে পড়ে াছি।

অমৃত। তুমি বাংলা ভাষার হসন্ত নও বিনোদ। পুরো স্বরবর্ণ। থা বলতে গেলেই যেমন স্বরবর্ণ দরকার, তেমনি বাংলার রংগজগতে াট্যাভিনয়ে বিনোদিনীকেও দরকার।

গিরীশ। তুই খাঁটি কথা বলেছিস ভুনি। বর্তমান রংগজগতে বিনুর জোড়া হিরোইন নেই।

বিনোদিনী। আমার নিজের কোন কৃতিত্ব নেই গিরিশবাবু। যা কিছু সব আপনারই দান।

গিরিশ। প্রতিভা ভগবানের দান বিনু। তোমার মধ্যে যেটা প্ত ছিল, আমি তাকে নাড়া দিয়ে জাগিয়ে তুলেছি।

মিত্র। এমনি সুপ্ত প্রতিভাকে নাড়া দিয়ে জাগিয়ে তোলার কৃতিত্ব জনের আছে গুরু?

বিনোদিনী। কারো নেই অমৃতবাবু। আমাদের গিরিশচন্দ্র বাংলা গ্যারিক, সেক্সপিয়ার। যেদিন বাংলার রংগজগৎ থেকে গিরিশচ অস্তাচলে যাবে, সেদিন বাংলা রংগজগৎটা অন্ধকারে ভরে যাবে।

নেপথ্যে প্রতাপ জহুরী। আরে বাপরে বাপ, দরোয়াজা, খিড়কি বিলকুল বন্ধ। গিরিশবাবু আছেন! গিরিশবাবু!

অর্ধেন্দু। ঐ প্রতাপ জহুরী এসেছে।

অমৃত। বাছাধনকে আসতেই হবে। সেদিন গুরুর উপদেশ বেনিয়া নন্দনের বেজায় তেঁতো লেগে'ছিল। আজ কিন্তু আমাদে সব কথাই ওর কাছে লাড্ডু জেলেবীর মতো মিঠা লাগবে।

গিরিশ। যা ভুনি, সদর দরজা খুলে ওঁকে ওপরে নিয়ে আয়

[অমৃত বসুর প্রস্থান

অর্ধেন্দু। বিনোদিনীর একমাসের মাইনে অবিচারে মেরে দিয়ে প্রতাপ জহুরীর স্পর্ধা বেড়ে গেছে।

মিত্র। থিয়েটারের শিল্পীদের যে যথেষ্ট মর্যাদা আছে তা বোঝবা মত বুদ্ধি ওর নেই।

বিনোদিনী। শুধু তাই নয়, শিল্পীদের যে টাকায় কেনা যায় না তা প্রতাপ জহুরী বোঝে না অমৃতবাবু। সেই জন্যেই তো আমি স্বাধীনভাবে নিজেদের থিয়েটার খুলতে মাঝে মাঝে গিরিশবাবুকে বলি

গিরিশ। আমিও চেষ্টার ত্রুটি করছি না বিনোদ। কিন্তু তোমার টাকা নেই আর আমারও টাকা নেই।

প্রতাপচাঁদ সহ অমৃত বসুর পুনঃ প্রবেশ।

প্রতাপ। টাকার কি পরোয়া আছে গিরিশবাবু? আপলোক হামা থিয়েটার বন্‌ধ করিয়ে বসিয়া আছেন—

গিরিশ। আমরা আপনার থিয়েটার বন্ধ করিনি প্রতাপবাবু, বন্ধ করেছেন আপনি নিজে।

প্রতাপ। হামি বন্‌ধ করিয়েছে!

অর্ধেন্দু। নিশ্চয়ই! থিয়েটারের শিল্পীদের তো আপনি মানুষই মনে করেন না।

প্রতাপ। এ কেয়া বাৎ অর্ধেন্দুবাবু? হামি—

বিনোদিনী। গরীব তবলা বাজিয়ে বিধু মৌলীকে কুকুর বেড়ালের মত থিয়েটারের ঘর থেকে দূর দূর করে তাড়িয়ে দিয়েছেন।

প্রতাপ। আরে বাবা, বিধুমৌলী থিয়েটারকা ভিতরমে একটে ঘর দখলিসাত্‌ বানিয়েছিল।

বিনোদিনী। শুধু বিধুবাবু কেন? বেংগল থিয়েটারের প্রতিটি শিল্পীরই ঐ বেংগল থিয়েটারের দখলিসত্ব আছে। সেখান থেকে উৎখাৎ করবার শক্তি আপনারও নেই, আর বৃটিশ সরকারেরও নেই।

প্রতাপ। আরে বিনোদবিবি, তুমি বিধুমৌলিকে লিয়ে এতো নারাজ হচ্ছো কেন?

বিনোদিনী। বিধুমৌলী যে আমার সহকর্মী সহধর্মী।

প্রতাপ। বিনোদবিবি—

বিনোদিনী। তাদের অপমানে যে আমারও অপমান এই কথাটা আপনার মত স্বার্থপর প্রমোদ ব্যবসায়ীরা কোনদিন বুঝতে চাইবেন না প্রতাপবাবু।

গিরিশ। এখন বুঝতে পারছেন প্রতাপবাবু। সেদিন কেন আমি বিধুমৌলির কাছে ক্ষমা চেয়ে নিয়ে ব্যাপারটা আপনাকে মিটিয়ে নিতে বলেছিলুম?

প্রতাপ। আভি মালুম হইয়াছে গিরিশবাবু। আচ্ছা, হামি বিধু-

মৌলিকে ডাকিয়ে ফিন ঘরকা বন্দোবস্ত করিয়ে দিচ্ছি, আপলোক থিয়েটার চালু করিয়ে দিন।

বিনোদিনী। থিয়েটার চালু করতে আমরা সব সময়েই রাজি। কিন্তু বিধুমৌলীর হাতে ধরে আপনাকে ক্ষমা চেয়ে নিতে হবে। ছোট বড় প্রতিটি শিল্পীকে সমান মর্যাদা দিতে হবে। আর যে কদিন থিয়েটার বন্ধ গেছে তার মাইনেও কড়ায় গণ্ডায় মিটিয়ে দিতে হবে।

অর্ধেন্দু। শুধু এবারের ষ্ট্রাইকের মাইনের টাকায় নয়, বিনোদিনী কাশীতে হাওয়া পরিবর্তনে গিয়ে একমাস কামাই করেছিল বলে ওর যে একমাসের মাইনে দেননি, সেই টাকাও মিটিয়ে দিতে হবে।

বিনোদিনী। না থাক অর্ধেন্দুবাবু। প্রতাপবাবুকে প্যাঁচে ফেলে সে টাকা আমি আদায় করে নিতে চাই না।

প্রতাপ। আরে ভাই, ষ্ট্রাইককে মাহিনা হামি যব দিতে পারে, তব বিনোদবিবিকে বাকি মাহিনা ভি হামি মিটাইয়া দিবে। কৈ বদনামি কাম হামারসে হোবে না—হামি গ্রেট বেংগল ঠেটার কি মালিক !

বিনোদিনী। সেটা আমাদেরই অনুকম্পায়। পর পর কতকগুলো নাটক গিরিশবাবু যেমন সুন্দর রচনা করেছেন, তেমনি শিল্পীদের দিয়ে অভিনয় জমিয়ে আপনাকে লাখ লাখ টাকা লাভ করিয়ে দিয়েছেন। তবুও আপনি শিল্পীগোষ্ঠীকে টাকার গোলাম ছাড়া বন্ধু ভাবতে পারেননি।

প্রতাপ। গিরিশবাবু, বিনোদবিবির বাত—

গিরিশ। বিনোদের কথাগুলো ফেলে দেবার নয় প্রতাপবাবু!

বিনোদিনী। প্রতাপবাবু। অভিনেতা অভিনেত্রীরা আন্তরিক সহযোগিতা না করলে যে কোন প্রমোদ ব্যবসায়ীকে তিনদিনের মধ্যেই

ব্যবসার গদীতে লালবাতি জ্বেলে প্রমোদজগৎ থেকে কাঁদতে কাঁদতে বিদেয় নিতে হবে।

বসু। কথাটা কি জানেন প্রতাপবাবু, যাদের দিয়ে পয়সা আসবে তাদের দুঃখ বুঝতে হবে, যথাযোগ্য সম্মানও দিতে হবে। আর ঐ সংগে প্রতাপবাবুকে মনে রাখতে হবে থিয়েটারের ব্যবসাটা পাট, তামাক বা ভুষিমালের ব্যবসা নয়। শিল্পীদের প্রতি আস্থা রেখে—

অমৃত। লাটায়ের সুতো ছাড়ার মত টাকা ছেড়ে টাকা টানতে হবে।

প্রতাপ। আরে ভাই টাকা ছোড়তে হামি তো কসুর করছে না। বাকী ঠেটারকো একঠে আইন তো থাকবে।

গিরিশ। আইনের মাপকাঠি দিয়ে থিয়েটার-ব্যবসা চলে না প্রতাপবাবু, এখানে প্রাণের স্পর্শ, মনের আদান-প্রদান থাকা চাই।

প্রতাপ। বহুত আচ্ছা গিরিশবাবু, এখন থিকে হামি আপনার মতলব নিয়েই চলবে। বাকী থিয়েটার চালু—

গিরিশ। সামনের শনিবার থেকেই হবে। আপনি ষ্টীমার প্লাকার্ড মেরে বিজ্ঞাপন দিয়ে দিন।

প্রতাপ। বহুত আচ্ছা বহুত আচ্ছা! আর সব তা হইলে আজ পাঁচ বাজে ঠেটারকে অফিস ঘরমে যাবেন। কোথা পরিষ্কার হয়ে গেল, তো এখন হামি চলে ভাইলোক। পাঁচ বাজে—আচ্ছা! রাম রাম— [প্রস্থান।

বিনোদিনী। পাক্কা শয়তান!

অর্ধেন্দু। শত চেষ্টাতেও ভাঙা কাঁচ যেমন জোড়া লাগে না। তেমনি প্রতাপচাঁদ প্যাচে পড়ে আমাদের দাবী স্বীকার করে নিলেও মনে ওর শিল্পীদের ওপর বিন্দুমাত্র সহানুভূতি জাগবে না।

বিনোদিনী। শিল্পীদের মনও যখন ভেঙেছে তখন আর বেংগল থিয়েটারে জোড়া লাগবে না।

মিত্র। এস গুরু! চেষ্টা করে আমরা সবাই মিলে আমাদের শিল্পীগোষ্ঠীর থিয়েটার খুলি।

বিনোদিনী। নতুন থিয়েটারের টাকা দেবার ধনী যদি আমরা পাই, তাহলে তার যে কোন সর্তে টাকা নিয়ে স্বাধীনভাবে থিয়েটার কোম্পানী খুলবো।

মিত্র। তাহলে আজকের এই সংকল্পের কথা যেন সকলের মনে থাকে বিনু।

বিনোদিনী। নিশ্চয়ই মনে থাকবে। নতুন থিয়েটারের জন্য টাকা নিতে যদি আমার দেহের অংগ প্রত্যংগ কেটে দিতে হয়, তাতেও আমি পেছপাও হব না।

[প্রস্থান।

গিরিশ। বিনোদিনীর এই সংকল্পবাণী ভগবান নিশ্চয় কান পেতে শুনেছেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের আশীর্বাদে নতুন থিয়েটার খোলবার ধনী আমরা পাবই। তাহলে তোমরা এখন এসো, বিকাল পাঁচটায় বেংগল থিয়েটারের অফিস ঘরে হাজির হয়ো। দেখো, কেউ যেন ফেল কোরো না।

বসু। না-না নিশ্চয়ই যাবো। এতবড় একটা কাজ আর তাছাড়া না গেলে ব্যাটা প্রতাপ সন্দেহ করবে। যেতেই হবে।

সকলে। নিশ্চয়ই—নিশ্চয়ই।

[পরস্পরের সংগে কথা বলিতে বলিতে সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

বিনোদিনীর গৃহ

বিনোদিনীর মা, গংগামতী ও ব্রজনাথ শেঠের প্রবেশ।

গংগা। হবে না—হবে না, আপনি যতই চেষ্টা করুন মাসিমা, বিন্নু কখনো রাজী হবে না।

ব্রজ। কেন রাজী হবে না? আজে বাজে লোক নয়, চ্যাংড়া ফিচেল ছোঁড়া নয়, দুষ্টু বদমায়েস নয়, রীতিমত রাজালোক বল্লেও চলে। আর দেবেও—গাড়ী, বাড়ী, মোটারকমের টাকা মাসোহারা, তার ওপরে থিয়েটার গড়তে পঞ্চাশ হাজার টাকা।

গংগা। কুবেরের ভাণ্ডার লুটিয়ে দিলেও বিন্নু কখনও অ-বাবুকে তাড়াতে পারবে না, আর অ-বাবুও বিন্নুকে ছেড়ে যেতে চাইবে না বলেই মনে হয়।

মা। কেন যেতে চাইবে না? অ-বাবু কি মৌরসীপাট্টা লেখাপড়া করে এ বাড়ীতে ঢুকেছে? না অ-বাবুকে বিন্নু বিয়ে করেছে?

গংগা। বিয়ে না করলেও বিন্নু অ-বাবুকে স্বামীর মত শ্রদ্ধা করে। আর অ-বাবুও বিন্নুকে স্ত্রীর মত ভালবাসে।

মা। ওরে মা, ভালবাসাই বল আর ভক্তিছেদ্দাই বল, সবই টাকার মাথায় চলে। এই যে ইস্তিরির মতন অ-বাবু বিন্নুকে ভালবাসে, আজ বিন্নু আখেরের কথা ভেবে হাজার পঁচিশ টাকা চেয়ে দেখুক দেখি, অমনি কেটে পড়ে ঘরের ছেলে ঘরে গিয়ে বে করবে।

ব্রজ। ঠিক কথা। আজ অ-বাবুর ঘরে বিয়ে করা বৌ নেই, তাই বিন্নুকে বোয়ের মতন ভালবাসছে। কিন্তু যেদিন ওর মা বাপ

ঘাড় ধরে টেনে নিয়ে গিয়ে একটা সুন্দরী মেয়ে দেখে বে দেবে, সেদিন এখানকার ভালবাসা কর্পূরের মতন উবে যাবে।

মা। তা আর বলতে বেরজো ভাই। ও ছোঁড়া সেদিন বিনুর মুখে নাতি মেরে চলে যাবে।

গংগা। ও আপনাদের ভুল অনুমান মাসীমা। বিনুর মুখে শুনেছি, ওর অ-বাবু নাকি কাশীর দশাশ্বমেধ ঘাটে দাঁড়িয়ে মা বিশ্বেশ্বরী, বাবা বিশ্বনাথের নামে প্রতিজ্ঞা করে বলেছে—এক বিনু ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করবে না।

ব্রজ। তুমি থামতো গংগাবাঈ। বিনুর মত সরল মেয়ে বলেই ধাপ্পা মেরে ভোলাতে পেরেছে।

গংগা। ধাপ্পা!

ব্রজ। নিশ্চয়ই! এইসব বাড়ীতে যারা আমোদ স্ফূর্তি করে তাদের প্রতিজ্ঞার কোন মূল্য নেই।

গংগা। আপনি বলছেন কি শেঠবাবু? হিন্দুর ছেলে ভদ্রলোক। মা বিশ্বেশ্বরী বাবা বিশ্বনাথের পবিত্র নাম নিয়ে প্রতিজ্ঞা করে, তা রাখবেন না?

মা। ওরে মা। এমন তো হামেশাই হচ্ছে। এই দেখ না কেন, পাশের বাড়ীর সুখদার "বাবু" কালীঘাটে গিয়ে মা কালীর হাতের খাঁড়া থেকে সিঁদুর কিনে নিয়ে সুখীর সিঁথিতে পরিয়ে বে করেছিল। বছর ঘুরতে না ঘুরতেই ছোঁড়া আবার একটা সুন্দরী মেয়েকে বে করে পালিয়ে গেছে।

গংগা। তা হয়তো হতে পারে মাসীমা। কিন্তু বিনুর অ-বাবু—

ব্রজ। পুরো দস্তুর ধাপ্পাবাজ। তা না হলে তার মা বাপ তার বিয়ের সব ব্যবস্থা করে ফেলার পরেও সে ঘটনাটা চেপে আছে।

গংগা। না—না তা হতে পারে না শেঠবাবু।

ব্রজ। পারে।

গংগা। শেঠবাবু।

ব্রজ। আমি অ-বাবুর এক পড়সী ভদ্রলোকের মুখে শুনে এলুম যে তার বিয়ের ব্যবস্থা হচ্ছে।

বিনোদিনীর প্রবেশ।

বিনোদিনী। কার বিয়ের ব্যবস্থা হচ্ছে শেঠমামা?

মা। এই তোর অ-বাবুর।

বিনোদিনী। এঁ্যা—[যেন ত্নু'চোখে অন্ধকার নামে; কিন্তু সম্বরণ করে নেয়] না না, এ হতে পারে না। সে যে ঠাকুর মন্দিরে দাঁড়িয়ে প্রতিজ্ঞা করেছিল।

ব্রজ। আর প্রতিজ্ঞা! একে বড়লোকের ছেলে, তায় আইবুড়ো কার্তিক। সুন্দরী ষোড়শী নতুন বৌ-এর লোভ সামলাতে পারবে কেন?

মা। আমি চিরদিন বলে আসছি, আজও বলছি বিন্নু, পরের ছেলেদের অত বিশ্বাস করিস না।

বিনোদিনী। সে তো কখনো বিশ্বাস ভংগ করেনি মা।

গংগা। আজও যে বিশ্বাস ভংগ করবে, তার কোন মানে নেই।

গোলাপ। কিন্তু সংবাদটা যখন শেঠবাবু এনেছেন, তখন খোঁজ করে দেখতে হবে।

পূর্ণেন্দুর প্রবেশ।

পূর্ণেন্দু। কি খোঁজ করে দেখবে গংগাবাঈ?

গংগা। এই গোলাপের অ-বাবুর নাকি বিয়ের সম্বন্ধ হচ্ছে শুনতে পাওয়া যাচ্ছে।

পূর্ণেন্দু। তোমরা শুনেছো সম্বন্ধ হচ্ছে, আমি শুনে এলুম বিয়ে হয়ে গেছে।

বিনোদিনী। না-না, এ হতে পারে না। আপনারা মিথ্যে বলছেন।

গংগা। সত্যি মিথ্যে আজই আমরা খবর নেব গোলাপ।

পূর্ণেন্দু। খবর নেওয়ার কিছু নেই গংগাবাঈ। কথাটা যখন প্রচার হয়েছে তখন সত্যি।

বিনোদিনী। না-না, সত্যি নয়, এ সত্যি হতে পারে না। [প্রস্থানোদ্যত]

গিরিশবাবুর প্রবেশ।

গিরিশ। কি সত্যি হতে পারে না বিনোদিনী?

গংগা। মুখুজ্যেবাবু আর শেঠবাবু খবর এনেছেন গোলাপের অ-বাবু নাকি বিয়ে করেছেন। তাই—

গিরিশ। তাই কি? যা চিরন্তন নীতি, এ ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে।

বিনোদিনী। গিরিশবাবু—

গিরিশ। এ নিয়ে মাথা খারাপ না করে শোন বিনোদিনী, আমাদের স্বাধীনভাবে থিয়েটার গড়ার এতে একটা সুযোগ এসেছে।

ব্রজ। সে কথা আমি বিনুর মাকে বলেছি গুরু। দিদিও রাজি। কিন্তু বিনু—

বিনোদিনী। কি হয়েছে শেঠমামা? কথাটা বলতে তুমি ইতস্ততঃ করছ কেন?

গংগা। ইতস্ততঃ করছেন তোর এখনকার মনের অবস্থা বুঝে।

মা। ইতস্ততঃ করবার কিছু নেই বাপু। যেটাতে ভাল হবে, আমাদের সবদিক থেকে উন্নতি হবে, সে কথা প্রকাশ করে বলতে কি আছে ?

বিনোদিনী। কি হয়েছে মা ? কি ব্যাপার গোলাপ ?

গংগা। ব্যাপার অন্য কিছু নয়। গুর্মুখ রায় নামে এক মাড়োবারী ভদ্রলোক নতুন থিয়েটার খুলতে পঞ্চাশ হাজার টাকা খরচ করতে রাজি। কিন্তু—

বিনোদিনী। কিন্তু কি ?

গংগা। ভদ্রলোক তোমাকে রাখতে চান।

বিনোদিনী। না-না, তা হতে পারে না। কখনো হতে পারে না।

মা। কেন হতে পারে না বিনু ?

বিনোদিনী। আমি যে ঠাকুর মন্দিরে দাঁড়িয়ে তাকে কথা দিয়েছি মা—

গিরিশ। আমাদের বাড়ীতে দাঁড়িয়ে সমস্ত শিল্পীদের সংগে আমাকেও তো কথা দিয়েছিলে বিনোদিনী, নতুন থিয়েটারের টাকার জন্য যদি নিজের অংগ কেটে দিতে হয় তাও তুমি প্রস্তুত ?

বিনোদিনী। বলেছিলাম ! কিন্তু—

গিরিশ। এর মধ্যে আর কিন্তুর প্রশ্ন উঠতে পারে না বিনোদিনী। গুর্মুখ রায়ের যা সর্ত তা দেহের অংগ প্রত্যংগ কেটে দেওয়ার চেয়ে তো কঠিন নয়।

বিনোদিনী। বিনোদিনীর কাছে নিজের অংগ-প্রত্যংগ কেটে দেওয়া যত সহজ, ঐ অচেনা মানুষকে দেহ দান তত সহজ নয় গিরিশবাবু।

গিরিশ। বুঝেছি বিনোদিনী ! নাট্যশিল্পের উন্নতি সাধনের চেয়ে

তোমার কাছে অ-বাবুর প্রেমের মূল্য অনেক বেশী। তাই নতুন থিয়েটার গড়ার সুযোগ পেয়েও আমাদের হতাশ করছ।

বিনোদিনী। গিরিশবাবু!

গিরিশ। আমি জানতাম, নাট্যশিল্পের সাধনাই তোমার জীবনের চরম লক্ষ্য, তাই এ প্রস্তাব করেছিলাম।

বিনোদিনী। আমার কাছে আপনার সবচেয়ে বড় কাজ স্বাধীন নাট্যশালা গড়ে রাতের পর রাত অভিনয় করে জাতিকে নূতন সমাজের পথে অগ্রসর করা।

গিরিশ। বিনোদিনী—বিনোদিনী—

বিনোদিনী। শিল্পী আমি, বংগ রংগজগতের সাধিকা আমি। আমার দেহ মন উৎসর্গীত শিল্প সাধনায়। যে শিল্প নাস্তিককে আস্তিক গড়বে, অমানুষকে মনুষ্যত্বের পথ দেখাবে। সমাজের কুসংস্কার দেশের বুক থেকে ঘুচিয়ে দিয়ে জাতিকে নতুন পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

গিরিশ। এই তো শিল্পী বিনোদিনীর যোগ্য কথা।

বিনোদিনী। যান গিরিশবাবু। নতুন থিয়েটার আমাদের হবেই আর সেই থিয়েটারের টাকার জন্য গুর্মুখের সব সর্ত আমি মেনে নিলুম।

গিরিশ। আমি খুবই সন্তুষ্ট হলাম বিনোদিনী। আশীর্বাদ করি রংগজগতে তুমি বাংলার নাট্যমোদীদের চিরস্মরণীয়া হয়ে থাক।

[বিনোদিনী প্রণাম করে, গিরিশের প্রস্থান।

বিনোদিনী। যাও শেঠমামা, যান পূর্ণেন্দুবাবু, আপনাদের সংবাদ যদি মিথ্যেও হয়—

পূর্ণেন্দু। সত্যি মিথ্যের প্রমাণ এই চিঠিতেই আছে বিনু।

গংগা। চিঠি!

পূর্ণেন্দু। হ্যাঁ গংগাবাঈ। বিনু এই চিঠি দেখলে পাছে দিশেহারা হয়ে যায় এই ভয়ে শুধু মুখেই ওর অ-বাবুর বিয়ের খবর দিয়েছিলুম। কিন্তু যখন দেখলুম নতুন থিয়েটারের টাকা নিতে ও গুর্মুখ রায়কে আসতে দিতে চায়, তখন বুঝলুম চিঠিখানা এক্ষেত্রে অনেকখানি নিশ্চিন্ত করবে। এই নাও বিনু। [বিনুকে পত্র দিল]

বিনোদিনী। আর ও চিঠি পড়ে কোন লাভ নেই পূর্ণেন্দুবাবু। নিজেকে ধূপের মত পুড়িয়ে হাজার হাজার দর্শককে নাট্যাভিনয়ের সৌগন্ধে মাতিয়ে তুলতে চাই। হাসি আনন্দ যৌবনের মধুর স্বপ্নকে গলা টিপে মেরে আমি জাগিয়ে তুলতে চলেছি আমার অভিনয় শিল্প সাধনাকে।

গংগা। কিন্তু গোলাপ! তোর অ-বাবু—

বিনোদিনী। বিয়ে করেছে? ঐ চিঠিতে তার বিয়ের প্রমাণ ওরা আমাকে দেখাতে এসেছেন? কিন্তু আমি তাকে আমার মনের আঙিনা থেকে তাড়িয়ে দিয়েছি। দূর দূর করে তাড়িয়ে দিয়েছি। সে আমাকে—[অশ্রুপ্লুতা হয়] হাঃ-হাঃ-হাঃ, দেহ বিক্রি যাদের ব্যবসা, তাদের আবার কিসের প্রেম, কিসের ভালবাসা।

পূর্ণেন্দু। বিনোদিনী, তুমি বুদ্ধিমতী মেয়ে—

মা। এতদিনে বুঝেছিস তো মা? এ রাস্তায় যে হতভাগী ধাপ্পাবাজ মানুষদের ভালবেসে মরে—

ব্রজ। তাকে পথে দাঁড়িয়ে কাঁদতে হয়, কি বল দিদি—

বিনোদিনী। না-না কাঁদবো কেন? এই দেখ আমি হাসছি। হাঃ-হাঃ-হাঃ—

গংগা। গোলাপ!

বিনোদিনী। হাঃ-হাঃ-হাঃ—

পূর্ণেন্দু। বিনোদ—

মা। ও মা বিন্নু—

বিনোদিনী। হাঃ-হাঃ-হাঃ—

গংগা। আর হাসিস না গোলাপ, আর হাসিস না! তো্র ঐ হাসির স্বরে কান্না ঝরে পড়ছে।

বিনোদিনী। না-না, এ আমার আনন্দের হাসি, খুসীর হাসি। যাও শেঠমামা, খবর দাও গুর্মুখকে, আমি প্রস্তুত। তার কামনার আগুনে নিজেকে পুড়িয়ে ছাই করতে আমি প্রস্তুত।

পূর্ণেন্দু। শেঠবাবু—

ব্রজ। খবর পাঠাতে হবে না বিন্নু, আমি তাকে গংগাবাঈয়ের ঘরে বসিয়ে রেখে এসেছি।

বিনোদিনী। তাহলে তো কাজ আপনারা গুছিয়ে রেখেছেন।

ব্রজ। নিশ্চয়ই, অতবড় ধনীকে তো আর হাতছাড়া করা যায় না।

বিনোদিনী। না-না, হাতছাড়া করা উচিত নয়। যান তাকে ডেকে আনুন।

ব্রজ। আমি এখুনি ডেকে আনছি।

[বিনোদিনীর মাকে ইসারায় কি যেন বলে প্রস্থান করে।

বিনোদিনী। উঃ বুকখানা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে গোলাপ! মা, একটু জল।

মা। জল কেন মা, আমি সরবৎ এনে দিচ্ছি—

[প্রস্থান।

পূর্ণেন্দু। গংগাবাঈ—

গংগা। চলুন বাবু, আমাকে পাঠ মুখস্ত করিয়ে দেবেন।

বিনোদিনী। জীবনে অনেক পাঠ আমি মুখস্ত করলুম, তুমিও মুখস্ত

চরলে গোলাপ। কিন্তু সত্যি করে বল তো গোলাপ, সত্যিকারের প্রাণের স্পর্শ আমরা কোথাও পেয়েছি? না, পাইনি! ইহজীবনে পাবও না।

গংগা। আমাদের সৃষ্টি যে অভিনয় করতে গোলাপ।

পূর্ণেন্দু। প্রেমের অভিনয়, তাই না গংগামণি?

গংগা। সে কথা আবার জিজ্ঞাসা করছো? এখানে যাঁরা আসেন তাঁরাও প্রেমের অভিনয় করেন আর আমরাও তাঁদের কো-একট্রেস হয়ে জবাব দিই। অভিনয়—অভিনয়, সবটাই অভিনয়।

[পূর্ণেন্দু সহ প্রস্থান।

বিনোদিনী। অভিনয় অভিনয়। ষ্টেজেও অভিনয়, ঘরে এসেও অভিনয়। ওগো পতিতার ভাগ্যবিধাতা, তোমার সৃষ্টিতে সারাজীবন কি এদের অভিনয় করেই বেঁচে থাকতে হবে?

বিনোদিনীর মায়ের পুনঃ প্রবেশ। হাতে মদের গ্লাস।

মা। এই নে বিনু, এই সরবৎটুকু এক চুমুকে খেয়ে নে।

বিনোদিনী। [পান করিয়া] মা, এই তোমার সরবৎ?

মা। আমি তো তাই জানি মা।

বিনোদিনী। চমৎকার! সত্যই তুমি পতিতার মা। যে মেয়ে ইহজীবনে মদ স্পর্শও করেনি, মা হয়ে নিজে তাকে তুমি মদ খাইয়ে লোক খরিদ্দারের প্রিয়তা অর্জন করাতে চাইছ!

মা। তাই যদি করে থাকি, তাতেই বা দোষ কি!

বিনোদিনী। না-না, দোষ কিসের? শিল্পী বিনোদিনীর জীবনের গ্রহ হয়ে যদি তাকে পুরোদস্তুর বেশ্যা বিনোদিনীতে পরিণত করতে পার, তাহলে তোমার মাতৃধর্ম যে রসাতলে যাবে মা!

মা। আজ তো আমাকে বড় বড় কথা শোনাচ্ছিস বাছা কিন্তু যেদিন পয়সার অভাবে দুবেলা পেটভরে খেতে পাসনি, তু সেদিনের কথা কি ভুলে গেছিস ?

বিনোদিনী। ভুলিনি মা, ভুলিনি সেদিনের কথা। কিন্তু তা বলে মদ খেয়ে দেহ বিক্রি করে নরকের পাঁকে ডুবতে হবে ?

মা। নরকের পাঁকে যাদের জন্ম, মদ খেয়ে দেহ বিক্রির পয়স রোজগারে তাদের কিসের ভয়। এঁটো পাতা তো আর স্বর্গে যা না বাছা।

বিনোদিনী। ঠিক বলেছ মা। এঁটো পাতা কখনো স্বর্গে যে পারে না। শত চেষ্টাতেও শিল্পী বিনোদিনীর যে সভ্য সমাজে কো দিন ঠাঁই মিলবে না। তার প্রমাণ হাতে হাতে দিয়ে গেল অ-বাবু।

মা। মানুষকে বাঁচতে হলে পয়সা চাই আর সেই পয়সা যেম করেই হোক রোজগার করতে হবে।

বিনোদিনী। হ্যাঁ হ্যাঁ, যেমন করেই হোক পয়সা রোজগার কর হবে। পৃথিবীতে বাঁচতে হলে পয়সা চাই। এই অভাগা দে যারা সমাজে মানুষ তৈরী করে—সেই নাট্যশিল্পী আর অধ্যাপকদে পেছনে একটা পয়সা খরচ করতেও ধনীদের বুকে ব্যথা জাগে অথচ লাখ লাখ টাকা খরচ করে, মদ আর নাচ গানের ফোয়া ছোটাতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করে না।

গুর্মুখ রায়কে লইয়া ব্রজনাথের পুনঃ প্রবেশ।

ব্রজ। আসুন—আসুন গুর্মুখবাবু। এই যে সামনেই বিনোদিনী

গুর্মুখ। নমস্তে বিনোদবিবি—নমস্তে।

বিনোদিনী। [নির্বাকে দুহাত তুলিয়া নমস্কার জানায়]

ব্রজ। এইবার তোমরা সব বুঝে সুঝে নাও দিদি। ইনিই হামান্ত গুর্মুখ রায়।

মা। এস বাবা। [গুর্মুখ বসিল] রামধনি—[রামধনি আসিয়া দেয় সরঞ্জাম রাখিয়া চলিয়া যায়] দাঁড়িয়ে রইলে কেন বাবা, বসো।

ফুলের মালা হাতে মদনের প্রবেশ।

মদন। নমস্তে নতুন বোনাই, আমি শালা এসে গেছি।

বিনোদিনী। মদন!

ব্রজ। এখন যা, পরে আসিস।

মদন। আমি শালা যাবো বলে কি এসেছি?

গুর্মুখ। আরে শেঠবাবু, ইয়ে ছোকরা কোন হ্যায়?

মদন। আমি মদন চন্দর হ্যায় নতুন বোনাই। মৌসিকা বোনপো ায়। এই দিদিকা ভেইয়া হ্যায় [ফুলের মালা গুর্মুখের হাতে ড়াইয়া দেয়] আর নতুন বোনাই কো শালা হ্যায়—

গুর্মুখ। আজসে তুমভি মেরা ভেইয়া হ্যায়। হাঃ-হাঃ-হাঃ।

মদন। বহুত আচ্ছা নতুন বোনাই। ঝাঁ করে গোটা দুই াকা দিয়ে ফেল দেখি!

গুর্মুখ। টে—কা!

মা। টাকা এখন কি করবি?

মদন। জোড় পাত্তি—সে তুমি বুঝবে না।

ব্রজ। এই মদনা! টাকা আমি দেব, এখন তুই যা।

মদন। থামো—থামো মশাই। তুমি তো ওয়ান পাইস ফাদার াদার। তুমি দেবে ট্যাকা? ফুঃ—

গুর্মুখ। আচ্ছা—আচ্ছা, লেও ভাই, হামি দিচ্ছে। ইয়ে লো দো রোপেয়া—[টাকা প্রদান] ঠিক হ্যায় ?

মদন। জিতা রহো নতুন বোনাই। তুমি শালা রোজ এসো। ফু-র-র—বক দেখেছো ? [ব্রজনাথকে বক দেখাইয়া প্রস্থান

ব্রজ। রাবিশ ! তোমাদের কাছে আস্কারা পেয়েই ও ছোঁড়া এত বেড়ে উঠেছে দিদি।

বিনোদিনী। এ মাটিতে যারা জন্মায় শেঠমামা, তাদের আস্কার দিতে হয় না, বেড়েই তারা আসে।

মা। ছেড়ে দে বিনু ওর কথা। এখন বাবুর আদর-যত্ন কর আমি তোদের খাওয়ার ব্যবস্থা করতে চললাম। ওরে ও রামধনি—কোথায় গেলি বাবা। একবার এদিকে আয়, বাজারে যেতে হবে।

[প্রস্থান

গুর্মুখ। আসেন শেঠবাবু, দু-এক গ্লাস পি-কার মেজাজ সরিয বানাইয়ে লিন।

ব্রজ। আমি ওসব থাই না গুর্মুখজী। আছি মাত্র আপনাবে একটা অনুরোধ করতে।

বিনোদিনী। অনুরোধটা কি তা বলেই ফেলুন শেঠমামা। অত ভনিতা কেন ?

ব্রজ। মানে অনুরোধ অন্য কিছুই নয়। তোমাদের নতুন থিয়েটার হাউস তৈরীর কন্‌ট্রাক্টটা যদি আমাকে দাও, মানে আমি যথাসম্ভব কম খরচে হাউস তৈরী, স্টেজ সিন তৈরী, এমন কি পোষাক-পরিচ্ছদ পর্যন্ত তৈরী করিয়ে দেব।

গুর্মুখ। আপ বিলকুল বেফিকির রঁহে, কন্‌ট্রাক্ট আপনি কো মিল যায়েগা।

ব্রজ। আর আমার কোন প্রার্থনা নেই। তাহলে আসি গুর্মুখ-বাবু, রাম রাম।

গুর্মুখ। রাম রাম ভাই—রাম রাম। [ব্রজনাথের প্রস্থান।

বিনোদিনী। [নেশাজড়িত কণ্ঠে] আপনি কৌশল করে সরবৎ বলে আমাকেই মদ খাইয়েছেন, কিন্তু নিজে তো খেলেন না গুর্মুখজী ?

গুর্মুখ। হাঁ—হাঁ, হামি জরুর খাবে।

বিনোদিনী। তাহলে খেয়ে নিন। [মদ ঢেলে দেয়]

গুর্মুখ। হামার নসীব আজ বহুত ভাল আছে বিবি। জেরা নাচ তো দেখাও, গানা ভি শুনাও—

বিনোদিনী। গান! [দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া] গানের স্বর আমার হারিয়ে গেছে গুর্মুখজী।

গুর্মুখ। কাঁহা হারিয়ে গেল? বোলো, হামি খুঁজিয়ে লিয়ে আসবে।

বিনোদিনী। হিঃ-হিঃ-হিঃ—তুমি কাঁহাসে খুঁজিয়ে লিয়ে আসবে গুর্মুখজী? [গুর্মুখের কান ধরিয়া নাড়া দেয়]

গুর্মুখ। আরে—আরে এ ক্যায়া কর রহি হো?

বিনোদিনী। সোহাগ বঁধু, বিনোদিনীর সোহাগ—

গীত

সোহাগ নিতে চায় বঁধুয়া ভাঙা মনের আঙিনায়।
মিলন-বাঁশির সুরলহরী হারিয়েছে সে কোন অজানায়॥
নাচের তালে পা পড়ে না,
নতুন নাগর যায় না চেনা,
(তাই) মনের ছোঁয়া নাহি পেয়েও দেহের ছোঁয়া নিতে চায়॥

[উভয়ে হাত ধরাধরি করিয়া প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

ভবতারিণীর মন্দির

জনৈক ভক্তের প্রবেশ

ভক্ত। [দেবীকে প্রণাম করিয়া]

গীত

মন ভুলো না কথার ছলে, লোকে বলে বলুক মাতাল বলে।
সুরাপান করি না আমি, সুধা খাই জয়কালী বলে॥

ব্যস্তভাবে রামকৃষ্ণের প্রবেশ।

রামকৃষ্ণ। ওরে, গান থামিয়ে কথা শোন।

ভক্ত। বলুন।

রামকৃষ্ণ। নরেনের সংগে দেখা হয়েছিল?

ভক্ত। আজ্ঞে হ্যাঁ বাবা, শ্যামবাজারের মোড়ে দেখা হয়েছিল.

রামকৃষ্ণ। আমার কথা কিছু জিজ্ঞাসা করেছিল?

ভক্ত। হ্যাঁ। জিজ্ঞাসা করলেন, ঠাকুর কেমন আছেন?

রামকৃষ্ণ। আমি জানি—একথা সে জিজ্ঞাসা করবে। তা তুই কি বল্লি?

ভক্ত। আমি বল্লুম—ঠাকুর ভাল আছেন।

রামকৃষ্ণ। কেন একথা বল্লি শালা! এই কি ভালো থাকা? শুনতে পাস না, দিনরাত মার কাছে কাতরকণ্ঠে বলছি—নরেনকে আনিয়ে দে মা, নরেনকে আনিয়ে দে!

ভক্ত। এ্যা—

রামকৃষ্ণ। তুই শালা কানা, না কালা?

ভক্ত। আজ্ঞে—

রামকৃষ্ণ। আর বিনয়ে কাজ নেই। যা পারবি তাই কর দেখি, গানখানা শেষ কর। আহা, আতুরে ছেলে রামপ্রসাদের গান—'মন ভুলো না কথার ছলে'!

ভক্ত।—

পূর্ব গীতাংশ

মন ভুলো না কথার ছলে, লোকে বলে বলুক মাতাল বলে।
সুরাপান করি না আমি, সুধা খাই জয়কালী বলে॥
খালি মধু খেলেই কি হয়, লোকেতে মন মাতাল বলে।
যা আছে কর্মে, কে জানে মর্ম, জানে কেবল সেই পাগলে॥

গিরিশের প্রবেশ।

গিরিশ। আহা, কি গানই রচনা করে গেছেন সাধক রামপ্রসাদ। এইসব গান বাংলার অমূল্য সম্পদ। [ঠাকুরকে প্রণাম]

রামকৃষ্ণ। এই যে বাবুমশাই, আমি ভালো আছি—খুব ভালো আছি।

গিরিশ। আপনি আমায় ডেকেছিলেন?

রামকৃষ্ণ। ডাকবো না? তুই যে কাণ্ডারী পাবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠেছিস।

গিরিশ। আচ্ছা বলুন তো—'গুরু' কি?

রামকৃষ্ণ। গুরু আবার কি হবে? কুটনী—কুটনী। নষ্ট মেয়েদের কুটনী যেমন মনের মানুষের সংগে মিলন ঘটিয়ে দেয়, গুরুও তেমনি ইষ্টের সংগে ভক্তের মিলন ঘটিয়ে দেয়।

গিরিশ। আমার গুরু মিলবে কবে ?

রামকৃষ্ণ। গুরু তো মিলে গেছে গো।

গিরিশ। আমার মন্ত্র কি ?

রামকৃষ্ণ। শুধু ঈশ্বরের নাম।

গিরিশ। কিন্তু আমি যে মহাপাপী।

রামকৃষ্ণ। কোন শালা বললে ?

গিরিশ। সবাই বলে।

রামকৃষ্ণ। সবাই তোর আসলটা না দেখে শুধু খোলসটা দেখেই বিচার করে। ওরে, ঢ্যামনা সাপে ধরলে মরে না। কিন্তু জাতসাপ কামড়ালে একডাক—দু'ডাক, তারপরেই মরণ! তোকে ঢ্যামনায় ধরেছে—ভয় কি ?

গিরিশ। আমি যে মদ খাই ?

রামকৃষ্ণ। খা না কত খাবি। যেদিন আসল নেশার সন্ধান পাবি সেদিন তোর মদের নেশা পালিয়ে যাবে।

গিরিশ। আপনি জানেন না ঠাকুর, আমার দেহটা পাপের পাহাড়।

রামকৃষ্ণ। কালী নামের মহামন্ত্রে ওটা তুলোর পাহাড়ের মতন ফুস করে উড়ে যাবে।

গিরিশ। কিন্তু মায়ের নাম আমি কখন করবো ?

রামকৃষ্ণ। ঘুম থেকে উঠে—।

গিরিশ। মাতাল গিরিশ কোথায় থাকে কোথায় ঘুমোয় তার ঠিক নেই।

রামকৃষ্ণ। তুই কি এক মুহূর্তও মাকে ডাকবার সময় করে নিতে পারবি না ?

গিরিশ। না ঠাকুর, সময় করে, আসন করে মাকে ডাকা আমার হবে না।

রামকৃষ্ণ। তা হলে এক কাজ কর।

গিরিশ। কি?

রামকৃষ্ণ। আমাকে 'ব' কলম দে।

গিরিশ। 'ব' কলম?

রামকৃষ্ণ। হাঁরে নাবালকের আমমোক্তার যেমন বিষয়-আশয়ের সব ব্যাপারে 'ব' কলমে সই করে, আমিও সেইরকম তোর আমমোক্তার হয়ে 'ব' কলমে মাকে তোর কথা বলবো।

গিরিশ। আমার হয়ে তুমি মাকে বললে, মা আমার ওপরে প্রসন্ন হবেন?

রামকৃষ্ণ। পরীক্ষে করে দেখ না আমাকে 'ব' কলম দিয়ে।

গিরিশ। তাই দিয়ে আমি নিশ্চিত হলাম ঠাকুর। আমার হয়ে মাকে তুমি ডেকো। আর আমার বিপদে আপদে ডাকবো শুধু তোমাকে।

রামকৃষ্ণ। ওরে গিরিশ, আমি জানি নরেনের চেয়েও আমার ওপরে বিশ্বাস তোর অনেক বেশী। আর নরেনের ভক্তিশ্রদ্ধা ষোলআনা।

গিরিশ। এই বিশ্বাস নিয়ে আমি মুক্তির আলো দেখতে পাবো ঠাকুর।

রামকৃষ্ণ। মুক্তি তোর হবে, মা তোকে হাত ধরে আলোর দেশে নিয়ে যাবে। যেখানে কোন অন্ধকার নেই, শুধু আলো আর আলো।

গিরিশ। আর আমি যমকেও ভয় করি না ঠাকুর। এখন সহজভাবে নিশ্বাস ফেলে ভাবতে পারছি, মহাপাপী আমি নই।

আপনাকে সব সমর্পণ করে আপনার পায়ের ধুলো নিয়ে আমি নির্মল নিষ্কলুষ।

রামকৃষ্ণ। তুই যে সমাজশিক্ষে লোকশিক্ষের পণ্ডিত রে গিরিশ। থিয়েটারে তোর লেখা নাটকগুলো দেখে কতো নাস্তিক মানুষ, আস্তিক হয়ে ফিরে যাচ্ছে। তোর কাছে পাপ বেটা টিকবে কেন রে ?

গিরিশ। আমার একটা প্রার্থনা ঠাকুর।

রামকৃষ্ণ। কি রে ?

গিরিশ। আপনাকে আমি থিয়েটার দেখবার নেমন্তন্ন করে যাচ্ছি। সামনের শনিবারে যাবেন থিয়েটারে। মানে—যেতেই হবে আপনাকে।

রামকৃষ্ণ। যাব যাব—নিশ্চয় যাবো। নরেনকে সংগে নিয়ে তোদের থিয়েটার দেখে আসব।

গিরিশ। আপনার আশীর্বাদই আমাদের একমাত্র ভরসা।

[রামকৃষ্ণকে প্রণাম করিয়া প্রস্থান।

ভক্ত। আপনি যাই বলুন ঠাকুর, ও লোকটা মদ খায়—আমাদের ভাল লাগে না।

রামকৃষ্ণ। ওর যে ভৈরবের অংশে জন্ম রে, তাই মদ-মাংসে এত আসক্তি বুঝলি ? [ঠাকুর বসিলেন]

ভক্ত। আপনি একি বলছেন ঠাকুর ?

রামকৃষ্ণ। ঠিকই বলছি। জানিস একদিন গভীর রাতে মায়ের পায়ে আছড়ে পড়ে কাঁদছি, এমন সময় দেখলাম এক উলংগ উগ্রবালক মূর্তি নাচতে নাচতে এসে মন্দিরে ঢুকলো। তার মাথায় ঝুটি বাঁধা, কোমরে রূপোর পেটী। বাঁ কুনুইয়ে সুরাপাত্র ঝুলছে, ডানহাতে সুধাপাত্র। জিজ্ঞেস করলুম, কে তুই ? ছেলেটি বললে,

আমি ভৈরব। আমি আবার জিজ্ঞাসা করলুম, এখানে এসেছিস কেন ? উত্তর দিল, তোমার কাজ করতে এসেছি। ওরে তোরা জেনে রাখ, ঐ গিরিশই সেই ভৈরব। আজ ও মদ-মাতাল আছে, কাল মন-মাতাল হয়ে যাবে।

রুক্ষ চুল ছিন্নবস্ত্র পরিহিত নরেনের প্রবেশ।

নরেন। আমায় মাতাল করে দেবে ? আমায় ?

রামকৃষ্ণ। এই যে নরেন, এসেছিস ? ওরে আমি দিনরাত মাকে জানাচ্ছি তোকে আমার কাছে এনে দিতে। [নরেনকে জড়িয়ে ধরেন]

নরেন। আমি আজ মরিয়া হয়ে এসেছি ঠাকুর। হয় আমার একটা বিলি ব্যবস্থা কর, নয়তো প্রায়োপবেশনেই আমি এবার সমাধি শয়ন নেব।

রামকৃষ্ণ। তুই এ কথা যে বলবি আমি ভাবতেও পারিনি।

নরেন। তুমি থাকতে আমাকে এটর্নি অফিসে গিয়ে হাড়ভাঙা পরিশ্রম করেও মা ভাই বোনকে আধপেটা খাইয়ে রাখতে হয়।

রামকৃষ্ণ। [দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া] হুঁ।

ভক্ত। আমি তাহলে এখন বাড়ী যাচ্ছি ঠাকুর।

[ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া প্রস্থান।

নরেন। শত ঠেলা মেরেও অভাবের হাতিকে সরান যাচ্ছে না ঠাকুর। এবার তুমি এদিকে হাত বাড়াও।

রামকৃষ্ণ। দেখ আজ মংগলবার, দিনটাও ভাল। মায়ের কাছে গিয়ে প্রণাম করে আজ তুই যা চাইবি—তাই পাবি।

নরেন। এ্যাঁ—সত্যি ?

রামকৃষ্ণ। সত্যি। মায়ের ভাণ্ডার লুট করেও শেষ করতে পারবি না।

নরেন। তাহলে চাইব ঠাকুর?

রামকৃষ্ণ। হ্যাঁ রে, দেখনা চেয়ে। যা, মায়ের পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়।

নরেন। [অগ্রসর হইয়া প্রণামান্তে] মা আমাকে জ্ঞান দাও, ভক্তি দাও, বিবেক দাও। [ধীরে ধীরে ঠাকুরের কাছে আসে]

রামকৃষ্ণ। কিরে, মাকে কি বল্লি? চেয়েছিলি টাকাকড়ি?

নরেন। না ঠাকুর। অখিল জগতের জননী প্রেম প্রসন্নতার নিত্য নির্ঝরিনী হয়ে বিরাজ করছেন। এ হেন মায়ের কাছে গিয়ে কি কারো অর্থ সম্পদের মোহ থাকে? তাই চাইতে পারলুম না!

রামকৃষ্ণ। দূর বোকা, করুণাময়ীর চরণপ্রান্তে গিয়েই সব ভুলে গেলি? আচ্ছা, আর একবার চেষ্টা করে দেখ। যা, গিয়ে দেখ না আবার।

নরেন। [পুনরায় যায় ও বিহ্বল হইয়া] মা আমাকে জ্ঞান দাও; ভক্তি দাও; বিবেক দাও; বৈরাগ্য দাও। [পুনরায় ঠাকুরের কাছে ফিরে আসে]

রামকৃষ্ণ। এইবার নিশ্চয় চেয়েছিলি? মার কাছে বলেছিলি—মা আমাকে চাকরী দে, আরাম দে, স্বাচ্ছন্দ্য দে।

নরেন। পারলাম না ঠাকুর, মুখ দিয়ে বেরুল না ওসব কথা।

রামকৃষ্ণ। সে কি কথা রে; তুই নেহাৎ আনাড়ি। বড্ড বোকা।

নরেন। মাকে দেখা মাত্রই কি রকম একটা আবেগ এসেছিল। তাই যা চাইতে গিয়েছিলাম, তা আর মনে করতে পারলাম না।

রামকৃষ্ণ। দূর ছোঁড়া, নিজেকে প্রথমে একটু সামলে নিবি। যেন গোড়াতেই গুলিয়ে যাসনি। চারিদিক বুঝে স্থঝে ঠাণ্ডা হয়ে চাইবি, বুঝলি? বার বার—তিনবার, এই শেষবার—যা।

নরেন। [পুনরায় যায় ও বার বার প্রণাম করে] আমি আর কিছু চাই না মা। জ্ঞান দাও; বিবেক দাও; বিষয়ের দরজায় মাথা ঠুকব না মা। সহস্রশীর্ষে প্রকৃতিরূপিণী জননী! তোমাকে আমি বার বার প্রণাম করি। [প্রণাম করিয়া নত মস্তকে ঠাকুরের কাছে আসে]

রামকৃষ্ণ। কি রে, চেয়েছিস এবার?

নরেন। চাইতে লজ্জা করলো ঠাকুর।

রামকৃষ্ণ। হেঃ-হেঃ-হেঃ?

নরেন। যিনি বরদায়িনী মূর্তিতে অবাধ দর্শনা হয়ে আছেন, তাঁর কাছে তুচ্ছ অর্থ সম্পদ ভিক্ষে করতে পারলুম না ঠাকুর, আমি পারলুম না।

রামকৃষ্ণ। ওরে নরেন, তুই কোনদিনই তা পারবি না।

নরেন। ঠাকুর!

রামকৃষ্ণ। [নরেনের মাথায় হাত দিয়া আশীর্বাদ করিয়া] চিন্তা করিস না নরেন, চিন্তা করিস না। তোদের বংশে মোটা ভাত কাপড়ের অভাব কোনদিন হবে না।

নরেন। মায়ের করুণাভাণ্ডার উপচে পড়ছে ঠাকুর! আজ মনে হচ্ছে ভবতারিণী মা শুধু তোমার একার মা নন, উনি সর্বজীবের মা।

রামকৃষ্ণ। তবে আর কি? এবার প্রাণভরে মায়ের গুণকীর্তন কর। আজ তোর গলায় নতুন স্থর শুনতে পাব রে নরেন—পাগল করা নতুন স্থর।

নরেন ।—

গীত

আমার মা—।

মা ত্বং হি তারা, তুমি ত্রিগুণ ধরা পরাৎপরা মা—

তোরে জানি মা আমি দীনদয়াময়ী তুমি দুর্গমেতে দুঃখহরা ॥

তুমি জলে তুমি স্থলে তুমি আগুমূলে গো মা,

আছ সর্বঘটে অর্ধপুটে সাকার আকার নিরাকারা ॥

তুমি সন্ধ্যা তুমি গায়ত্রী তুমি জগদ্ধাত্রী গো মা।

তুমি অকূলের ত্রাণকর্ত্রী সদাশিবের মনোহরা ॥

[গীতান্তে নরেন প্রস্থান করে। ঠাকুর কল্পতরু হইয়া ভাবে বাহ্যজ্ঞানশূন্য। ছদ্মবেশিনী দেবী পা টিপিয়া আসিল এবং ভবতারিণীর গলা হইতে মালা খুলিয়া নিজকণ্ঠে পরিল। পরে ঠাকুরকে ডাকে—]

দেবী। গদাধর !

রামকৃষ্ণ। [চমক ভাঙিয়া] এঁ্যা—

[সম্মুখে দেবীকে দেখিয়া বিস্ময়ে একবার ভবতারিণীর মূর্তির দিকে আর একবার দেবীর দিকে তাকাইতে থাকেন ও দেবীর পায়ে পুষ্পাঞ্জলি দেন।]

রামকৃষ্ণ। চিনেছি—চিনেছি ! হাঃ-হাঃ-হাঃ ?

দেবী। কি দেখছিস গদাধর ?

রামকৃষ্ণ। মা ! মা দেখছি।

দেবী। হেঃ-হেঃ-হেঃ-হেঃ !

রামকৃষ্ণ। দেখা যখন দিলি, আবার যেন পালিয়ে যাসনি মা ; আমাকে কাঁদিয়ে আর লুকোচুরি খেলিসনে মা।

দেবী।—

গীত

আমি লুকোচুরি খেলা ভালবাসি।
পূজা আহ্বানে ভোগারতি ক্ষণে বারে বারে তাই আসি॥
আকুলতা ভরা মা ডাকে তোর,
ব্যাকুলা মায়ের ঝরে আঁখিলোর,
ওরে পাষাণ প্রতিমা নহে তোর মা, দেখ মুখে মমতার হাসি॥

রামকৃষ্ণ। [দেবীর পায়ের কাছে আছড়াইয়া পড়ে] মা, মাগো—

দেবী। গদাধর!

রামকৃষ্ণ। যা দেবী সর্বভূতেষু ছায়া রূপেন সংস্থিতা।
নমঃতস্মৈ নমঃতস্মৈ নমঃতস্মৈ নমো নমো॥

[রামকৃষ্ণ প্রণাম করেন, দেবী অন্তর্হিতা হন। রামকৃষ্ণ উঠিয়া পাগলের মত দেবীকে খুঁজিতে থাকেন]

রামকৃষ্ণ। এ্যা চলে গেলি, দেখা দিয়ে চলে গেলি মা! রামপ্রসাদ, কমলাকান্তকে তো কোলে নিয়েছিলে। তবে আমায় ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে গেলি কেন? বুঝেছি, তারা তোর নিজের ছেলে আর আমি তোর সতীনের ছেলে। ওরে আবাগের বেটী, আর তোকে মা বলে ডাকবো না। আমার মা মরেছে! ওরে ছেলেখাকি রাক্ষসী, তুই মা নস্, তুই আমার সৎমা—সৎমা।

[উন্মাদের ন্যায় প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

বিনোদিনীর গৃহ

বিনোদিনীর মা ও ব্রজনাথের প্রবেশ।

মা। থিয়েটার থিয়েটার থিয়েটার। মেয়েটা শেষ পর্যন্ত থিয়েটারের জন্য আখের হারাবে ভাই।

ব্রজ। তা সত্যি দিদি। আমি অত করে বলছি বিনু তুই একে ছেলেমানুষ তার ওপর মেয়েছেলে, এসব নিয়ে মাথা ঘামাসনি। আমার ওপর সমস্ত ভার ছেড়ে দে। আমি সব বিলি ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

বিনোদিনীর প্রবেশ।

বিনোদিনী। আপনার ব্যবস্থায় বড় জোর থিয়েটারের বাড়ীটা কোন রকমে গড়ে উঠতে পারে শেঠমামা। আর কিছু গড়বার মত টাকা থাকবে কিনা সন্দেহ।

ব্রজ। বলিস কি মা বিনু। গুর্মুখ রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা খরচ করতে চায়।

বিনোদিনী। তা চায় বটে। কিন্তু আপনার ব্যবস্থাপনার সেই টাকার অর্ধেক থিয়েটারের বাড়ীতে খরচা হবে, বাকি অর্ধেক আপনার ব্যাংকের অংক বাড়াবে।

ব্রজ। তাই যদি মনে করিস বিনু তাহলে তোর মায়ের সামনেই স্পষ্ট বলছি, থিয়েটারের জন্যে গুর্মুখবাবু যে পঞ্চাশ হাজার টাকা দিতে চাইছে—

গুর্মুখ রায়ের প্রবেশ।

গুর্মুখ। ওহি টাকা তুমি লিয়ে লাও বিনোদবিবি।

বিনোদিনী। কেন ? যে কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা আপনি এখানে দিচ্ছেন তাতে আমার মায়ের মন উঠছে না বুঝি ?

মা। আমি সাতে পাচে থাকি না বিনু, আমাকে আবার ঠেস দিয়ে কথা বলছিস কেন ?

বিনোদিনী। বলবো না ? তুমি যে পতিতা বিনোদিনীর মা, শিল্পী বিনোদিনীর মা হলে মেয়েকে দেহ বিক্রির ব্যবসায় উৎসাহ দিতে পারতে না।

গুর্মুখ। ঝুটমুট কেন মায়ের সাথে ঝগড়া লাগাচ্ছ বিনোদবিবি ? থেটর বনাতে যে পঞ্চাশ হাজার রূপেয়া খরচ হোবে ওহি রূপেয়া তুম বাক্সমে রাখ।

ব্রজ। ঠিক কথা। ঐ পঞ্চাশ হাজার টাকা—

বিনোদিনী। আমার নয় শেঠমামা। যে মুহূর্তে নতুন থিয়েটার গড়বার জন্যে গুর্মুখবাবু শিল্পীদের কথা দিয়েছেন সেই মুহূর্তে থেকে ও টাকায় নতুন থিয়েটার কোম্পানীর দাবী বসে গেছে।

ব্রজ। তা বেশ তো, ঐ পঞ্চাশ হাজার টাকা নতুন থিয়েটার গড়তে তুই শিল্পীদের জামিনে ধার দে। মাসে মাসে তোর মোটা অঙ্কের টাকা সুদও আসবে, আর থিয়েটারে হিরোইনের মাইনেও পাবি !

মা। তোর শেঠমামা ভাল যুক্তি দিয়েছে, তুই ওর মতলব মত কাজ কর বিনু।

বিনোদিনী। আমি জানোয়ার নই মা, মানুষ।

ব্রজ। কি বললি? আমি জানোয়ার?

বিনোদিনী। বললে খুব বেমানান হয় না।

ব্রজ। [উষ্ণ কণ্ঠে] বিনোদিনী—

বিনোদিনী। আমার শিল্পী ভাই বোনদের ঠকিয়ে টাকা রোজগারের উপদেশ যে আমাকে দেবে, সে আমার গর্ভধারিণী মা হলেও তাকে আমি চরম অপমান করবো।

মা। আমাকে আর অপমান করিসনে বাছা, আমি এখুনি চলে যাচ্ছি—। তবে যাদের জন্যে আজ তুই শেঠভাইকে আর আমাকে অপমান করলি, তারা তোকে একদিন এমন ঠকাবে যে কেঁদে কুল করতে পারবিনে।

[প্রস্থান।

বিনোদিনী। তারা ঠকালে আমি হাসিমুখে সহ্য করবো মা কিন্তু এই শেঠমামার কাছে জেনেশুনে ঠকবো না।

গুর্মুখ। এ্যায়সা বাৎ নেহি বোলো বিবি। তুমাদের নয় থেটার খোলনেকে পঞ্চাশ হাজার রূপেয়া খরচ করনেকে লিয়ে এহি শেঠবাবু হামাকে ইহা লিয়ে আসেছিল।

বিনোদিনী। আপনার মত বড়লোক কাপ্তেন যোগাড় করে দিয়েছেন বলে উনি শিল্পী ভাই বোনেদের কাছে সরাসরি দালালীর কিছু টাকা দাবী করতে পারেন।

অমৃত বসুর প্রবেশ।

অমৃত। শুধু থিয়েটারের দালালী নয় বিনোদিনী—ঐ তোমাকে নতুন কাপ্তেন জোগাড় করে দেওয়ার দালালীটাও কড়ায় গণ্ডায় মিটিয়ে দিও।

ব্রজ। কি বললে তুমি? আমি—

অমৃত। বেশ্যাপাড়ার দালাল।

ব্রজ। তবে রে শূয়ার [মারতে উদ্যত]

গুর্মুখ। [বাধা দেয়] আরে আরে, এ কেয়া শেঠবাবু। আপনি ভদ্দর আদমী আছেন, আউর আপনে দোস্তকে সাথ মারপিট? ই কেয়াবাৎ হ্যায়?

অমৃত। ভদ্র উনি মোটেই নন গুর্মুখজী।

ব্রজ। মাথায় খুন চেপেছে তুমি, খুব হুঁশিয়ার! এখুনি একটা অপ্রীতিকর কাণ্ড ঘটে যাবে।

বিনোদিনী। আমার সামনে আপনি তা পারবেন না শেঠমামা।

ব্রজ। বিনোদিনী।

বিনোদিনী। আপনি স্বার্থপর শয়তান তাই আমার কাছে অপমানিত হয়েও এখনো দাঁড়িয়ে আছেন। যান, এই মুহূর্তে এখান থেকে চলে যান। আর যাবার সময় শুনে যান, নতুন থিয়েটারের পঞ্চাশ হাজার টাকার একটি পয়সাও আপনি ঠকিয়ে নিতে পারবেন না।

ব্রজ। ব্রজনাথ শেঠ টাকা রোজগার করতে জানে বিনু। তোদের নতুন থিয়েটারের টাকার আশায় তার হাড়ি শিকেয় উঠে নেই। এত অপমানের পরেও অযাচিত ভাবেই তোকে বলে যাচ্ছি, নতুন থিয়েটারের পঞ্চাশ হাজার টাকা পঞ্চাশ দিনও থাকবে না। সবই গিরিশ ঘোষের মদ আর মেয়ে মানুষের খাতে খরচ হয়ে যাবে। [দ্রুত প্রস্থান।

গুর্মুখ। কামঠো ভালা হলনা বিনোদবিবি।

অমৃত। মন্দও কিছু হল না গুর্মুখবাবু, দুষ্ট গরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল অনেক ভাল। [প্রস্থান।

গুমুর্খ। আমি এখনো বলছে বিনোদবিবি, নয়া ঠেটরকা ঝুট ঝামেলা বন্ধ করিয়ে ওহি পচাশ হাজার রূপেয়া তুমহি লিয়ে লাও।,

বিনোদিনী। তা পারবো না গুমুর্খবাবু। কারণ টাকাকে আমি তত ভালবাসিনা যতো ভালবাসি থিয়েটারকে।

গুমুর্খ। [বিস্ময়ে] বিনোদবিবি তুম কৌন হো?

বিনোদিনী। আমি শিল্পী, আমি অভিনেত্রী, আমি—

গুমুর্খ। বহুত আচ্ছা ভাই, তুহারা বাত সহি, বাকি হামার কসমকে লিয়ে পচাশ হাজার রোপেয়াসে জো ঠ্যাটের বনবে হামি বোলছে, ওহি ঠ্যাটারকে নাম হোবে বিনোদিনী ঠ্যাটার—?

[প্রস্থান।

বিনোদিনী। বিনোদিনী থিয়েটার, বিনোদিনী থিয়েটার। এখানেও প্রাধান্যের লোভ! ভগবান, তুমি আমাকে অভিনয় শিল্প সাধনায় সিদ্ধি দাও। রংগালয়ের সত্বাধিকারিণী হওয়ার প্রলোভন যেন আমি জয় করতে পারি।

[নেপথ্যে বহুকণ্ঠে শোনা যায়—'মার মার শালাকো,
খতম করিয়ে দে' ইত্যাদি।]

দ্রুত মদনের প্রবেশ।

মদন। দিদি দিদি, তোর অ-বাবু শালা একপাল গুণ্ডা দিয়ে নতুন বোনাই শালাকে ঘিরে মারতে যাচ্ছিল। পীতমদা, পটলাদা লোহার রড্ নিয়ে এসে গুণ্ডা শালাদের সঙ্গে মারপিঠ শুরু করে দিয়েছে।

বিনোদিনী। এ্যাঁ! সে কি রে মদনা। চল-চল, এ হাংগামা আমি ছাড়া আর কেউ মেটাতে পারবে না। [প্রস্থানোদ্যত]

মদন। [বিনোদিনীকে বাধা দেয়] যাসনি দিদি যাসনি। তোর অ-বাবু শালা তরোয়াল হাতে করে এসেছে। তুই গেলেই তোকে ড্যাং করে কেটে ফেলবে।

নেপথ্যে অ-বাবু। মেনি—মেনি।

বিনোদিনী। পীতম আর পটলা ঐ বোধহয় অ-বাবুকে মারধর করছে। পথ ছাড় পথছাড় মদনা, ওরে—অ-বাবু, গুমুর্খরায় অপরাধী নয়। সব অপরাধ আমার, আমার।

উত্তেজিত অ-বাবুর প্রবেশ।

অ-বাবু। তোর সেই অপরাধের বিচার করতে এসেছি শয়তানি।

[মদনের পলায়ন]

বিনোদিনী। আমার বিচার করবার অধিকার তোমার নেই। তুমি শঠ, প্রবঞ্চক, মিথ্যাবাদী।

অ-বাবু। হুঁশিয়ার মেনি। চেয়ে দেখ, আমার হাতে পঞ্চাশ হাজার টাকা। এই টাকা নিয়ে তুই গুমুর্খ মাড়োয়াড়ীকে তাড়িয়ে দে।

বিনোদিনী। না না, তাকে তাড়াতে পারবো না! তোমার টাকা আমি চাই না। তোমার টাকা তুমি নিয়ে যাও।

অ-বাবু। কথা শোন মেনি, টাকা নে।

বিনোদিনী। বাবু, টাকা আমি রোজগার করি, টাকা আমায় রোজগার করে না। তোমার টাকা আমি চাই না, তুমি চলে যাও।

অ-বাবু। আমাকে যখন তাড়িয়ে দিচ্ছিস, তখন তোকেও আর বাঁচিয়ে রাখবো না! তুই জাহান্নামে যা!

[অ-বাবু তলোয়ার দিয়া বিনোদিনীকে মারিতে উদ্যত হয়, ঠিক সেই মুহূর্তে পীতম আর পটলা লোহার রড্ হাতে বাঘের মতন অ-বাবুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।]

পটল। খবরদার—

পীতম। মার শালাকে, খতম করে দে।

পটল। জাহান্নামে যা শালা ভেঁড়িকা বাচ্ছা।

[রড্ মারিতে উদ্যত, বিনোদিনী উভয়ের মাঝে গিয়া দাঁড়ায়]

বিনোদিনী। না না, ওকে তোরা মারিসনি, তোদের পায়ে ধরে আমি ওর প্রাণভিক্ষা চাইছি।

[পটলা ও পীতম রড নামিয়ে নেয়, বিনোদিনীর মহানুভবতা লক্ষ্য করে, পরে পটলা 'আচ্ছা' বলিয়া পীতমকে লইয়া প্রস্থান করে।]

অ-বাবু। মেনি—মেনি।

বিনোদিনী। মেনি নেই, মেনি নেই, তোমার প্রণয়সংগিনী মেনি বিচ্ছেদের অতল সাগরে ডুবে মরেছে। আমি শিল্পী বিনোদিনী, নাট্যানুষ্ঠানের নায়িকা বিনোদিনী, বংগ রংগমঞ্চের রংগনটী বিনোদিনী।

[প্রস্থান ; অ-বাবু অনুসরণ করে।

তৃতীয় অংক

প্রথম দৃশ্য

নতুন থিয়েটারের অফিস-ঘর

কথা বলিতে বলিতে বলিতে অমৃত মিত্র, অমৃত বসু ও অর্ধেন্দু মুস্তাফীর প্রবেশ।

মিত্র। নতুন থিয়েটারের নামকরণ আমরা করবো। গুর্মুখ রায়ের নির্দেশে যে বিনোদিনীর নামে থিয়েটার চলবে তা কখনই মানতে পারব না।

অর্ধেন্দু। আরে মিত্তির কায়েত হয়ে তোমার এইটুকুও বুদ্ধি নেই? বিনোদিনীর নামে থিয়েটার হওয়ার মানেই বিনোদিনীর প্রোপাইটরী সত্ব বসে যাওয়া।

অমৃত। একসংগে অভিনয় করি বলে একজন পতিতা নারীর থিয়েটারে চাকরী করবো?

গংগাবাঈয়ের প্রবেশ।

গংগা। কেন, তাতে দোষ কি ভুনিবাবু?

অমৃত। দোষ অনেক গংগামনি।

গংগা। যথা?

মিত্র। বিনোদিনীর অধীনে চাকরী করলে প্রথমেই প্রতাপচাঁদ জহুরী টিটকিরি দেবে।

অর্ধেন্দু। শুধু প্রতাপচাঁদই নয়। গ্র্যাণ্ড ন্যাশানাল থিয়েটারের অভিনেতা অভিনেত্রীরা ছিঃ ছিঃ করবে।

গংগা। প্রতাপচাঁদ জহুরীর থিয়েটার আপনারা ছেড়ে দিয়ে এসে নতুন থিয়েটার গড়েছেন বলে গায়ের জ্বালায় তিনি টিটকিরী দিতে পারেন। কিন্তু গ্র্যাণ্ড ন্যাশানাল থিয়েটারের অভিনেতা অভিনেত্রীদের তো গায়ে জ্বালা নেই।

মিত্র। গায়ের জ্বালা না থাকলেও মনে ঈর্ষা কিছুটা আছেই।

গংগা। যেমন আছে আপনাদের।

অর্ধেন্দু। কি বললে গংগামনি! আমরা বিনোদিনীকে ঈর্ষার চোখে দেখি?

গংগা। তা দেখেন কি না, নিজেদের অন্তরকে একবার জিজ্ঞাসা করে দেখুন না।

অর্ধেন্দু। স্পর্ধা তোমার বেড়ে গেছে গংগামনি। ভদ্র সন্তানরা তোমাদের নিয়ে থিয়েটার করে বলেই কি নিজেদের পরিচয় ভুলে যাও?

গংগা। আপনার মত শিল্পীর মুখ থেকে এমন কথা শুনবো আমি আশা করতে পারিনি অর্ধেন্দুবাবু।

মিত্র। কেন আশা করতে পারনি গংগামনি? তোমরা কি পুরুষ শিল্পীদের সংগে সম্মানে মর্যাদায় নিজেদের সমান মনে কর?

গিরিশচন্দ্রের প্রবেশ।

গিরিশ। ছোট-বড়র বিচার শিল্পীদের মধ্যে থাকা উচিত নয় অমৃত। তা থাকলে ঠাকুর রামকৃষ্ণ কখনই নটী বিনোদিনীকে স্নেহের চোখে দেখতেন না। আর ঠাকুরের করুণালাভে নটী বিনোদিনীরও এত দ্রুত গতিতে মনের পরিবর্তন হোত না।

অর্ধেন্দু। আপনি কি বলতে চান পতিতা মেয়েরা অভিনয় শিখলেই জাতে উঠে যাবে।

গিরিশ। তোমাদের মনের এই ঘৃণ্য সংস্কারই আজ অতুন থিয়েটারের সর্বনাশ করছে অর্ধেন্দু।

অমৃত। তাই যদি মনে করেন গুরু—তাহলে আমাদের বাদ দিয়েই বিনোদিনী থিয়েটার গড়ে উঠুক।

গিরিশ। সে উপায় নেই বলেই হাতের তীর আমি ছেড়ে দিয়েছি ভুনি।

মিত্র। তার মানে কাল রাত্রে যে নাম সকলে যুক্তি করে স্থির হয়েছিল—

গিরিশ। সেই নামেই আজ রেজিষ্টারী করে এলাম।

গংগা। নতুন থিয়েটারের কি নাম হোল গুরুজী!

গিরিশ। ষ্টার থিয়েটার।

অর্ধেন্দু। চমৎকার নামকরণ হয়েছে গুরু।

গংগা। তা হয়েছে অর্ধেন্দুবাবু। কিন্তু এতে বিনোদিনীকে যে কতখানি আঘাত দেওয়া হোল তা আপনারা বুঝবেন না।

গিরিশ। আমি তা মর্মে মর্মে বুঝতে পারছি গঙ্গামনি। কিন্তু এ ছাড়া কোন উপায় নেই। শিল্পীরা যখন বি থিয়েটারে চাকরী করতে নারাজ—

গুর্মুখ রায়ের প্রবেশ।

গুর্মুখ। কিউ গিরিশবাবু, আপকা শিল্পীলোক বি ঠ্যাটরমে নোকরী করতে নারাজ কিউ হ্যায়?

অর্ধেন্দু। বি থিয়েটার মানেই তো বিনোদিনী থিয়েটার?

গুমুর্খ। হ্যাঁ-হ্যাঁ ওহি হোল। পরন্তু উসমে হরজ কেয়া হ্যায় ?

অমৃত। একজন অভিনেত্রীর নামে থিয়েটার করলে পাচটা থিয়েটার কোম্পানীর কাছে আমাদের ছোট হয়ে যেতে হবে গুমুর্খবাবু।

গিরিশ। ও কথা এখন আর আলোচনা করা চলে না গুমুর্খবাবু। ষ্টার থিয়েটার নামে যখন রেজিষ্ট্রি হয়েই গেছে তখন আপনাকে এই নামেই থিয়েটার চালাতে হবে।

গুমুর্খ। হাঁ হাঁ, ওহি নামসেই চালাবে। পরন্তু বিনোদবিবির দিলে যে ছোট লাগলো—

গিরিশ। তা সামলে নেবার মত ধৈর্য বিনোদিনীর আছে।

গংগা। সে ধৈর্য তার আছে বলেই তো আজ ষ্টার থিয়েটার গড়ে উঠতে পারলো গুরুজী। এ কথা আমাদের মানতেই হবে। শিল্পীশ্রেষ্ঠা বিনোদিনীর আত্মদান—

গিরিশ। আমরা তা স্বীকার করছি গংগামনি।

গংগা। বিনোদিনী শুধু থিয়েটারকে ভালবেসেই পঞ্চাশ হাজার টাকার লোভ ছেড়েছিল।

গিরিশ। শুধু তাই নয় গংগাবাঈ। এই নতুন থিয়েটারের ষ্টেজ তাড়াতাড়ি গড়ে তুলতে দ্বিধা সংকোচ ভুলে বিনোদিনী কুলীদের সংগে সমানে মাটি ইট কাঠ বয়ে মিস্ত্রীদের কাজে সাহায্য করেছে।

গংগা। তবু তাকে এই অভিনেতা ভদ্রলোকেরা ঘৃণা করেন শুধু সে পতিতার গর্ভজাত মেয়ে পতিতা বলে।

গিরিশ। আর এদের লজ্জা দিও না গংগাবাঈ।

গংগা। লজ্জার বালাই এদের নেই গুরুজী। থিয়েটারের অভিনেত্রীরা পতিতা বলে এরা বাইরে দেখান ঘৃণা। অথচ অনেকেই

গোপনে তাদের বাড়ী গিয়ে মদ খান, তাদের দেহ ভোগ করে নিজেদের প্রবৃত্তি চরিতার্থ করতে বিন্দুমাত্র লজ্জা বোধ করেন না।

[প্রস্থান।

অর্ধেন্দু। এই গংগাবাই-এর স্পর্ধা বেড়ে গেছে গুরু। ওকে বাদ না দিলে—

গিরিশ। তুমি এই ষ্টার থিয়েটার ছেড়ে দেবে ?

অর্ধেন্দু। বাধ্য হয়ে ছেড়ে দিতে হবে।

গিরিশ। বেশ, তুমি আজ এই মুহূর্তে থিয়েটার ছেড়ে চলে যাও! আমি নতুন অভিনেতা তৈরী করে নেব।

অমৃত। এ আপনি কি বলছেন গুরু। অর্ধেন্দু মুস্তাফীকে—

গিরিশ। বাদ দিয়েই ষ্টার থিয়েটার চলবে ভুনি।

মিত্র। তা হয়তে চলতে পারে, কিন্তু ঐ গংগাবাঈ—

গিরিশ। সরল সত্যি কথাই বলে গেছে অমৃত।

মিত্র। আপনি বলছেন কি গুরু! বাংলা রংগমঞ্চের এতগুলি কৃতিশিল্পী—

গিরিশ। তোমাদের বাদ দিয়েও থিয়েটার চলবে অমৃত! কিন্তু বিনোদিনী আর ঐ গংগামনিকে বাদ দিয়ে একটা রাত্রিও থিয়েটার চলবে না। [প্রস্থানোদ্যত]

গুর্মুখ। আপনি চলিয়ে যাচ্ছেন গিরিশবাবু?

গিরিশ। হ্যাঁ গুর্মুখবাবু। থিয়েটার রেজিষ্টারী হয়ে গেছে। এখন এর প্রতি মুহূর্তই মূল্যবান। তাই এদের মত পরচর্চা আর পরনিন্দেয় মেতে এই মূল্যবান সময়ের অপব্যবহার করতে আমি একান্ত নারাজ।

অর্ধেন্দু। এক দফা গংগাবাঈ অপমান করে গেল আর এক

দফা আপনি। দেখছি আপনাদের এই নতুন ষ্টার থিয়েটারে আমার আর চাকরী করা হ'ল না।

গিরিশ। আমাকে ভয় দেখিও না অর্দ্ধেন্দু! মনে রেখো আমি গিরিশ ঘোষ। তোমার মতন আর একটা অর্দ্ধেন্দু মুস্তফী গড়ে নিতে আমার বেশী সময় লাগবে না।

[দ্রুত প্রস্থান।

মিত্র। এ গুরুর অত্যন্ত অন্যায়। সামান্য ঐ গংগাবাইয়ের সমর্থ অর্ধেন্দু মুস্তাফীর মত বঙ্গরঙ্গ জগতের একজন প্রখ্যাত শিল্পীকে যখন প্রকাশ্যে এতবড় অপমানের ভাষা বলে গেলেন! তখন—

গুর্মুখ। আরে ভাই, ঝগড়া-ঝাটি ছোড় কর চলেন চলেন আজ নয়া ঠেটরকে লিয়ে হামি সব ভাইকে সাথ পেট ভর কর মিঠাই খাবে। হাঃ-হাঃ-হাঃ, চলেন চোলেন—

[গুর্মুখ অর্ধেন্দুকে হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া প্রস্থান করে. অন্যান্যরা তাহাদের অনুসরণ করে।]

দ্বিতীয় দৃশ্য

দক্ষিণেশ্বরের বাগান

পীতম, পটলা ও ব্রজনাথবাবুর প্রবেশ।

ব্রজ। বাগানের এই পথ দিয়েই শয়তান লোকটা ভণ্ড রামকেষ্ট পরমহংসর কাছে যায়। তোরা খুব হুঁশিয়ার হয়ে আমগাছের আড়ালে লুকিয়ে থাকবি। যেই আসবে—

পীতম। বলতে হবে না হুজুর—[ছুরি দেখাইল] বাকি ধরা পড়লে ?

ব্রজ। আমি তোদের জামিনে ছাড়ব। দরকার হলে বড় বড় উকিল দিয়ে আমি কেস লড়বো। ও ভাবনা তোদের নয় আমার।

পটলা। কোথাটা যেন ইয়াদ থাকে হোজুর !

ব্রজ। আরতির সময় হয়ে আসছে, আমি মন্দিরের সামনে যাচ্ছি। কাজ শেষ করে রাত্রে আমার কাছ থেকে তোদের বাকী পাওনা নিয়ে যাবি। আমি চল্লুম। [প্রস্থান।

পটলা। এ শালা পাক্কা বদমাস—

[নেপথ্যে নরেন গায়—"আমায় কালী নামে পাগল কর শংকরী"]

পটলা। আবে পীতম ? কোন শালারে ?

পীতম। আউর কে ? ওহি শালা আছে।

পটলা। শালা বিন্নুবিবির ঘরে যায় আসে, বাকি গানা করতে তো কোখোনো শুনলুম না।

পীতম। আবে যো শালে যাত্তারা ঠেটরমে লাচ করে উও শালা গানাভি করে। হুঁশিয়ার, ছিপে যা ছিপে যা—

[দুজনে গাছের আড়ালে লুকোয়]

নরেনের প্রবেশ ।

নরেন ।—

গীত

আমায় কালী নামের পাগল কর ওমা শংকরী।
যেন কালী কালী বলে আমি ভাব সাগরে ডুবে মরি।
ষড়রিপুর তাড়া খেয়ে আজো ঘুরি পথে পথে,
আর কবে মা শান্ত হয়ে বসব সফল মনরথে।
তাই শুধু মা চিন্তা করি—ও মা—
আমার ফুরিয়ে এলো যাওয়ার বেলা দেখি শুধু আঁধার
ফুটিয়ে চোখে জ্ঞানের আলো, দে-মা তোর চরণতরী।

[পীতম ও পটলা ছুরি মারিতে উদ্যত হয়। ঠিক সেই মুহূর্তে সহসা রামকৃষ্ণ আসিয়া উপস্থিত হন]

রামকৃষ্ণ। নরেন ! [পীতম পটলা পালিয়ে গেল]

নরেন। কে ঠাকুর ? ওকি ! কারা ছুটে পালাচ্ছে ?

রামকৃষ্ণ। উদোর বোঝা বুদোর ঘাড়ে পড়েছিল রে নরেন।

নরেন। আমি তো কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না ঠাকুর ?

রামকৃষ্ণ। তুই বুঝবি কি কয়ে—সন্ধ্যে হয়েছে দেখে কালীঘরে পেন্নাম করতে গিয়েছিলুম। মা আমার কানে কানে বললে এখানে আর এক মুহূর্ত দাঁড়াসনি ছেলে। তাড়াতাড়ি ছুটে যা বাগানের ফটকের সামনে। গুণ্ডারা গিরিশ মনে করে তোর নরেনকে খুন করে ফেললে বলে। তাই তো আমি পড়ি কি মরি হয়ে ছুটে আসছি।

নরেন। কিন্তু গিরিশকে খুন করতে কে ওদের এখানে পাঠিয়েছে।

রামকৃষ্ণ। পাঠাবে কেন? শয়তান ব্রজশেঠ নিজে ওদের সংগে করে এনে এইখানে রেখে গেছে। আর কাণ্ডটা কি হয় তা দেখাবার জন্যে শালা দাঁড়িয়ে আছে মায়ের মন্দিরের সামনে।

নরেন। [উত্তেজিত হইয়া] মা ভবতারিণীর সামনে দাঁড়িয়ে আছে? [প্রস্থানোদ্যত]

রামকৃষ্ণ। [বাধা দেয়] ওরে ক্ষ্যাপা! যাচ্ছিস কোথায়? ঠাণ্ডা হয়ে বস দেখি! [নরেনকে বসায়] শেঠের পোকে ধরে তুই পুলিশে দিবি?

নরেন। পুলিশে দেব না, আমি নিজেই তার বিচার করে শাস্তি দেব।

রামকৃষ্ণ। ওরে পাগল, তুই তাকে শাস্তি দেবার কে?

নরেন। আমি গিরিশের হরিহর-আত্মা, বন্ধু।

রামকৃষ্ণ। কিন্তু ভবতারিণী যে ভক্ত-ভৈরব গিরিশের "মা"-রে। বিচারকর্ত্রীও মা, আর শাস্তিদাত্রীও মা। আমি বলি কি—শেঠের পো-র বিচারের ভার মায়ের হাতে ছেড়ে দে না। তোর অতো লাফালাফিতে কাজ কি বাপু!

নরেন। বেশ তোমার কথাই মেনে নিলুম ঠাকুর। গিরিশের আততায়ীর বিচারের ভার মা ভবতারিণীর হাতেই ছেড়ে দিলুম।

রামকৃষ্ণ। তাহলে এবার মায়ের নাম গান করতে করতে ভবতারিণীর মন্দিরে চল।

নরেন। ভবতারিণীর মন্দিরে কেন ঠাকুর? তোমার অশোক-তলায় চল।

রামকৃষ্ণ। অশোকতলা যে তোদের এম-এ বি-এ পাশের কলেজ, আর মায়ের মন্দির ইস্কুল। আগে ইস্কুল থেকে প্রবেশিকা পাশ করবি, তবে ত কলেজে পড়বি রে মুখ্যু।

নরেন। তোমার স্কুল কলেজের ডিগ্রি নিতে আমি চাই না ঠাকুর। আমি চাই আলোর সন্ধান।

রামকৃষ্ণ। সে আলোর সন্ধান মিলবে অখণ্ড বিশ্বাসে, অচলা ভক্তিতে, আর—অকুণ্ঠ প্রেমে।

নরেন। সেই প্রেমের মন্দাকিনী ধারায় তুমি আমাকে ভাসিয়ে দাও ঠাকুর! আমি আজও চিনতে পারিনি কে তুমি, কে মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী-দেবী।

রামকৃষ্ণ। মা ভবতারিণী—

নরেন।—

গীত

তুমি জাগো মা—জাগো মা—কুল কুণ্ডলিনী।
তুমি নিত্যানন্দ স্বরূপিণী, তুমি ব্রহ্মানন্দ স্বরূপিণী।
প্রসুপ্ত ভুজগা কারা আঁধার পদ্মবাসিনী
তুমি জাগো, মা—তুমি জাগো, মা—
ত্রিঃকোণে জ্বলে কৃষাণু, তাপিত হইল তনু।
মূলাধার ত্যাজ শিবে, শয়ম্ভু শিব বেষ্টনি।

[গানের শেষ ছত্রে মঞ্চ অন্ধকার হয়। সেই অন্ধকার ভেদ করিয়া বরাভয় মূর্তি দেখা যায়, নরেন ঠাকুরের পায়ের তলায় পড়িয়া 'ঠাকুর' 'ঠাকুর' বলিয়া চিৎকার করে। পরে উভয়ের ধীরে ধীরে প্রস্থান করে।]

তৃতীয় দৃশ্য

বিনোদিনীর কক্ষ

গংগাবাঈ ও বিনোদিনীর মায়ের প্রবেশ।

গা। আপনি যাই বলুন মাসীমা, অ-বাবুকে ছেড়ে দিলেও ত্যু সংবাদ শোনার পর থেকে গোলাপ যেন বেশ মুসড়ে ।

। মুসড়ে পড়েছে কেন? সে বাবু যে বেইমানী করে বে ল—

গা। তার ওপর থেকে ভালবাসাটা তো যায়নি, অ-বাবু ালাপের প্রথম যৌবনের ভালবাসার মানুষ, শত অপরাধেও ওপর থেকে প্রেমের আকর্ষণ সহজে চলে যেতে পারে না।

। ওরে মা, এ রাস্তার মেয়েদের ভালবাসার মান কোন দেয় না।

গা। তা দেয় না বলেই তো মেয়েদের চেয়ে পুরুষরাই বেশী যায়। তার প্রণাম অ-বাবু। গোলাপ তাকে ছেড়ে দেবার এমন আঘাত পেলেন যে চিন্তা করতে করতে কঠিন রোগে মারা গেলেন।

পথ্যে পূর্ণেন্দু। গংগাবাঈ—গংগাবাঈ—

গা। যাই বাবু! ঐ আপনার ছেলে এসেছে। এখন আমার লুম মাসীমা। খানিক পরে এসে গোলাপের সংগে গল্প

[প্রস্থান।

মা। বাবুদের ওপরে এ মেয়েগুলোর অগাধ বিশ্বাস দেখে জ্বলে যায়। [সামনে দেখিয়া] ও—মা—গো! পোড়ার ; চাকরটা এখনো ফুলের তোড়া আনেনি! ওরে—ও রামচরণ রামচরণ! কোথা—গেলি হতভাগা!

[প্রস্থা

একটি ছবি দেখিতে দেখিতে গীতকণ্ঠে বিনোদিনীর প্রবেশ।

বিনোদিনী।—

গীত

জীবন কুঞ্জে এসেছিলে তুমি মধু বসন্ত রাতে।
তোমার প্রেমের রঙিন গোলাপ দিয়েছিলে মোর হাতে॥
সুবাসে তার আজও মাতোয়ারা,
স্মৃতির বেদনা করে দিশেহারা,
রাতের স্বপনে চুপি চুপি এসে কথা কও মোর সাথে॥

কালো কাপড়ে ঢাকা অ-বাবুর ছায়ামূর্তির প্রবেশ।

ছায়ামূর্তি। মেনি—

বিনোদিনী। [চমকাইয়া] কে? কে তুমি—[ভয়বিহ্বল স্ব এ কি! তু-তু তুমি?

ছায়ামূর্তি। এসেছি তোমার প্রেমের টানে।

বিনোদিনী। কি বলছো? তাহলে তুমি—

ছায়ামূর্তি। ইহলোক থেকে বিদায় নিয়ে পরলোকে পোঁছ পারিনি, শুধু আমার শেষ নিঃশ্বাস পড়বার সময় তোমাকে দেখ আকুল পিপাসা ছিল বলে।

বিনোদিনী। প্রিয়তম—

ছায়ামূর্তি। ঐ ডাক, শুধু তোমার মুখে ঐ ডাক শোনবার শায় আমি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করেছিলুম কিন্তু—

বিনোদিনী। কিন্তু কি!

ছায়ামূর্তি। আশা মেটেনি। তাই আমার অতৃপ্ত আত্মা হাওয়ায় শ ছায়ামূর্তিতে এসেছে তোমাকে দেখতে।

বিনোদিনী। বাবু।

ছায়ামূর্তি। মেনি, আমার প্রেমের রানী, আমার স্বপ্নে পাওয়া নব মোহিনী। [দুই বাহু বিস্তার করিয়া আগাইতে থাকে]

বিনোদিনী। [সভয়ে] না না, আমি যাব না, আমি যাব না মার আলিংগনের মধ্যে—[মূর্তি নিকটতম হইতে থাকে, বিনোদিনী র্তনাদ করিয়া ডাকে]

[বিনোদিনী মূর্ছিত হইয়া পড়ে, ছায়ামূর্তি মিলাইয়া যায়।
দেখা যায় শ্রীরামকৃষ্ণ তাহার সম্মুখে]

রামকৃষ্ণ। বিনোদিনী—

[ধীরে ধীরে বিনোদিনী জ্ঞান লাভ করে—বিহ্বল
নেত্রে ঠাকুরের দিকে তাকাইয়া থাকে,
পরে অস্ফুট স্বরে বলে]

বিনোদিনী। কে! ঠাকুর! পাতকিনীকে অভয় দিতে তুমি সেছ?

রামকৃষ্ণ। তুই যে কাতর কণ্ঠে আমায় ডাকছিলিরে বেটি।

বিনোদিনী। এত দয়া তোমার দেবতা।

রামকৃষ্ণ। দয়াময়ী মহামায়ার জাত যে তোরা গো মা, তোদের য়া করবার স্পর্ধা কি ছেলের থাকতে পারে?

বিনোদিনী। ঠাকুর! মানুষ জীবনান্তের পরেও কি মরজগতে প্রেম ভুলতে পারে না?

রামকৃষ্ণ। প্রেম যে মোক্ষলাভের পথ প্রদর্শক রে বেটি। মানুষ মরে, কিন্তু প্রেম চির অমর।

বিনোদিনী। তাই যদি, তাহলে তোমার আবির্ভাবের পূর্বমুহূর্তে কেন আমি পাপ সহচর অ-বাবুর প্রেতমূর্তি দেখলুম?

রামকৃষ্ণ। তোর সীমাহীন প্রেমের নাগাল সে কোনদিন ধরতে পারেনি বলেই মৃত্যুর পরে তার অতৃপ্ত আত্মা তোকে দেখা দিয়ে আত্মকথা জানিয়ে গেল।

বিনোদিনী। ওগো দয়াল ঠাকুর। তার অতৃপ্ত আত্মা এমনিভাবে হা-হুতাশ করে শূন্যে ঘুরে বেড়াবে?

রামকৃষ্ণ। এর জবাব আমার কাছে নেই মা। যিনি তার আত্মাকে শূন্যে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছেন, জবাব একমাত্র তিনিই দিতে পারেন।

[সহসা মঞ্চ অন্ধকার হইয়া যায়, শ্রীরামকৃষ্ণ অন্তর্হিত হন। পরে মঞ্চ আলোকিত হইলে বিনোদিনী ঠাকুরকে দেখিতে না পাইয়া পাগলিনীর ন্যায় খুঁজিতে থাকে]

বিনোদিনী। ঠাকুর! ঠাকুর! এই পাপিনীকে ফেলে রেখে কোথায় গেলে আলোর দেবতা। ঠাকুর—ঠাকুর—

ব্যস্তভাবে দ্রুতপদে বিনোদিনীর মা-র পুনঃ প্রবেশ।

মা। কি হয়েছে, কি হয়েছে রে বিনু! ঠাকুর ঠাকুর বলে অমন আতালি-পাতালি করছিস কেন?

বিনোদিনী। মা, মাগো একটু আগে আমাদের বাড়ীতে ঠাকুর

এসেছিলেন না ? [মা সবিস্ময়ে চাহিয়া থাকে] অমন ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে আছ কেন ? বল না ঠাকুর এসেছিলেন ?

মা। হা আমার পোড়া বরাত। মেয়েটা শেষ পর্যন্ত ঠাকুর ঠাকুর করে ক্ষেপে গেল নাকি ?

বিনোদিনী। হ্যাঁ, ক্ষ্যাপা মেয়েই বটে মা।

মা। ঠাকুর দেবতায় ভক্তি ছেরেদ্দা কার নেই ? তাই বলে দিনরাত ঠাকুর ঠাকুর বলে চেল্লাতে হবে বাছা।

গুর্মুখ রায়ের প্রবেশ।

গুর্মুখ। হামি বহুত মজবুর দিল লিয়ে তুহার সাথ মিলতে আসলো বিনোদবিবি।

বিনোদিনী। কি হয়েছে গুর্মুখবাবু। আপনার গলার স্বর ভারি, মুখখানা থমথম করছে—ব্যাপার কী ?

গুর্মুখ। তুমহারা সাথ হামার মহব্বৎ কি খবর মুলুকমে হামার ভাই আওর বিবিকী পাশ কৌন শালে বদমাস ভেজ দেলো। উসি লিয়ে হামাকে দেশ চালে যাতে হোবে।

বিনোদিনী। সে তো ভাল খবর গুর্মুখজী।

মা। হুঁ ভাল খবর। তুই কেমন মেয়ে বলতো বিনু ?

বিনোদিনী। কেন মা, অনেকদিন স্ত্রী-পুত্রের মুখ দেখতে পায়নি।

মা। থাম থাম বাছা, তোকে আর অত আদিখ্যেতা দেখাতে হবে না।

বিনোদিনী। মা—

মা। বেটা ছেলে, টাকা রোজগার করতে কলকাতায় এসে ব্যবসা খুলেছে। এমনি চলে এস বল্লেই হোল।

গুর্মুখ। আগার হামি দেশ চালে যাবে তো হামার বিজনেস বিলকুল বরবাদ হোইয়ে যাবে।

মা। তবে বিলকুল যদি বাবুর ব্যবসা বরবাদ হয়ে যায় তাহলে আমাদের চলবে কি করে ?

গুর্মুখ। এহি বাতকে লিয়ে হামাকে দেশমে জরুর যাতে হোবে।

বিনোদিনী। সত্যি আমার জন্য আপনাকে জাতের কাছে ছোট হতে হোল।

মা। তুই চুপ করতো বাছা। কলকাতার এতবড় ব্যবসা ছেড়ে সুখ শান্তি ছেড়ে—

বিনোদিনী। ওকে যেতেই হবে মা।

গুর্মুখ। কারবার হামার মুনেজার সামহালাবে। হামাকে যাতেই হোবে। ইসলিয়ে হামি কাল তুমহার নাম সে ষ্টার ঠ্যাটর লিখাপড়ি করিয়ে দিবে।

বিনোদিনী। মাফ করবেন গুর্মুখবাবু। ও থিয়েটার আমি নোব না।

মা। কেন নিবিনা ? অতবড় থিয়েটারের মালিকানী—

বিনোদিনী। গুর্মুখবাবুর মত বড়লোকের পক্ষেই সম্ভব মা, আমার পক্ষে তা সম্ভব নয়।

গুর্মুখ। সম্ভব কিউ নেহি বিনোদবিবি, হামি খুসীসে তুমহাকে দিচ্ছে।

বিনোদিনী। আপনি দিলে কি হবে গুর্মুখবাবু। আমার প্রোপাইটরীতে সম্মানীয় অভিনেতারা কখনই চাকরী করতে রাজী হবেন না।

মা। কেন রাজী হবে না ?

বিনোদিনী। সেটা তুমি বুঝতে পারবে না মা।

মা। বুঝতেও চাই না বাছা। তবে আমি বলে যাচ্ছি, হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেললে আখেরে তোকে ঠকতে হবে।

[প্রস্থান।

বিনোদিনী। মা নিজের মেয়ের দিকটাই দেখছে। কিন্তু ভাবতে পারছেন৷ শিল্পীদের সহযোগিতা ছাড়া থিয়েটার চলতেই পারে না।

গুমুর্খ। বহুত আচ্ছা বিনোদবিবি। হামি আধা তুমারা নামসে আউর আধা শিল্পীলোককে নামসে লিখাপড়ি করিয়ে দিবে।

বিনোদিনী। তাতে শিল্পীরা সন্তুষ্ট হবে বলে মনে হয় না।

গুমুর্খ। জাহান্নমে যানে দেও তুমারা শিল্পী লোকন কো। ম্যায় যো সামঝেঙ্গে ওহি করেঙ্গে।

বিনোদিনী। তাহলে আপনি কালকেই চলে যাচ্ছেন?

গুমুর্খ। হ্যাঁ বিনোদবিবি। তুমকে ছোড় কর মুঝে দেশ চলে যানে হোগা। আওর কভি মুলাকাৎ হোগা ভি নেহি।

বিনোদিনী। আপনি বড় ভাল গুমুর্খবাবু, অনেক বড় প্রাণ আপনার। কত অন্যায় করেছি আমি, আপনি সব হাসিমুখে সয়েছেন। যাওয়ার দিন আপনাকে প্রাণভরে প্রণাম করছি। [প্রণাম করিল]

গুমুর্খ। আরে নেহি নেহি, রামজী তুমারা ভালা করেগা। বিনোদবিবি তুমকে ছোড় কর মুঝকে দেশ চলে যানেই হোগা। কালই ঠ্যাটারকে শেয়ার রেজিষ্টি করনেকে লিয়ে মুঝকে রেজেষ্টি অফিস যানে পড়েগা। চলে ভাই, রাম রাম। আওর কভি মুলাকাৎ হোগা নেহি, ইসলিয়ে ম্যায় মুজবুর হুঁ—মুজবুর হুঁ।

[গুমুর্খ রায় সজল নেত্রে প্রস্থান করেন, বিনোদিনী তাহার উদ্দেশ্যে প্রণাম জানায়]

বিনোদিনী। [দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া] আহা বেচারী! ওর ভাল-বাসার প্রতিদান আমি কিছুই দিইনি, তবু ও ভালবেসেই সুখী।

গিরিশের প্রবেশ।

গিরিশ। আমি তোমার কাছে একটা অনুরোধ করতে এসেছি বিনোদিনী।

বিনোদিনী। অনুরোধ কেন? বলুন আদেশ।

গিরিশ। না না, এ ক্ষেত্রে আদেশ করতে পারি না বিনোদিনী।

বিনোদিনী। আপনি আমার শিক্ষাগুরু। আপনার আদেশ পালনে আমি সর্বদাই প্রস্তুত। বলুন কি বলতে চান?

গিরিশ। গুর্মুখবাবু তোমাকে থিয়েটারের অর্ধেক শেয়ার লেখাপড়া করে দিতে চান। কিন্তু আমি বলছি ঐ অর্ধেক দাবী আমার মুখ চেয়ে তুমি ছেড়ে দাও।

বিনোদিনী। কেন গিরিশবাবু, আপনি কি ষ্টার থিয়েটারের প্রোপাইটর হতে চান?

গিরিশ। না, আমি প্রোপাইটরী চাই না।

বিনোদিনী। ও, তাহলে শিল্পীরাই এই মালিকানার মধ্যে থাকতে চান?

গিরিশ। ঠিক তাই।

বিনোদিনী। কিন্তু যাঁরা পতিতা বলে আমায় ঘৃণা করেন, তাঁদের জন্যে আমি এত বড় স্বার্থত্যাগ কেন করবো গিরিশবাবু? পতিতাদের সংগে থিয়েটারে অভিনয় করতে যাঁদের লজ্জা হয় না, মদ খেয়ে পতিতালয়ে পড়ে থাকতে যাঁদের মনে বিন্দুমাত্র ঘৃণা জাগে না, তাঁরা বড় গলায় কোন মুখে পতিতার থিয়েটারে চাকরি করবো না বলে।

অর্ধেন্দুর প্রবেশ।

অর্ধেন্দু। এ কথা শিল্পীরা বলে শুধু লোকলজ্জায় বিনোদিনী।

বিনোদিনী। লোক লজ্জাটাই শিল্পীদের কাছে বড় হল। আর পতিতা বিনোদিনী যে মাথায় করে ইট, মাটি বয়ে থিয়েটারের ষ্টেজ তৈরী করতে সাহায্য করেছিল, শিল্পীদের কাছে তার কোন প্রতিদান পাবে না সে?

অর্ধেন্দু। বিনোদিনী—।

বিনোদিনী। সমাজে পতিতার ঠাই নেই, মানুষের স্নেহনীড়ে পতিতার আশ্রয় নেই। রঙ্গালয়ের অভিনয়েও যে তারা অসংখ্য মানুষকে শিক্ষা দিচ্ছে, তার মাঝেও কি সে বিন্দুমাত্র সহানুভূতি আশা করতে পারে না?

গিরিশ। নিশ্চয় আশা করতে পারে। তোমার প্রশ্নের সদ্‌-উত্তর কেউ দিতে পারবেনা বিনোদিনী। তবুও আমি অনুরোধ করছি, তুমি গুর্মুখবাবুকে বল যেন সে নামমাত্র মূল্য নিয়ে শিল্পীসঙ্ঘকে ষ্টার থিয়েটার বিক্রী করে যায়।

বিনোদিনী। কত মূল্য আপনারা দিতে পারবেন?

অর্ধেন্দু। তুমি জান তো বিনোদিনী, শিল্পীরা কত গরীব।

বিনোদিনী। অত ভনিতা করছেন কেন অর্ধেন্দুবাবু? খুলে বলুন না কত টাকা আপনারা দিতে পারবেন?

অর্ধেন্দু। কর্জ করে আমরা বড় জোর দশ এগার হাজার টাকা দিতে পারি।

বিনোদিনী। বেশ, তাই হবে। গুর্মুখবাবু কাল রাত্রের ট্রেনে দেশে চলে যাচ্ছেন, আমি সকালেই তাঁকে খবর দিয়ে আনাচ্ছি।

আপনাদের কথামত গুর্মুখবাবুকে অনুরোধ করে আমি ওই টাকাতেই রাজী করাব।

অর্ধেন্দু। তুমি আমাদের নিশ্চিত করলে বিনোদিনী।

বিনোদিনী। তবে এ অনুরোধ আপনাদের মুখ চেয়ে করবো না অর্ধেন্দুবাবু। গুর্মুখবাবুর হাতেপায়ে ধরে পঞ্চাশ হাজার টাকার ষ্টার থিয়েটার মাত্র দশ এগার হাজার টাকায় আপনাদের পাইয়ে দেব শুধু আমার শিক্ষাগুরু বাংলার সেক্সপিয়র নটগুরু গিরিশচন্দ্র ঘোষের সম্মান রাখতে। [গিরিশবাবুকে প্রণাম করে]

গিরিশ। আমি তোমাকে প্রাণ খুলে আশীর্বাদ করছি বিনোদিনী, বাংলার নাট্যশিল্পীদের মনের মণিকোঠায় সোনার অক্ষরে তোমার নাম অমর হয়ে থাকবে।

[অর্ধেন্দু সহ প্রস্থান।

বিনোদিনী। [দীর্ঘশ্বাস] আশীর্বাদও আজ স্বার্থের রূপান্তর। কিন্তু শিল্পীদের দাবী পূর্ণ করতে যে কথা দিলাম, এটা কি আমার ভুল হল? না-না, ভুল নয়। আমার কাছে সব চেয়ে বড় ষ্টার থিয়েটারের দীর্ঘায়ু। তাই আজ বজ্রাহত বটবৃক্ষের মত নিজের বুকে সমস্ত আঘাত নিয়েও গুরু গিরিশচন্দ্রকে কথা দিলাম! না-না, কোন ভুল আমি করিনি।

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

বিনোদিনীর বস্তীর ঘর

ব্রজনাথ ও বিনোদিনীর মার প্রবেশ।

মা। ঠাকুর-ঠাকুর-ঠাকুর। উঠতে বসতে ঠাকুর ঠাকুর আর থিয়েটারের পাঠ মুখস্ত করলে কি আর গুমুর্খবাবুর মন মেজাজ ভাল থাকে! ওসব ধম্মকথা শুনতে ওর ভাল লাগবে কেন? তাই গেল চলে।

ব্রজ। সব নষ্টের গোড়া গিরিশ ঘোষ আর দক্ষিণেশ্বরের ভণ্ড ঠাকুরটি—

মা। না ভাই, গিরিশ ঘোষের কোন দোষ নেই। সে ভদ্রলোক আমাদের উপকারই করে।

ব্রজ। ছাই উপকার করে। তুমি জান না দিদি, ঐ গিরিশ ঘোষই দক্ষিণেশ্বরের ভণ্ড ঠাকুর রামকেষ্টর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বিনুর মাথাটি খেয়েছে।

মা। বল কি শেঠভাই। তাহলে গিরিশবাবু—

ব্রজ। পাকা শয়তান দিদি—পাকা শয়তান। সব সময় বিনুর কাছে ঠাকুর অমুখ কথা বলে, আমাদের থিয়েটারের কল্যাণ করলেন, তমুখ দিয়ে শিল্পীদের মনের কালি ঘুচিয়ে দিলেন। এই সব কথা বলে বলে মেয়েটাকে যৌবনেই বুড়ি করে তুলেছে।

মা। তা আর বলতে। মেয়েটা এই বয়সে কোথায় বাবুদের সংগে বাগান বাড়ীতে গিয়ে নেচে গেয়ে বিশ পঞ্চাশ রোজগার করে

আনবে! তা নয়, গরদের কাপড় পরে গেরস্থদের বুড়ি সেজে দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে ধর্মকথা শুনতে যায়।

ব্রজ। ধর্মকথা না ছাই। ভণ্ড রামকেষ্ট শালা পরমহংস পরিচয় দিয়ে একদফা বড়লোকদের তো ঠকাচ্ছেই—তার ওপরে বিনুর মতন সুন্দরী তরুণী মেয়েদের ভৈরবী বানাবার মতলবে নানারকম গাপ্পা মারছে।

মা। এঁ্যা—বল কি ভাই? তাহলে তো এর প্রতিকার দরকার।

ব্রজ। প্রতিকার আজ্ঞিই করা যায়। শুধ্ বিনুর ভয়েই আমি হাত গুটিয়ে বসে আছি।

মদনের প্রবেশ।

মদন। কোন শালা হাত গুটিয়ে বসে নেই গো মাসী। এই শেঠবাবুও বসে নেই। লোকের চোখে ধুলো দিয়ে অন্দর-বাহার চালাচ্ছে।

ব্রজ। খুব হুঁশিয়ার মদনা!

মদন। যাও যাও মশাই। তোমার মতন কাপ্তেন আমি এই বস্তিতে বহুত দেখেছি। শালাদের মুখে বড় বড় বাৎ, ট্যাক গড়ের মাঠ।

মা। কেন ঝগড়া করছিস মদন? শেঠ ভাই আমার—

মদন। সর্বনাশ করবে মাসী।

ব্রজ। এখনো বলছি দিদি—মদনাকে বারণ করে দাও—

মদন। বারণ করবে কেন হে? এই যে কাল সন্ধ্যেবেলায় তুমি শালা পীতমদা আর পটলাদাকে দক্ষিণেশ্বরে নিয়ে গিয়ে—

ব্রজ। তবে রে ছোঁড়া—[চড় মারে]

মদন। তবে রে শালা জোচ্চোর। আমার গালে চড় মারা। ঝাড়বো একটা এগার ইঞ্চি—তো শালার লাস ফেলে দেবো! [ইঁট কুড়াইয়া ব্রজনাথকে মারিতে উদ্যত হয়]

পীতম-এর প্রবেশ।

পীতম। এই মদনা!

মা। করিস কি, করিস কি মদনা!

পীতম। কি হালাত মাসী! মদনা বিগাড়লো কেন?

মদন। এই শালা জোচ্চোর—

পীতম। আরে চোপ!

ব্রজ। দেখছো পীতমচাঁদ,—এইটুকু ছেলে আমাকে বলে কিনা জোচ্চোর—

পীতম। কোথা তো বিলকুল সাচ্চা বলেছে শেঠবাবু! আপনি বিনা ধান্দায় তো এখানে আসেন না।

ব্রজ। তুই কি বলছিস রে পীতম?

পীতম। খাঁটী কোথা বলছি। আপনি তামাম বস্তিতে যে সব বুরা কারবার চালাচ্ছেন, আখেরে তামাম বস্তিটাই পুলিশের নজরে এসে যাবে।

মদন। শোন মাসী!

মা। শুনেছি। এখন তুই যা দেখি—

মদন। যাচ্ছি। একটা ট্যাকা দাও—

মা। আপোদ যত—[আঁচল থেকে টাকা খুলিয়া দেয়]

মদন। [টাকা লইয়া] আমি চল্লুম! কিন্তু ইয়াদ রেখো শেঠবাবু, এগার ইঞ্চি—   [ইঁট কুড়াইয়া লইয়া প্রস্থান।

ব্রজ। [স্বগত] স্থান মাহাত্ম্য। [প্রকাশ্যে] অতটুকু ছেলে আমার মাথায় এগার ইঞ্চি মারতে চায়! কোন যুগে বাস করছি রে বাবা!

মা। ওর কথা ধোর না! এখন কিসে কি হবে একটা উপায় স্থির কর শেঠভাই?

পীতম। কিসের উপায় মাসী?

মা। বিনুকে রোজগারের পথে আনবার উপায়।

পীতম। কেন মাসী? তোর বিনু কি রোজি-রোজগার করছে না?

মা। কৈ আর মন দিয়ে রোজগার করছে বাবা? দিনরাত ঠাকুর রামকেষ্টর বুলি আওড়ালে কি আর দেনেওয়ালা বাবুরা খুসী হয়? না থাকতে চায়?

ব্রজ। এর জন্য দায়ী ভণ্ড ঠাকুর রামকেষ্ট আর গিরিশ ঘোষ! ওদের দুটোকেই যদি শেষ করা যায়—

পীতম। ও ফালতু বাত্ বলেন কেন মোশা?

ব্রজ। ফালতু বাৎ!

পীতম। জরুর! বাপরে বাপ। ওহি রোজ দাখনেশ্বার বাগানমে হামাদের কি হালাত হোল! হামভী আন্ধা; আওর পটলা ভি আন্ধা—সব একদম ওন্ধোকার।

ব্রজ। ওটা হোল গিয়ে ঠাকুর রামকেষ্টর ধুকড়ী মন্তরের জোরে তোদের চোখে অন্ধকার নামিয়ে ছিল। মানে লোকটা যাদু জানে। কিন্তু এবার সে ও সুযোগ পাবে না।

পীতম। মাফ করেন হজুর! ও সব কাম জিন্দিগীতে—

ব্রজ। জিন্দিগীতে আর করবি না?

পীতম। এমন কথা কি বোলা যায়? বাকি—

মা। তাহলে আর কথা বাড়াচ্ছিস কেন বাবা? যত টাকা নেবি নে-না। আমি তো দোব না বলছি না। তবে যাদু, আমার মেয়েটাকে যে পোড়ারমুখোরা বিগড়ে দিচ্ছে, তাদেরকেও বিগড়ে দিয়ে তোরা আমার জুগ্যিবেটার কাজ কর।

পীতম। আচ্ছা মাসী, হামি কোথা দিচ্ছি, তোর কাম করতে হামি জান কবুল করবো। বাকী দাখনেশ্বর বাগানমে আওর হামরা যাবে না।

ব্রজ। দক্ষিণেশ্বর বাগানে তোদের যেতে হবে না, এবার কাজ কলকাতাতেই হবে।

পীতম। আরে কলকাত্তামে কৈ বড় কাম করতে হামি থোড়াই পরোয়া করি। ঠিক হায়, তোমার কোথা মঞ্জুর—

মা। তাহলে আমি এখনি শেঠভায়ের হাতে টাকা পাঠিয়ে দিচ্ছি। শেঠভাই, তুমি একবার ভেতরে এসো—

[প্রস্থান।

ব্রজ। তোদের দুজনের জন্য আমি দুশো টাকা বার করে আনছি পীতম। কিন্তু এবার কাজে ফেল করলে, তোদেরও বিপদ আর আমারও বিপদ। খুব হুঁশিয়ার। আচ্ছা তোরা আমার বাড়ী আয়! কাজও বাৎলে দেব আর টাকাও আনবি।

[প্রস্থান।

পীতম। শালে বদমাসকা উপর বদমাসি দেখায়গা। আরে ইয়ে পটলা—পটলা—

পটলার প্রবেশ।

পটলা। কাবে, মাল কৌড়ি কুছ মিলবে!

পীতম। জরুর মিলবে। বাকী শালা শেঠবাবুকে সাথ বেইমানি খেলতে হোবে।

পটলা। জরুর খেলবে !

পীতম। শুন পটলা, শেঠবাবু ফিন্ ঠাকুরজীকে জান খতম করনেকে লিয়ে হামাদের দোনো ভাইকে দো-শো রূপাইয়া দিবে।

পটলা। নেহি নেহি পীতম ভেইয়া, ওহি পাপ কাম আউর হামি করবে না।

পীতম। হামি ভি পারবে না। বাকী ঝুটমুট ধাপ্পা লাগাকার শালা শেঠসে দো-শো রূপেইয়া খিচে লিব।

পটলা। হঁ্যা, এহিবাত—

পীতম। হঁ্যা ভেইয়া। জয় রামকিষণজী !

[উভয়ের প্রস্থান ·

পঞ্চম দৃশ্য

ষ্টার থিয়েটারের মঞ্চ

[ভদ্র সাজে সজ্জিত ব্রজনাথ আসিয়া দর্শকগণের মধ্যে বসিলেন। পরে ছদ্মবেশী পীতমচাঁদ প্রবেশ করিয়া ছদ্মবেশী পটলচাঁদকে ইসারায় ডাকিয়া লইয়া উভয়েই দর্শকগণের মধ্যে বসিল। একটু পরেই প্রবেশ করিলেন গিরিশ ঘোষ]

গিরিশ। সমবেত ভদ্রমণ্ডলী এবং উপস্থিত মা ভগ্নিগণ! আপনারা সকলেই এই ষ্টার থিয়েটারের পক্ষ হইতে আমার নমস্কার গ্রহণ করুন। আজই আমার রচিত পঞ্চাঙ্ক পৌরাণিক নাটক প্রহ্লাদ চরিত্র-এর শুভ উদ্বোধন রজনী। এই উদ্বোধন রজনীর অভিনয় দর্শনে শ্রদ্ধেয় দর্শকবৃন্দ এবং মা ভগ্নিগণ আসিয়া প্রেক্ষাগৃহ পূর্ণ করিয়াছেন এর জন্য আমি ষ্টার থিয়েটারের পক্ষ হইতে আপনাদের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। আরো সৌভাগ্যের বিষয় আমার নূতন নাটক "প্রহ্লাদ চরিত্র" শুভ উদ্বোধন রজনীর অভিনয় দর্শনে আমার শ্রদ্ধেয় গুরু শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেব প্রেক্ষাগৃহে উপস্থিত। এই কারণে আমি নিজেকে ভাগ্যবান জ্ঞান করিতেছি। এইবার অভিনয় আরম্ভ হইতেছে। আপনারা ধৈর্য ধারণ করিয়া অভিনয় দর্শন করুন।

[গিরিশচন্দ্র প্রস্থান করিলেন। ঐক্যতান বাদ্য আরম্ভ হইল]

ব্রজ। [দর্শক মধ্য হইতে] আপনাদের কনসার্ট শুনতে আমরা আসিনি। অভিনয় আরম্ভ করুন।

দর্শকবৃন্দ। চুপ করুন মশাই চুপ করুন—

প্রহলাদ বেশী বিনোদিনীর প্রবেশ।

বিনোদিনী। পদ্মপত্রে জল জীবন চঞ্চল সদা—
পলে পলে মৃত্যু-অগ্রসর।
হরিতে পরাণ বায়ু,
ধন মান, ঐশ্বর্য বিফল—
মৃত্যুমুখে বিদ্যাগর্ব যাবে রসাতল,
হরিনাম সহায় কেবল।
তরিতে দুস্তর ভবে,
পাব নব প্রাণ—
হরিনাম অমৃত সমান
হরিবল হরিবল ভাই—।

গীত

দিয়ে করতালি, এস হরি বলি হরিনাম করি গান।
কাল হরি আর হরি বলে শীতল করি তাপিত প্রাণ।
অলসে দিন বয়ে যায়,
রাঙাপায় দীপিকায়,
সুধায় ভাসি দিবানিশি—সুখে সুধা করি পান।

হিরণ্যকশিপুর বেশে অমৃত মিত্রের প্রবেশ।

মিত্র। আরে কুলাংগার অধম সন্তান।
পুত্র নহ, বিজ্ঞ যেন পিতাসম—
স্মরণ করেছে তোরে যম।

দেখি, হরি তোরে কিসে রক্ষা করে ?
কে আছরে বধ শিশু কুক্কুর সমান।

[একজন রক্ষী আসিয়া প্রহ্লাদকে লইয়া যায়]

হেন পুত্র কি হেতু জন্মিল
শত্রু পদানত হল আমার অঙ্গজে।
ওঃ, জ্বলে হৃদি প্রতিহিংসা করিতে গ্রহণ
তীক্ষ্ণ অস্ত্র বিদ্ধ করি নারায়ণ বক্ষে।
উল্লাসে মাখিব রক্ত সর্বাংগে আমার।

দ্রুতপদে মন্ত্রীরূপী অর্ধেন্দুর প্রবেশ।

অর্ধেন্দু   মহারাজ ! অনর্থ ঘটিল
শিশু অংগ বজ্রে বিনির্মিত,
রক্ষীগণ বধ্যভূমে লইয়া বালকে
প্রহারিল নানা প্রহরণ,
পুষ্প বরিষণ সম সহিল কুমার।
পুনঃ অস্ত্রহানে প্রাণপণে,
রহিল অভেদ্য শিশু মুদিত নয়নে।
মুখে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে,
তিল তিল অস্ত্র চূর্ণ হোল
মহারাজ স্বচক্ষে দেখেছে দাস।

মিত্র।   হেন পুত্র হল মম শত্রুর আশ্রিত।
এতই কি দুর্দৈব আমার ?
আরে পাপমতি হরি,
হরি হেন পুত্রে ছলে কর পর !

মন্ত্রী, আনহ প্রহ্লাদে।
বারেক বুঝাব বংশের
গৌরব কথা।
দেখি যদি নন্দন আপন হয়।

[মন্ত্রীর প্রস্থান।

আরে আরে হরি!
কোথা তোর পাব দেখা!
স্বর্গ মর্ত রসাতল দেব তোরে,
আয় হরি বারেক সমরে
মিটাই রে মনের এ জ্বালা।
দেখি বজ্র যষ্টি ঘায়,
মায়ারূপী মায়া তোর
যায় কি না যায়।

মন্ত্রীসহ প্রহ্লাদের পুনঃ প্রবেশ।

মিত্র। সত্য কহ পুত্র মোরে,
জান কি কৌশল?
তোর কায় অস্ত্রচূর্ণ হয়,
দুর্মদ বারণ—
প্রভু আজ্ঞা করিয়ে হেলন
কিবা ছলে লোটে তোর পায়?

বিনোদিনী। পিতা নাহিক কৌশল—
নাহি অন্য বল
কৃষ্ণপদ ভরসা কেবল।

মিত্র।　　দৈত গর্ব গেল ছারে খারে
পুত্র হোল অরির সেবক।
শুনি দেখা দেয় নয়ন মুদিলে
আয় হরি হৃদিপদ্মে দেব
তোরে স্থান।
আয় আয় তীক্ষ্ণ খড়্গে
করি হৃদি খান খান।
জলে স্থলে শূন্যে সমীরণে
খুঁজিয়া ধরিব তোরে।
আয় হরি আয় ত্বরা
কর রণ দৈত্যের সহিত।

বিনোদিনী।　　পিতা, ভক্তি মাত্র হরির প্রমাণ।
নাহি স্থান, নাহি হেন ধাম
হরি যথা নাহি বিদ্যমান।
ক্ষুদ্র কীট অথবা অমরে
সমভাবে শ্রীহরি বিহরে
বিশ্বপরমাণু সমপূর্ণ হরিপ্রেমে।

মিত্র।　　রাখ রাখ বাক্য আড়ম্বর
দেহ মোরে স্বরূপ উত্তর
এই স্থানে আছে কিরে হরি ?

বিনোদিনী।　　হরি জগন্ময়
এ কথা নিশ্চয় সংশয় না কর তায়।

মিত্র।　　ওই যে স্ফটিক স্তম্ভ আছে বিদ্যমান
উহাতে কি আছে তোর প্রভু ভগবান ?

বিনোদিনী। হরি বিদ্যমান স্তম্ভের ভিতর।

মিত্র। আরে ভ্রাতৃঘাতী কপট পামর,

স্তম্ভে আছ লুকাইয়া?

[হিরণ্য স্ফটিক স্তম্ভে পদাঘাত করিল, ভীষণ গর্জনে নৃসিংহ অবতারের আবির্ভাব হয়।]

মিত্র। আরে রে পামর

কি করিবি নরসিংহ রূপ ধরি!

[হিরণ্য নৃসিংহ অবতারকে গদাঘাতে উদ্যত হইলে, নৃসিংহ মূর্তি বলপূর্বক গদা কাড়িয়া দূরে নিক্ষেপ করে ও হিরণ্যকশিপুকে জানুর উপর ধরিয়া নখরদ্বারা বক্ষভেদ করে]

মিত্র। ওঃ, প্রতারণা করেছে শংকর

হরি, তুমি বলবান।

আহা কি মোহন মূরতি তোমার

হেনরূপে কেন নাহি দিলে দেখা!

ছুটিয়া রামকৃষ্ণের প্রবেশ।

রামকৃষ্ণ। প্রহ্লাদ—প্রহ্লাদ, ওরে—তুই শ্রীহরির বড় আপনার তাই—

[প্রহ্লাদবেশী বিনোদিনীকে বুকে জড়াইয়া ধরিলেন। দর্শকগণ 'পাগল পাগল' বলিয়া চিৎকার করিয়া ওঠে। ব্রজনাথ এবং পশ্চাতে পীতম ও পটলা মঞ্চের উপর ছুটিয়া আসে]

ব্রজনাথ। মার শালা পাগলকে মারো—

পীতম, পটলা। মার শালাকে মার—

[রামকৃষ্ণকে আড়াল করিয়া বিনোদিনী চিৎকার করিয়া উঠে]

বিনোদিনী। না-না, আপনারা ঠাকুরের গায়ে হাত তুলবেন না। আমাকে মারুন—আমাকে মারুন—

পীতম। হঠ্‌যা-হঠযা—বিন্নবহিন ! এহি শালে বদমাস। [মারিতে উদ্যত]

দ্রুত গিরিশ ঘোষের প্রবেশ।

গিরিশ। কে মারবে ? গিরিশ ঘোষের সামনে তার গুরুর গায়ে কে হাত তুলবে ? আজ "প্রহ্লাদ চরিত্র" নাট্যাভিনয় দেখে যখন ঠাকুর রামকৃষ্ণ ভাবোন্মত্ত তখন সার্থক আমার রচনা, সার্থক আমার প্রহ্লাদ চরিত্র নাট্যাভিনয়।

বিনোদিনী। বন্ধুগণ, আমার অনুরোধ আপনারা মঞ্চ থেকে নেমে দয়া করে দর্শক আসনে বসুন। আজ প্রহ্লাদের চরিত্রাভিনয়ে আমার জীবন ধন্য, আমি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের প্রেমপূর্ণ আশীর্বাদ পেয়েছি।

[সকলে মঞ্চ থেকে নেমে যায়। পটলা, পীতম প্রস্থান করে।

গিরিশ। আবার আমরা এই দৃশ্যের অভিনয় আপনাদের দেখাব। আপনারা ধৈর্য ধারণ করে বসুন।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ অংক

প্রথম দৃশ্য

বিনোদিনীর বাড়ীর সম্মুখ

কথা বলিতে বলিতে পূর্ণেন্দু ও গংগাবাঈয়ের প্রবেশ।

গংগা। আমার সংগে সন্ধ্যের পর থিয়েটারে দেখা করবেন বাবু। বিশেষ কাজে এখুনি আমাকে দক্ষিণেশ্বরে যেতে হচ্ছে।

পূর্ণেন্দু। তোমার পরনে গরদের কাপড় দেখেই কতকটা অনুমান করে নিয়েছি গংগাবাঈ, যে আজকাল বিনোদিনীর গায়ের হাওয়া তোমার গায়েও লেগেছে।

গংগা। বিনোদিনীর গায়ের হাওয়া আমার গায়ে লাগলে তো নিজেকে ভাগ্যবতী জ্ঞান করতে পারতুম।

পূর্ণেন্দু। তাই নাকি! তাহলে তোমার মনেও ধর্মভাব জেগেছে!

গংগা। পচা পাঁকে যারা ডুবে থাকে, এক ঠাকুর রামকৃষ্ণ ছাড়া কেউ তাদের মনে ধর্মের বিন্দুমাত্র ভাব জাগিয়ে তুলতে পারে না।

পূর্ণেন্দু। তাহলে ঠাকুর রামকৃষ্ণের করুণা তুমিও পেয়েছ?

গংগা। শুধু আমি কেন বলছেন বাবু। তাঁর অযাচিত করুণা আপনিও তো পেয়েছেন?

পূর্ণেন্দু। [দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া] কই ঠাকুরের করুণা পেলুম! দিনের পর দিন শুধু দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত করে পায়ে ব্যথা ধরিয়ে ফেললুম। মনের আশা পূর্ণ হল না।

গংগা। আপনার মনের আশা ?

পূর্ণেন্দু। জ্ঞাতিদের সংগে মামলায় জিতে, ব্যবসা-বাণিজ্য, বাড়ী-ঘরগুলো নিলেমে কিনে নেবার আশাতেই দক্ষিণেশ্বর ঠাকুরের আস্তানায় যাতায়াত করছিলুম। কিন্তু কি আশ্চর্য গংগাবাঈ, মনের কথা খুলে বলবার সুযোগ সুবিধা কোনদিনই পেলুম না।

গংগা। মানুষ-দেবতা রামকৃষ্ণ আপনার মনের কথা জানতে পেরেই সে সুযোগ দেননি।

পূর্ণেন্দু। কেন ? আমি তো চুরি ডাকাতি করবার আশাতে তাঁর সাহায্য নিতে যাইনি।

গংগা। আত্মীয় স্বজনকে ঠকানোর পরিকল্পনা, সে যে চুরি ডাকাতির চেয়েও ভয়ংকর।

পূর্ণেন্দু। ঠকানোর পরিকল্পনা আমি তো করিনি। ঠাকুরের করুণায় আমার আত্মীয়রা যদি মামলায় হেরে যেত—

গংগা। তাহলে ডিক্রিজারি করে আপনি সর্বস্ব নিলেমে কিনে তাদের ভিখিরি করে দিতেন।

পূর্ণেন্দু। না না, মানে আমি—

গংগা। অধর্মের সহায়তায় ঠাকুরকে অনুরোধ করতে গিয়েছিলেন ! কিন্তু এই পাপ কলিযুগে তিনি যে পাপের উচ্ছেদ করতে ভগবানের অবতার হয়ে এসেছেন, পাপীকে প্রশ্রয় দিতে তো আসেননি।

জীর্ণশীর্ণ পীতমচাঁদের প্রবেশ।

পীতম। ঠিক কথা বলিয়েছিস বহিন।

পূর্ণেন্দু। একি পীত—অ

গংগা। পীতমচাঁদ। একি অবস্থা ?

পীতম। হ্যাঁ বহিন। হামি আউর পটলা ঠাকার বাবাকি নামসে কাসাম খাইল কি বুরা কাম আউর করবে না। লেকিন পয়সা কি লালচসে হামি লোক কাসামকি খেলাপি করিয়ে বহুৎ কুছ খারাপি করলো। উসি লিয়ে হামার এহি হাল। বহেন, পাপ কভি বাপকে ছোড়তা নেহি—[কাশিতে গেলে রক্ত পড়ে]

গংগা। পীতম, একি রক্ত!

পীতম। হ্যাঁ বহিন। পাপকে সাজা। বুরা কামকা বুরা নতিজা—

গংগা। পীতম আমার কথা শোন, এখনো সময় আছে। তুমি ঠাকুরের পায়ে ক্ষমা চেয়ে নাওগে, নিশ্চয়ই ব্যাধি মুক্ত হবে।

পীতম। যাবে বহিন। হামি জরুর যাবে নেহিতো পটলার মাফিক—[কাশি]

পূর্ণেন্দু। পটলা!

পীতম। কাল রাত বারো বাজে [কাশি] হার্ট ফেল করলো, ছুনিয়াসে ছুট্টি নিল।

গংগা। ঠাকুরের কৃপায় সে মুক্তি পেয়েছে পীতমচাঁদ—

পীতম। লেকেন হামার ছুট্টি কব্ হোবে? [কাশি] ঠাকার বাবা! হামার যোত্তো পাপ সব মাফ করে দেও—হামাকে বাঁচাও, কৃপা করো ঠাকার বাবা, কৃপা কারো—

[কাশিতে কাশিতে প্রস্থান।

গংগা। দয়া কর, দয়া কর ঠাকুর! তোমার দয়ার ভিখারিণী এই পতিতাকে তুমি দয়া কর—দয়া কর! [প্রস্থানোদ্যতা]

পূর্ণেন্দু। গংগাবাঈ!

গংগা। পিছু ডাকবেন না পূর্ণেন্দুবাবু, পিছু ডাকবেন না।

মুক্তির সন্ধানে ঠাকুরের চরণপ্রান্তে চলেছি। আপনি ব্রাহ্মণ! আপনিও আমাকে আশীর্বাদ করুন, যেন এই নরক থেকে মুক্ত হয়ে মানুষের সমাজে ঠাঁই নিতে পারি।

পূর্ণেন্দু। সে কি গংগাবাঈ। তোমাদের এই স্বর্গীয় অভিনেত্রী জীবন থেকে তুমি মুক্তি নেবে?

গংগা। না না, অভিনেত্রী জীবন থেকে মুক্তি আমি চাই না। ঠাকুর বলেন, অভিনয়ের মধ্যেই ঈশ্বরকে সাধনা করা হয়। তাই আমি এই সাধনার মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে রেখেই পরমপুরুষের করুণা লাভ করব—

[প্রস্থান।

পূর্ণেন্দু। আরে পরমপুরুষের করুণা যদি এতই সহজে পাওয়া যেত তাহলে দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুর রামকৃষ্ণকে আর নিন্দে কুড়োতে হোত না। একি, আমার সমস্ত দেহ দিয়ে আগুনের প্রবাহ বয়ে যাচ্ছে। চোখের সামনে যেন পৃথিবীর আলো নিভে আসছে। আকাশের বুক চিরে রক্ত-বস্ত্র-ধারী ভৈরব মূর্তিতে কে নেমে আসছে? না-না, আমার দিকে অমন অগ্নিবর্ষা দৃষ্টিতে চেয়ে থেকো না, অমন অগ্নিবর্ষা দৃষ্টিতে চেয়ে থেকো না! আমি—[সহসা অসুস্থ বোধ করিল] এ-এ-কি এ-এ-কি! একি হোল? হাত পা বেঁকে যাচ্ছে, জিভটা আড়ষ্ট হয়ে আসছে, সারাদেহ যেন পাথর হয়ে আসছে। তবে কি, তবে কি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের নিন্দে করার শাস্তি? মা মা ভবতারিণী, তোর ছেলের পায়ে ধরে আমি ক্ষমা চেয়ে নেব, আমাকে বাঁচতে দে মা—বাঁচতে দে।

[প্রস্থান।

———

দ্বিতীয় দৃশ্য

ষ্টার থিয়েটার

[চৈতন্যলীলা অভিনয় হইতেছে]

নিমাইবেশে বিনোদিনী ও শচীবেশে গংগা বাঈয়ের প্রবেশ ॥

বিনোদিনী। মাতঃ শুন মন দিয়া।
বিদরে গো, হিয়া জীবনের দুর্গতি হেরি
ঘরে আর রহিতে না পারি,
যাব মাগো বিলাইতে নাম।
যেন পুরে মনঃস্কাম
কর আশীর্বাদ,
প্রাতে যাব গৃহ পরিহরি।

গংগা। নিমাই নিমাই কি বলিস!
কোথা যাবি? কে আছে আমার?

বিনোদিনী। কৃষ্ণ বলে কাঁদ গো জননী,
কেঁদোনা নিমাই বলে।
কৃষ্ণ বলে কাঁদিলে সকলি পাবে,
কাঁদিলে নিমাই বলে নিমাই হারাবে।

গংগা। আরে রে নিমাই, তোর মুখপানে চাই
তাই প্রাণ আছে দেহে।
আহা বধূমাতা, সত্য তুমি অভাগিনী,
সত্য বজ্রঘাত শিরে।

বিনোদিনী। মাতা রহিলাম হেথা।
করিয়ে সন্ন্যাস ব্রত প্রাতে যাব গৃহত্যাগ করি।

নিতাই বেশে অমৃত বসু ও বৈষ্ণবগণের প্রবেশ।

বৈষ্ণবগণ। প্রভু—প্রভু—
কোথা যাবে নদীয়া ত্যজিয়া!

বিনোদিনী। শুন শুন হরিভক্তগণ!
করেছি মনন, হরিনাম বিলাইব দেশে দেশে।
ভবে এসে ভাবে জীব, অকুল পাথারে,
দিব সবে হরিপদ তরী!
মানুষের দুর্গতি দেখিতে নারি।
কর সবে হরি গুণ গান
কোল দাও প্রফুল্লবদনে সবে।
এস এস হে নিতাই;
হরি বলে চলে যাই গৃহত্যাজি।

গংগা। ওরে আমার নিমাই সন্ন্যাসী হল।

বসু। দেখ ভাই, জননী লুটায় ভূমে।

বিনোদিনী। অবদূত। কেন হে ভুলাও মোরে?
সবে মিলি কর হরিধ্বনি
শুনি আমি প্রাণভরে।

বৈষ্ণবগণ। হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল

গীত

হরি মন মজালে লুকালে কোথায়
আমি ভবে একা, দাও হে দেখা প্রাণ সখা রাখ পায়॥

কালশশী বাজালে বাঁশী,
ছিলাম গৃহবাসী করলে উদাসী,
কুল ত্যাজি হে অকূলে ভাসি ;
হৃদবিহারী কোথায় হরি পিপাসী প্রাণ তোমায় চায়।

[সকলের প্রস্থান।

[উন্মাদের ন্যায় ঠাকুর রামকৃষ্ণ ছুটিয়া আসেন। গিরিশ, অদৈত্যবেশে অমৃত মিত্র ও নিতাইবেশে অমৃত বসু মঞ্চে ছুটিয়া আসেন]

রামকৃষ্ণ। গিরিশ গিরিশ। একি শোনালি? একি দেখালি! আমি একসংগে কৈলাশের শিব আর গোলকের প্রেমময় কৃষ্ণকে যে সাক্ষেত দেখলুম রে।

গিরিশ। ঠাকুর এ রচনায় আমার কোন কৃতিত্ব নেই। যা কিছু দেখেছেন সমস্তই আপনার দেওয়া ধর্মশিক্ষা।

রামকৃষ্ণ। আমি লোকটা কে, কেউ নয় রে, কেউ নয়। তোর এই মধুর রচনা চৈতন্যলীলা দক্ষিনেশ্বরী মা নিজে লিখিয়েছেন।

মিত্র। তা হয়তো সত্যি। কিন্তু ঠাকুর, দক্ষিণেশ্বরীর কাছে নাটুকে গিরিশ ঘোষের হয়ে কে সুপারিশ করেছিল; মায়ের পায়ের নিচে বসে চৈতন্যলীলা রচনার উৎসাহ কে এনে দিয়েছিল?

রামকৃষ্ণ। হাঃ-হাঃ-হাঃ। এরা কি বলে শোন। করুণাময়ী ভবতারিণী মা তার ভৈরবকে জনগণের প্রিয় করে তুলবেন, তার জন্যে আমি [হঠাৎ ক্ষেপিয়া] হুঁশিয়ার হুঁশিয়ার মুখ্যু গদা। খুব খবরদার। এই সব বিত্তেন মনিষিদের গুরুগিরির দায়িত্ব নিয়ে আর কুটনীগিরি করিস না।

গিরিশ ও অমৃত। ঠাকুর ঠাকুর—

রামকৃষ্ণ। [যেন কান পেতে কি শোনে] কি বলছিস মা?

কি বলছিস ? তোর ভৈরবকে তুই প্রশংসার আরো উঁচু আসনে বসাবি ? তা বেশ তো রে আবাগের বেটী। কিন্তু চৈতন্যলীলের শ্রীচৈতন্য সেজে যে আমার চোখে কৈলাশ গোলক ফুটিয়ে তুলেছিল !

[বিনোদিনী আসিয়া ঠাকুরকে প্রণাম করে]

গিরিশ। সে আপনাকে প্রণাম করছে ঠাকুর।

রামকৃষ্ণ। এঁ্যা হ্যা, হাঃ-হাঃ-হাঃ এযে সেই মেয়েটা রে !

বিনোদিনী। হঁ্যা ঠাকুর, আমি সেই আস্তাকুড়ের পাপ নটী বিনোদিনী।

রামকৃষ্ণ। খবরদার, খবরদার বেটী ! পাপের নাম মুখে আনিসনি। ওরে মা, ভগবান শ্রীচৈতন্যদেব তোর পাপকে বিদেয় করে আবির্ভূত হয়েছিলেন তোরই ক্ষুদ্র হৃদয়ে। তাই শ্রীচৈতন্যের অভিনয়ে আমার চোখে তুলে ধরেছিস 'কৈলাশ' আর 'গোলক'।

বিনোদিনী। ঠাকুর ঠাকুর ! জন্ম জন্মান্তরের সাধনায় আজ নটী বিনোদিনী আপনার চরণ স্পর্শের অধিকার পেয়েছে, আপনার অমর আশীর্বাদ লাভ করেছে।

রামকৃষ্ণ। শুধুই আমার আশীর্বাদ নয় রে মা, নরনারায়ণ শ্রোতাদের মনের আবিলতা ঘুচিয়ে তুই ভগবানের আশীর্বাদ পেয়েছিস। আহা, কি ভাব, কি ভাষা "আমি ভবে একা, দাও হে দেখা প্রাণসখা রাখ পায়।" [সোল্লাসে] সিদ্ধি, সাধনায় সিদ্ধি। আর একবার, আর একবার ঐ গানখানা শোনাবি মা ?

বিনোদিনী। এতো আমার পরম সৌভাগ্য ঠাকুর। নরকের পাঁকে জন্ম নিয়ে পাপিনী নটী বিনোদিনী আজ অতুল সৌভাগ্য লাভ করলে নররূপী ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকে তুচ্ছ গানের সুরে মাতিয়ে।

রামকৃষ্ণ। দাও হে দেখা প্রাণ সখা—নে নে ধর।

বিনোদিনী।—

গীত

হরি হে—হরি মন মজালে লুকালে কোথায়।
আমি ভবে একা, দাও হে দেখা, প্রাণসখা রাখ পায়॥
কালোশশী বাজালে বাঁশী ছিলেম গৃহবাসী [আমি]
আমায় করলে উদাসী,
আমি কুল ত্যজি হে অকুলে ভাসি,
হৃদবিহারী কোথায় হরি পিপাসী প্রাণ তোমায় চায়॥

[গীতান্তে ঠাকুর বিনোদিনীর মাথায় হাত দিয়া আশীর্বাদ করেন]

রামকৃষ্ণ। ওরে মা, তোর চৈতন্য হোক—তোর চৈতন্য হোক—

[গান সমাপ্তে রামকৃষ্ণ "ওরে মা, তোর চৈতন্য হোক" সংলাপ বলিয়া চলিয়া যাইবে, বিনোদিনী ভাবে জ্ঞান হারার মত টলিতে থাকিবে, গিরিশ ও অমৃত তাহাকে ধরিয়া লইয়া প্রস্থান করিল।]

তৃতীয় দৃশ্য

গিরিশ ঘোষের বাড়ী

সুরতকুমারীর প্রবেশ।

স্মরত। চাকর বাকরদের ঘুমের বহর দেখে গা জ্বলে যায়। এত ডাকছি নবাব-নন্দনের সাড়া নেই। এখন আমি কি করি। ওরে ও গোবিন্দ, ঘুম ছেড়ে ওঠনা বাবা। দেখনা একটু এগিয়ে, থিয়েটার কি এখনো ভাঙেনি?

ঘুম চোখে গোবিন্দের প্রবেশ।

গোবিন্দ। থিয়েটার অনেকক্ষণ ভেঙে গেছে মা।

স্মরত। ভেঙেছে তো বাবু এখনো বাড়ী ফিরে এলনা কেন?

গোবিন্দ। আমিও তো সেই কথাই ভাবছি মা।

স্মরত। খুব ভাবছিস। এত ভাবছিস যে ষাঁড়ের মতন গাঁ গাঁ করে নাক ডাকছিল।

গোবিন্দ। ওইটেই আমার দোষ। জানেন মা, ওইটেই আমার দোষ। বসে বসে একটু ঢুল এলেই গাঁ গাঁ শব্দে নাক ডাকতে শুরু হয়।

স্মরত। তুই বুঝি শুনতে পাস?

গোবিন্দ। না, লোকে বলে।

স্মরত। আর নিজের গুন কীর্তন করতে হবে না। এখন একবার পায়ে পায়ে এগিয়ে দেখ বাবুর গাড়ী আসছে কি না?

গোবিন্দ। বাবুর গাড়ী কি টুকুস টুকুস করে আসবে মা?

খটাস খটাস করে ঘোড়ার পায়ের শব্দ হবে, সাঁ সাঁ করে বাড়ী চলে আসবে।

স্বরত। আবার বক্তৃতা শুরু করলি? যানা হতভাগা একবার এগিয়ে দেখনা।

নেপথ্যে নরেন। জি, সি বাড়ী এসেছ? জি, সি—

গোবিন্দ। ওই বাবু এসে গেছেন মা।

নেপথ্যে নরেন। জি, সি, ও জি সি—

স্বরত। না-না, উনি তো আসেন নি, দাঁড়ান। এ যে নরেনবাবু। যা যা গোবিন্দ, সদর দরজাটা খুলে দিয়ে আয়। তাড়াতাড়ি যা।

গোবিন্দ। এই যে যাচ্ছি মা।

[দ্রুত প্রস্থান।

স্বরত। তাই তো। এই শেষরাত্রে নরেনবাবু কেন এসেছেন! তাহলে কি ওর,—কিন্তু তাহলে ওকেই বা ডাকবেন কেন! ও আর ভাবতে পারছি না। এ ভাবনা চিন্তার শেষ করে দাও ঠাকুর। ওকে ভালয় ভালয় বাড়ী এনে দাও।

নরেনের প্রবেশ।

নরেন। এই যে বৌঠান। জি, সি এখনো বাড়ী আসে নি?

স্বরত। না। কি হল বলুন তো নরেনবাবু। থিয়েটার ভেঙে গেছে অনেক আগেই। অথচ—

নরেন। জি, সি আসেনি? [চিন্তা করিয়া] হুঁ! হতেই হবে। অতবড় অন্যায় কাজ করে কি গিরিশ ঘোষের মত গুরুভক্ত মানুষ স্থির থাকতে পারে। নিশ্চয় দক্ষিণেশ্বর গেছে।

স্বরত। দক্ষিণেশ্বর গেছে! এত রাত্রে!

নরেন। তার মত মানুষ দক্ষিণেশ্বরে না গিয়ে স্থির থাকতে পারে না বৌঠান।

সুব্রত। কি হয়েছে খুলে বলুন তো নরেনবাবু? এই শেষ রাত্রে দক্ষিণেশ্বরে—

নরেন। ঠাকুরের পায়ে ধরে ক্ষমা চাইতে গেছে।

সুব্রত। কেন—কেন, কি অপরাধ করেছিল ঠাকুরের কাছে?

নরেন। যে অপরাধ করেছিল, তার তুলনা হয় না। তবুও করুণাময় ঠাকুর নিশ্চয় তাকে ক্ষমা করবেন।

সুব্রত। যত শুনছি ততই আমার উৎকণ্ঠা বাড়ছে। কি হয়েছে খুলে বলুন না নরেনবাবু! ঠাকুরের চরণে আপনার বন্ধু কি অপরাধ করেছে?

[ঠিক এমনি সময় গিরিশচন্দ্র ডাকিলেন]

নেপথ্য গিরিশ। ওরে গোবিন্দ—গোবিন্দ, দরজা খুলে দে।

নেপথ্যে গোবিন্দ। যাই বাবু।

নরেন। ঐ গিরিশ এসে গেছে। কথাটা ওর মুখ থেকে শুনতে পাবে বৌঠান।

উস্কোখুস্কো গিরিশের প্রবেশ।

নরেন। একি চেহারা জি, সি? এক রাত্রের মধ্যে—

গিরিশ। মহা প্রলয় হয়ে গেছে নরেন, মহা প্রলয় হয়ে গেছে।

নরেন। তা আমি শুনেছি।

গিরিশ। শুনেছিস? কে বলেছে?

নরেন। ঠাকুর নিজে।

গিরিশ। এঁ্যা—[ক্ষুব্ধ কণ্ঠে] ঠাকুর বলেছে বুঝি আমি তাঁকে লুচি

আলুরদম খেতে দিয়ে, থিয়েটার থেকে অপমান করে তাড়িয়ে দিয়েছে।

স্বরত। এঁ্যা—

নরেন। বলেছে বৈ কি রে নেটো। ঠাকুর কাঁদতে কাঁদতে আমার কাছে বলে গেছেন, গিরিশ আমাকে দেড়খানা লুচি আর একটু আলুরদম খাইয়ে, অপমানের ভাষা বলতে বলতে থিয়েটার থেকে বার করে দিয়েছে রে নরেন।

গিরিশ। ঠাকুরকে অপমান করার কথা বলতে যে ঠাকুর তোর কাছে যাবেন—তা নেশার ঝোঁকে না বুঝলেও নেশা কাটতে বুঝতে পেরেছিলুম রে নরেন।

স্বরত। ছাই পাঁশগুলো গিলে নেশার ঝোঁকে ঠাকুরকে অপমান করে এত বড় পাপ তুমি কেন কল্লে?

গিরিশ। শুধু তোমাকে সন্তুষ্ট করতে।

স্বরত। আমাকে সন্তুষ্ট করতে।

গিরিশ। হ্যাঁ স্বরত। চৈতন্যলীলা ভাল লেগেছিল বলে ঠাকুর আবার এ সপ্তাহেও এসেছিলেন, আমিও তাঁকে দর্শকআসনে বসিয়ে গ্রীনরুমে গিয়েছিলুম। এমন সময় ঠাকুরের একজন ভক্ত গিয়ে জানালো, ঠাকুরের ক্ষিদে পেয়েছে।

নরেন। শিশুর মত সরল আমাদের ঠাকুরের ক্ষিদে পেলেই শিষ্যদের কাছে খাবার চান।

গিরিশ। আমিও দোকান থেকে লুচি আলুরদম আনিয়ে পাঠিয়েছিলুম। ঠাকুর মাত্র খেতে আরম্ভ করেছিলেন—

স্বরত। তারপর—তারপর?

গিরিশ। মদটা বেশি মাত্রায় খেয়ে, একটু নেশাও হয়েছিল—

নরেন। আই নেশার খোঁয়াড়ী মেটালি ঠাকুরকে চরম অপমান করে।

গিরিশ। অপমান আমি করতাম না। ঠাকুর আমাকে মাতাল লম্পট বলতেই মাথায় রক্ত চড়ে গেল, অমনি তাকে অপমান করে থিয়েটার থেকে বার করে দিলুম।

সুরত। ঠাকুর—

নরেন। খুব বাহাদুরী করেছিস। যাক, দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে ঠাকুরের পায়ে ধরে ক্ষমা চেয়ে নিয়ে এসেছিস তো?

গিরিশ। না রে নরেন, লজ্জায় আমি যেতে পারিনি।

নরেন। লজ্জা? গুরুর পায়ে ধরে ক্ষমা চাইবি তাতে আবার লজ্জা কি?

গিরিশ। কোন মুখে আমি ক্ষমা চাইবো নরেন? আমি যে তাঁকে থিয়েটার থেকে দূর দূর করে তাড়িয়ে দিয়েছি। তবুও করুণাময় গুরু একটিও অভিশাপ দেননি। মাথা নিচু করে কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়ে গেছেন।

নরেন। এই জন্যেই তোকে নেটো গিরিশ বলি। তোদের ছেলের দরকার, ঠাণ্ডা মাথায় দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে ঠাকুরকে জানাবি। তা নয়, তাকে লুচি আলুরদম খেতে দিয়েই মাতাল হয়ে টলতে টলতে গিয়ে বললি, তোমাকে আমার ছেলে হয়ে জন্মাতে হবে ঠাকুর।

গিরিশ। এই কথা শুনেই ঠাকুর বল্লেন, আমি এমন কি পাপ করেছি যে মাতাল লম্পটের ছেলে হয়ে জন্মাব।

সুরত। ঠিক কথাই বলেছেন।

গিরিশ। সুরত।

স্বরত। আমি কি ঠাকুরকে ছেলেরূপে পাবার প্রার্থনা করেছিলুম তোমার কাছে।

গিরিশ। না, সে প্রার্থনা তুমি করনি।

নরেন। তাহলে এ তোরই মদের নেশার খেয়াল?

গিরিশ। খেয়ালই বল আর উচ্চাশাই বল নরেন, আমি মহাপাপ করেছি, আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত নেই।

নরেন। কে বলে প্রায়শ্চিত্ত নেই? মাতাল জগাই মাধাই যদি নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর মাথায় ভাঙা কলসীর কানা মেরে রক্তপাত করবার পরেও ক্ষমা পেতে পারে, তাহলে ঠাকুর রামকৃষ্ণের মত করুণাময় গুরুকে অপমান করে তুই অনুতপ্ত অন্তরে তাঁর কাছে ক্ষমা চাইলে নিশ্চয়ই ক্ষমা পাবি। তোর পাপের প্রায়শ্চিত্তও হবে।

গিরিশ। না-না আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত নেই। আমি ইষ্টগুরু সাক্ষাৎ ভগবানকে অপমান করেছি।

নরেন। গিরিশ—

গিরিশ। জানিস নরেন। এই মুখে আমি ঠাকুরকে বলেছিলাম, তোমার বাবার থিয়েটার নয় বেরিয়ে যাও। এই মুখে এই মুখে—
[মুখে চড় মারিতে থাকেন]

নেপথ্যে ঠাকুর। গিরিশ, ওরে অ গিরিশ—

নরেন। ঐ ঠাকুর নিজে এসে তোকে ডাকছেন রে জি সি—

স্বরত। দয়াল দেবতা দয়া করে আমার ঘরে পায়ের ধুলো দিতে এসেছেন নরেনবাবু, আমি চোখের জলে ওঁর পা ধুইয়ে এলো-চুলে মুছিয়ে দেব।

[প্রস্থান।

গিরিশ। কিন্তু আমি কি করবো নরেন? যে দেবতাকে আমি অপমান করে থিয়েটার থেকে তাড়িয়ে দিয়েছি—

নরেন। তোর কান্নায় তিনি নিজে ছুটে এসেছেন।

গিরিশ। নরেন।

নরেন। অনুতপ্ত গিরিশের চোখের জল পরম পুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণের পায়ে আছড়ে পড়েছে ভাই।

দ্রুত পদে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রবেশ।

রামকৃষ্ণ। গিরিশ গিরিশ, আমি তোর অনুতপ্ত অন্তরের ডাকে শুনতে পেয়েছি রে—শুনতে পেয়েছি।

গিরিশ। ঠাকুর ঠাকুর, আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। [পায়ে পড়িল] মহাপাপী আমি, নরকের কৃমিকীট আমি, তাই আপনাকে খেতে দিয়েও অপমান করে থিয়েটার থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলুম। [ক্রন্দন]

রামকৃষ্ণ। অপমান নয়রে পাগল, আব্দার—আব্দার। হে-হে-হে! আমি তোর আব্দার রাখতে চাইনি বলেই আমার গায়ে অপমানের ধুলো ছুঁড়ে দিয়েছিলি। ধুলো আর কতক্ষণ গায়ে লেগে থাকে বল? ঝেড়ে ফেল্লেই হোল, কি বলিস? হোঃ হোঃ হোঃ।

নরেন। তাহলে জি সির আব্দার—

রামকৃষ্ণ। রাখতেই হবে রে নরেন। গিরিশ যে মায়ের ভৈরব—

দ্রুত পদে ভৃংগার লইয়া সুরতের পুনঃ প্রবেশ।

সুরত। ঠাকুর, দাসীর সেবা নিয়ে তাকে কৃতার্থ করুন। [ঠাকুরের পদদ্বয় ধৌত করিয়া কেশে মুছাইলেন]

রামকৃষ্ণ। হরিগুরু বল মা, হরিগুরু বল মা।

স্বরত। হরিগুরু—হরিগুরু, হরিগুরু—হরিগুরু।

রামকৃষ্ণ। ওরে মা, তোর আর গিরিশের আশা মিটবে। তোদের আশানুরূপ ছেলেও হবে, কিন্তু রাখতে পারবি তো? ধরে রাখতে পারবি তো? সে যে চঞ্চল, সে যে দুরন্ত, সে যে বিরাট, তাকে—হাঃ-হাঃ-হাঃ। [আসন ত্যাগ করিয়া] নরেন নরেন, চেয়ে দেখ ব্রাহ্ম মুহূর্তের আকাশের দিকে, মা কালী তার এলো চুল ছড়িয়ে দিয়ে খল খল করে হাসছে! ঐ শোন তার অট্ট হাসিতে সৃষ্টি স্থিতি মহালয় সংঘটিত। দাঁড়া মা, দাঁড়া। তোর পায়ে পুষ্পাঞ্জলী দিতে আমি যাচ্ছি—

[দ্রুত প্রস্থান।

গিরিশ, স্বরত। ঠাকুর—ঠাকুর—

নরেন। বৃথাই ডাকছো জি সি। মায়ের আদুরে ছেলে যখন মায়ের ভুবনভরা রূপ প্রত্যক্ষ করেন, তখনই এমনি উন্মনা হয়ে ছুটে যান।

গিরিশ। নরেন—-

নরেন। তোদের এখুনি দক্ষিণেশ্বরে যেতে হবে। আমি এগিয়ে যাচ্ছি, একখানা ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া করে বৌঠানকে নিয়ে তুই চলে আয়।

[প্রস্থান।

গিরিশ। চল স্বরত। ঠাকুরকে লুচি সন্দেশ না খাইয়ে আমি একবিন্দু জলও মুখে দিতে পারবো না।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

দক্ষিণেশ্বর ভবতারিণীর মন্দির

উন্মাদগ্রস্ত ব্রজনাথ শেঠের প্রবেশ।

ব্রজ। আগুন জ্বলছে। দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে। সেই আগুনের শিখা লক্ লক্ করে উপরে উঠে আকাশটা পুড়িয়ে ছাই করে দিচ্ছে—হাঃ-হাঃ-হাঃ। কেমন জব্দ? আর ঠাকুরের মাথা ভাঙতে যাবি? না না—আমি নই, আমি নই যমদূত; ঠাকুরকে আমি মারতে যাইনি। লোহার মুগুর মেরে যমদূত এই যে আমার মাথাটা ভেঙে দিয়েছে। রক্ত, রক্ত, ফিনকী দিয়ে রক্ত ছুটছে। সেই রক্তের ঢেউ-এ আমাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। উঃ—বাঁচাও—বাঁচাও—

জনৈক ভক্তের প্রবেশ।

ভক্ত। কে—কে এখানে চেঁচামেচি করছে? একি, এযে একটা পাগল।

ব্রজ। পাগল? তুমিও বুঝি পাগল হয়ে গেছ? কতদিন হয়েছো গো?

ভক্ত। এই পাগলা, চুপ কর। ঠাকুর অসুস্থ, তাকে বিরক্ত করলে এখুনি ছোটবাবু এসে তোকে চাবুক মেরে তাড়িয়ে দেবেন।

ব্রজ। চাবুক মারবে? চাবুক মারবে? তা মারুক না। গণ্ডারের পিঠে কি চাবুকের মার লাগবে রে!

ভক্ত। এই পাগলা, যা এখান থেকে।

ব্রজ। কেন যাব—কেন যাব? আমাকে দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুর নেমন্তন্ন করে এনেছে। যা—যা শীগগির, তোদের ঠাকুরকে একবার ডেকে দে।

ভক্ত। আবার পাগলামো সুরু করেছিস? বলি, সহজে যাবি না ছোটবাবুকে ডাকবো!

ব্রজ। কে ছোটবাবু? ও, তোর বোনাইবাবু বুঝি? হাঃ-হাঃ-হাঃ। কি মজা—কি মজা, শালা ভগ্নিপতির ঝটাপটি লড়াই সুরু হয়ে যাবে। হাঃ-হাঃ-হাঃ—

ভক্ত। তবে রে শেয়ান পাগল। আবার চেঁচাচ্ছিস? যা—যা এখান থেকে। [প্রহার করিতে থাকে]

ব্রজ। উঃ—উঃ গণ্ডারের চামড়াও কেটে যাচ্ছে রে।

দ্রুত পদে সুরতের প্রবেশ।

সুরত। কি হয়েছে—কি হয়েছে? আপনি ওকে ওভাবে মারছেন কেন?

ভক্ত। মারবো না; বেটা পাগলাকে যত বলছি ঠাকুর অসুস্থ, এখানে চেঁচামেচি করিস নে, বেটা ততই চেঁচাচ্ছে, আর বলছে ছোটবাবু আমার বোনাই।

সুরত। পাগলে কি না বলে বলুন তো? ছেড়ে দিন, ছেড়ে দিন—ওকে আর মারবেন না।

ব্রজ। আচ্ছা তুই বলতো বাছা, গণ্ডারের চামড়া বলে কি লাগে না? এই দেখ—এই দেখ, হাতের এখানটা কেটে কেমন রক্ত ঝরছে।

[সুব্রত রক্ত ঝরা জায়গা দেখিতে গিয়া ব্রজনাথকে প্রায় চিনিতে পারে]

সুব্রত। কে? কে তুমি?

ব্রজ। আমি—[মুখ তুলিয়া সুব্রতকে দেখে]

সুব্রত। এঁ্যা এযে শেঠমশাই!

ব্রজ। হাঃ-হাঃ-হাঃ। শেঠমশাই মরে গেছে, শেঠমশাই মরে গেছে। বেঁচে আছে একটা গণ্ডার—।

ভক্ত। এই পাগল, চুপ কর বলছি—নইলে তোকে আবার মারব।

সুব্রত। না না, মারবেন না। পাগল হয়ে ও ঠাকুরের কাছে এসেছে।

ভক্ত। বেশ, আমি ঠাকুরের কাছে গিয়ে সব বলছি। কিন্তু খুব হুঁশিয়ার, পাগলকে যেন আর চেঁচামেচি করতে দিও না।

[প্রস্থান।

সুব্রত। পাগল! শেঠমশাই আজ পাগল! এযে হতেই হবে। অত পাপ সইবে কেন?

ব্রজ। ঐ ঐ, যমদূতটা ত্রিশূল হাতে আকাশ থেকে নেমে আসছে। ঐ জটাজালে চারিদিক চেয়ে ফেলেছে। ঐ তার চোখ দুটো দিয়ে আগুন ঠিকরে এসে আমার গায়ে লাগছে। উঃ, জ্বলে গেল, পুড়ে গেল।

সুব্রত। শেঠমশাই শেঠমশাই—

ব্রজ। আমার পা থেকে মাথা পর্যন্ত সমস্ত দেহে আগুন ধরে গেল।

সুব্রত। শেঠমশায়!

ব্রজ। ও! আর সইতে পারছি না, আর সইতে পারছি না। ওরে ধড় থেকে প্রাণটা বেরিয়ে গেল। জ্বলে গেল, পুড়ে গেল—জ্বলে গেল—

[ব্রজনাথ ছুটিয়া প্রস্থান করে। স্বরত নির্বাক দৃষ্টিতে তার যাওয়ার পথের দিকে চাহিয়া থাকে। সহসা নেপথ্যে শোনা যায় ব্রজনাথের কণ্ঠস্বর—"জয় ঠাকুর রামকৃষ্ণ"—]

স্বরত। ও কি! শেঠমশাই যে গংগায় ঝাঁপ দিলেন—যাক, মা ভবতারিণী ওকে শান্তি দিলেন।

[প্রস্থান।

পঞ্চম অংক

প্রথম দৃশ্য

বাগবাজার—বোসপাড়ায় বোসেদের বাড়ী

মাতাল গিরিশকে টানিতে টানিতে নরেনের প্রবেশ।

গিরিশ। কেন, মদের বোতল ফেলে জোর করে ধরে আনলি আমাকে! ছেড়ে-দে, ছেড়ে-দে, ছেড়ে-দে ভাই নরেন। আমি কিছুতেই ঠাকুরের কাছে যেতে পারবো না।

নরেন। কেন যেতে পারবি না?

গিরিশ। ঠাকুরের চরম অবস্থা আমি দেখতে পারব না বলে।

নরেন। কিন্তু ঠাকুর যে দিনরাত গিরিশ গিরিশ করে চেঁচাচ্ছেন। বলেছেন, গিরিশ আমার চিকিৎসার টাকা নিয়মিত পাঠিয়ে দিচ্ছে অথচ নিজে একবার দেখতে আসছে না কেন!

গিরিশ। শিশুর সারল্যে যে ঠাকুর কত হেসেছেন, কত আশ্বাসের বাণী শুনিয়েছেন, আজ তাঁর রোগ যন্ত্রণা-কাতর মুখ দেখে আমি স্থির থাকতে পারব না ভাই!

নরেন। সত্যি রে জি সি। শিশুর সারল্যে যে ঠাকুর তোর সংগে আমার শাস্ত্র-তর্ক বাধিয়ে দিয়ে দুই বন্ধুর ঝগড়া উপভোগ করে হো হো করে হাসতেন; সেই ঠাকুর আজ দুরারোগ্য ক্যানসারের যন্ত্রণায় ছটফট্ করছেন। আর 'কোলে নাও মা—কোলে নাও মা' বলে কাঁদছেন!

গিরিশ। আমাকে ছেড়ে-দে, আমাকে ছেড়ে-দে নরেন! আমি মদ খেয়ে মাতাল হয়ে ঘুমোব। সমস্ত পৃথিবী ওলোট-পালট হয়ে গেলেও আমার ঘুম ভাঙবে না। যেন সেই ঘুম আমার জীবনের শেষ ঘুম হয়।

নরেন। সে কি রে জি সি! ঠাকুরের অন্তিম মুহূর্তে—

গিরিশ। [নরেনের মুখ চেপে ধরে] চুপ, চুপ কর নরেন। ঠাকুরের অন্তিম মুহূর্ত কোনদিন আসবে না—আসতে পারে না। চির অমর ঠাকুর রামকৃষ্ণ। যতদিন পৃথিবীর অস্তিত্ব থাকবে, ততদিন গুরু রামকৃষ্ণও মৃত্যুঞ্জয়ী হয়ে বেঁচে থাকবেন।

[টলিতে টলিতে প্রস্থান।

নরেন। গিরিশ—গিরিশ! চলে গেল। ঠাকুরকে আমরাও ভালবাসি, শ্রদ্ধা করি। কিন্তু গিরিশের ভালবাসা নিখাদ, নির্মল।

দুজন ভক্তের স্কন্ধে ভর দিয়া অসুস্থ
ঠাকুরের প্রবেশ।

রামকৃষ্ণ। এতদিনে সেটা বুঝতে পেরেছিস নরেন?

নরেন। মর্মে মর্মে বুঝেছি ঠাকুর। গিরিশকে মাতাল অবস্থায় আমি এখান পর্যন্ত টেনে এনেছিলুম। কিন্তু সে তোমার সামনে যেতে চাইল না।

রামকৃষ্ণ। কি বল্লে?

নরেন। বল্লে রোগ যন্ত্রণায় কাতর ঠাকুরের মুখের দিকে আমি চাইতে পারব না নরেন। তুই আমাকে ছেড়ে দে ভাই।

রামকৃষ্ণ। আমি জানিরে নরেন, আমি জানি! তাই টাকা পাঠিয়ে দিয়েও দেখতে আসে না।

নরেন। গিরিশ যে তোমাকে এত ভালবাসে তা জানতাম না ঠাকুর।

রামকৃষ্ণ। ভাল বাসবে না? সে যে ভক্ত ভৈরব গিরিশ। [কাশিলেন] ওঃ, মা—মা, কোলে নে বেটী।

নরেন। [ভক্তদের প্রতি] ঠাকুরের বড় কষ্ট হচ্ছে ভাই। তোমরা ওঁকে এখানে শুইয়ে দাও, আমি মায়ের চরণামৃত নিয়ে এক্ষুনি আসছি!

[প্রস্থান।

রামকৃষ্ণ। [শয়ন করেন] ওরে, তোরা আজ কেউ কোথাও যাসনি!

১ম ভক্ত। আমরা কেউ যাব না ঠাকুর!

২য় ভক্ত। আপনাকে এই অবস্থায় ফেলে রেখে আমাদের বাড়ী যেতে পা উঠবে না ঠাকুর!

তৃতীয় ভক্তের প্রবেশ।

৩য় ভক্ত। একজন ফিরিংগী ছোকরা আপনাকে দেখতে এসেছে ঠাকুর।

রামকৃষ্ণ। এসেছে! এসেছে! মা মা, ছেলের ওপর তোর এত টান? এত মায়া মায়াময়ী?

৩য় ভক্ত। ফিরিংগী ছোকরাকে তাড়িয়ে দেব ঠাকুর?

রামকৃষ্ণ। তাড়িয়ে দিবি কিরে শালা! যা, তাকে ডেকে নিয়ে আয়। আর দেখ, তোরা একটু পাশের ঘরে যা। আমি সেই ফিরিংগী ছোকরার সংগে নিরিবিলিতে কথা বলব।

[ভক্তদের প্রস্থান।

ফিরিংগী বেশে বিনোদিনীর প্রবেশ।

বিনোদিনী। [ঠাকুরের পায়ের কাছে টুপি রাখিয়া] আমাকে চিনতে পারছেন ঠাকুর?

রামকৃষ্ণ। মা চিনতে ছেলের কি দেরী হয় রে আবাগের বেটী? আহা কত স্নেহ, কত মায়া। হতভাগা বড়লোকগুলো শুধু অসার আভিজাত্য আর সমাজ-সমাজ করে চেঁচিয়ে আসল মায়ার টুঁটি চেপে ধরেছে। তবুও মা আমার ফিরিংগী সেজে ছেলেকে শেষ দেখা দেখতে এসেছে।

বিনোদিনী। কেন এ চেহারা আপনার দেখছি ঠাকুর? জাগ্রত ভগবান আপনি। পাপ কলিযুগে পাপী-তাপীদের উদ্ধার করতে অবতার হয়ে এসেছেন। আপনার পাদস্পর্শে আমার মত পাতকিনীর মনেও ভক্তি শ্রদ্ধার আলো জ্বলে উঠেছে। আর আজ আপনি এই অসহ্য রোগযন্ত্রণা সহ্য করে কেন অসংখ্য ভক্তদের কাঁদাচ্ছেন!

রামকৃষ্ণ। ওরে মা, হাসি-কান্নাই তো জগতের পরীক্ষে। মানুষ হয়ে জন্মেছি, রোগ যন্ত্রণা সহ্য না করলে কলির ধর্ম পালন হবে কেন!

বিনোদিনী। ঠাকুর, আপনার রোগযন্ত্রণা-কাতর মুখ দেখে আর চোখের জল রোধ করতে পারছি না।

রামকৃষ্ণ। শোন মা! এখানে কেউ নেই, তাই বলছি গো মা। শুধু তোরই অপেক্ষায় ছিলুম। জেনে যা, আজই আমার মহাপ্রস্থানের লগ্ন আসছে।

বিনোদিনী। [কাঁদিয়া] ঠাকুর—ঠাকুর, এ কি নিদারুণ সংবাদ শোনালেন! আপনার মহাপ্রস্থানের কথা যে কল্পনাও করতে পারি

না। ওগো পাপযুগের জ্যোতির্ময় অবতার, তুমি চলে গেলে সারা বাংলা যে অঝোরে চোখের জল ফেলবে।

রামকৃষ্ণ। কাঁদিসনে মা, আমি আবার তোকে আশীর্বাদ করছি, তুই ভগবান শ্রীচৈতন্যের পদছায়ায় অন্তিমে আশ্রয় পাবি।

বিনোদিনী। তবে চললাম ঠাকুর। আমার মত বহু দর্শনার্থী অপেক্ষা করছে, তাদের বিরক্তি উৎপাদনে আর অপেক্ষা করবো না। তবে যাবার সময় বলে যাচ্ছি, ওগো পাপ কলিযুগের জাগ্রত অবতার, তোমার মহাপ্রস্থানের পরে এই নটী বিনোদিনীও বংগ-রংগ-মঞ্চের পাদপীঠে আর দাঁড়াবে না। বিদায় ঠাকুর—বিদায় দেবতা, বিদায় ওগো রামকৃষ্ণ—

[অশ্রুপ্লুতা বিনোদিনী ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া
টুপিটী লইয়া ধীরে ধীরে
প্রস্থান করিল।]

রামকৃষ্ণ। [কাশি উঠে] মা—মা ভবতারিণী, কোলে-নে—কোলে-নে—

ভক্তগণসহ নরেনের পুনঃ প্রবেশ।

রামকৃষ্ণ। মা এসেছে, মা এসেছে। আমি মায়ের কোলে উঠে বাড়ী চলে যাচ্ছি।. ওরে তোরা আমায় নাম গান শোনা।

[ভক্তগণসহ নরেন গাহিল।]

গীত

জপ রামকৃষ্ণ নাম জপ অবিরাম
রামকৃষ্ণ নাম লহ রামকৃষ্ণ নাম

কলিযুগে পতিত পাবন
সে যে পরম পুরুষ
যুগ অবতার নারায়ণ।

[এই গানের মধ্যে ঠাকুর নরেনের কোলে ঢলিয়া পড়িবেন। অন্ধকারের মাঝে দেখা যাইবে কালীর কোলে রামকৃষ্ণ দুলিতেছেন।]

